প্রভাস-নলিনী।

গার্হস্থ্য উপন্যাস।

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত।

Printed and Published by
KISHORY MOHUN BAGCHI
at the
India Directory Press.
1, Musjidbari Street, Darjipara, Calcutta.

সন ১৩২৭ সাল।
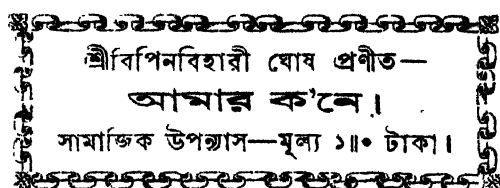
মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

PRINTED BY Kishory Mohun Bagchi.

India Directory Press.

38/1, Musjidbaree Street, Calcutta.
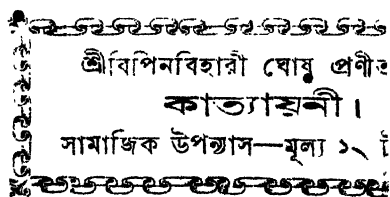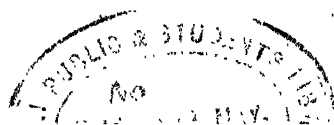
উৎসর্গ পত্র।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

এই মূলমন্ত্র স্মরণ

করিয়া

পিতৃদেবের শ্রীচরণে ভক্তি-সহকারে

এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া

ধন্য হইলাম।

গ্রন্থকার—

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।

আমার নিবেদন।

আমার সাহস দেখে সাহিত্য-রথীবৃন্দ হাস্‌বেন ও বিদ্রূপ ক'র্‌বেন ; তাতে বড় কিছু এসে যায় না। ইদানিং কয়েকখানি উপন্যাস প'ড়ে ও তাদের ভাষা দেখে, আমারও একখানি উপন্যাস লিখ্‌তে সখ হ'ল, আর মনে হ'ল যে চেষ্টা ক'র্‌লে বোধ হয় ওদের চেয়ে ভাল লিখ্‌তে পার্‌ব। যদি ভালও না হয়, খারাপ হবে না, তাই লিখেছি। ঘটনাটি সত্য, সেই জন্য স্থান ও নাম গোপন ক'রেছি।

আমি সাহিত্য ও ব্যাকরণের ধার ধারি না, বিদ্যে তেমন নেই, আমাদের চলিত-ভাষায় লিখেছি। বানান দু-দশটা ভুল না হওয়াই আশ্চর্য্য। পূর্ব্বেই ব'লেছি আমি মূর্খ। বাঙ্গালা লিখিতে জানি, একটা গল্প সাজিয়ে গেলাম। ভাল, মন্দ, নিন্দা, প্রশংসার বড় একটা ধার ধারি না। যদি বইখানা ছাঁপা হ'য়ে দু-দশখানা বিক্রি হয়, ও কিছু নগদ দেখ্‌তে পাই—তা হ'লে আর দু-একখানা লিখ্‌বার ইচ্ছে রইল, নইলে এই প্রথম ও শেষ।

বই লেখায় আর একটা বিপদ আছে। সমালোচকদের জ্বালায় তিষ্ঠান দায়। আবার অনেকে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির ক'র্‌বার জন্য, বিনা আহ্বানে সমালোচনা ক'র্‌তে বসেন ও নিজের মন্তব্য কোন মাসিক-পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন। সমালোচনা ত' যে সে করিতে পারে, কিন্তু দুকলম কল্পনা ক'রে গুছিয়ে লেখা যে কত শক্ত, যাঁহারা লেখেন, তাঁহারাই জানেন। Grey Boothley ইংরাজি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ-লেখক বলিয়াছেন, "It

is very hard to put a fiction in reality." সেটুকু মনে না করিয়া সমালোচকেরা বেশীর ভাগ গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া নিরস্ত হন, কিন্তু যে অংশ ভাল তাহার বিষয় উল্লেখে আদৌ মনোযোগ করেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।

প্রভাস-নলিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"পার্‌বে ?"

"পার্‌বো।"

"নিশ্চয় পার্‌বে ?"

"নিশ্চয় পার্‌বো। এই সামান্য কাযটা যদি না পারি, তা হ'লে আমার এতদিন নায়েবী করাই মিথ্যে।"

"সে বড় শক্ত যায়গা হে, তবে সুবিধের মধ্যে এই যে, তিনি তোমায় বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন।"

"আজ বিশ বছর এই এষ্টেটে নায়েবী ক'র্‌ছি, সকল ভারই ত' আমার উপর, আশা করি কথা থাক্‌বে।"

"আচ্ছা দেখা যাক্ তোমার মুরদ।"

"দেখ বাবু! তখন যেন কায গুছিয়ে নিয়ে পেছিয়ে প'ড় না।"

"তুমি যদি এটা ঠিক ক'র্‌তে পার, তা হ'লে তোমায় আমার অদেয় কিছু থাক্‌বে না।"

"বেশ তবে আমি এখন উঠি, ওবেলা দেখা হবে ত ?"

"একটু সকাল সকাল এস, যেন রাত দুপুর ক'রে এস না। আমি

আজ আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকৃব না। কাল একবার ক'ল্‌কেতা যাবার দরকার আছে।"

"আচ্ছা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এলেই ত হবে?"

"হ্যাঁ। ব'স' তামাক খেয়ে যাও। ওরে নারাণে! তামাক দে।"

এখন এই দুই জনের পরিচয় দেওয়া দরকার। একটি ২৪।২৫ বর্ষীয় যুবক, অপরটি প্রৌঢ় প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স। ইঁহারা দুইটি বন্ধু। রাজযোটক। যুবকটি স্থানীয় জমীদারের একমাত্র পুত্র, নাম বিজয় কুমার মিত্র। প্রৌঢ়টির নাম ধরণীধর দত্ত, অন্য জমীদারের নায়েব ও সেই গ্রামেই বাস।

বিজয়কুমার মিত্রের পিতা ৺বিশ্বেশ্বর মিত্র, ব্যাঙ্কে বিস্তর নগদ টাকা, জমীদারী, দুইটি বিবাহিতা কন্যা ও বিধবাকে রাখিয়া দুই তিন বৎসর হইল পরলোকে গিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর সময় বিজয় কলিকাতায় নিজের বাসায় থাকিয়া আই, এ পড়িতেছিল। হঠাৎ পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া পরীক্ষা হইবার এক মাস পূর্ব্বে বাড়ী আসে ও তাঁহার মৃত্যুর পর অগাধ বিষয়-সম্পত্তি হাতে পাইয়া লেখাপড়া ত্যাগ করে।

বিজয়ের পিতা তাহার জন্য কলিকাতায় একখানি বাটী খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে বিজয় একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ, একটি দাসী ও তাহার গ্রামস্থ একটি দরিদ্র গোপ-পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে লইয়া বাস করিত। মাথার উপর শাসন করিবার কেহ না থাকিলে, বড়লোকের ছেলেরা যেমন স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়, বিজয়ও পিতার মৃত্যুর পর সেইরূপ হইল ও বন্ধুবান্ধব লইয়া কুৎসিৎ আমোদে গা ভাসান দিল। মনের মতন বন্ধুও জুটিতে লাগিল ও দুই বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের টাকা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

একটা অবিদ্যাকে মাসিক তিন শত টাকায় রাখিল। তাহার দাস দাসীর বেতন ও তাহার বাড়ী ভাড়াও বিজয়কে দিতে হইত।

তামাক খাইতে খাইতে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "আর বেলা ক'র্‌ছ কেন? স্নান আহার করগে।"

বিজয়। এই যাই। ওবেলা একেবারে বাগানে যেও, সেইখানেই কথাবার্ত্তা হবে।

উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন। বিজয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া "মা কৈ গো!" বলিয়া ডাকিল। নিকটস্থ একটি ঘরের ভিতর হইতে "এই যে, কেন রে হাবু!" বলিয়া একটি প্রৌঢ়া বাহির হইলেন। তাঁহার পরিধানে দুধে গরদ, গলায় স্ফটিক ও পদ্মবীজের মালা, কপালে শ্বেত চন্দনের তিলক। ইনিই বিজয়ের গর্ভধারিণী। বয়স আন্দাজ বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও কি তোমার পূজা হয় নি?"

মাতা। হয়েছে, তুই নেয়ে আয়গে, আমি ভাত দেবার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি।

বিজয় স্নানান্তে চুল আঁচড়াইয়া, একটি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া আসিয়া দেখিল যে, জননী অন্য দিনের মত পাখা হাতে করিয়া পাতের কাছে বসিয়া আছেন। বিজয় আহারে বসিল। মা বাতাস দিতে দিতে বল্‌লেন, "হাবু! কাল তোর দিদি খবর পাঠিয়েছে যে, তাদের গাঁয়ের রাজেন ঘোষের বড়মেয়ের সঙ্গে যদি বে দি, তা হলে সে কথাবার্ত্তা কয়, তোর মত কি?"

বিজয়। কোন্ রাজেন ঘোষ, যে ক'ল্‌কেতায় লোহা লক্কড়ের দোকান করে?

মাতা। হবে! তারা দশ পনের হাজার খরচ ক'র্‌বে।

বিজয়। তা ক'রুক্‌গে, আমি এখন বে ক'র্‌ব না।

মাতা। সে কি রে! শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, তুই আমার চব্বিশ বছরের হলি। আর বে না করা কি ভাল দেখায়?

বিজয়। ভাল দেখাক্‌ আর নাই দেখাক্‌, এখন আমার বে ক'র্‌বার সখ্‌ নেই।

মাতা। কেন বল্‌ তা শুনি? আমি কি চিরকালটা তোর সংসার নিয়ে থাক্‌ব? আর কতদিনই বা বাঁচ্‌ব, বৌয়ের মুখ দেখা আমার ভাগ্যে নেই।

বিজয়। আমি বে ক'র্‌লেই কি তুমি রেহাই পাবে? আসল কথা তবে ভেঙ্গে বলি শোন। পশু কাকা যদি তাঁর মেয়ের সঙ্গে বে না দেন, তা হলে একবার বেয়েচেয়ে না দেখে, আমি অন্য যায়গায় বে ক'র্‌ছি না।

মাতা। পশু ঠাকুরপো ত' পষ্ট ব'লে দিয়েছেন, তোর সঙ্গে মেয়ের বে দেবেন না।

বিজয়। তিনি ত বাবার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন, আর বাবা বেঁচে থাক্‌লে এতদিন কি বে হ'তে বাকী থাক্‌ত, কোন্‌কালে হ'য়ে যেত।

মাতা। তা ত যেত। আমার যেমন পোড়াকপাল, তা না হ'লে তিনিই বা মারা যাবেন কেন, তাঁর কি মর্‌বার বয়েস হ'য়েছিল, আর তুইই বা লেখা পড়া ছেড়ে বিগড়ে যাবি কেন?

বিজয়। আমি আর এমন কি বিগড়েছি? হাজার কতক টাকা আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌তে খরচ ক'রেছি বৈ ত নয়। তাতে কি বেগড়ান হল?

মাতা। ও মা! হাজার কতক টাকা কি রে হতভাগা? ব্যাঙ্কেই যে প্রায় দু লাখ ছিল, তার ত এক পয়সাও নেই।

বিজয়। কে ব'ল্লে তোমায় নেই? আমি জোর কুড়ি পঁচিশ হাজার খরচ ক'রে থাকি ত খুব বেশী ক'রেছি।

মাতা। বেশ ক'রেছিস্। আচ্ছা দু এক দিনের মধ্যে ঠাকুর-পোকে ডেকে, না হয় আমি কথাটা পেড়ে তার ভাব বুঝ্ব।

বিজয়। সেই ভাল, পরের মুখে কথা কওয়ার চেয়ে তুমিই তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র, কবে তিনি বে দেবেন।

মাতা। বেশ! আর একটা কথা তোকে কদিন থেকে ব'ল্ব ব'ল্ব মনে ক'র্ছি কিন্তু ভুলে যাই। তিনি মারা যাওয়া অবধি, মার পূজো বন্ধ হ'য়েছে, আমার ইচ্ছে এ বছর থেকে ক'র্লে হয় না? কত টাকাই বা খরচ হবে?

বিজয়। যত টাকাই খরচ হোক্ না তাতে কি এসে যায়, তবে কথা হ'চ্ছে করে কে? আমি বলি এ বছর থাক্, আস্চে বছর থেকে না হয় করা যাবে। এই বলিয়া বিজয় উঠিয়া পড়িল ও আচমনাদি করিয়া নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুইজন দ্বারবান বৃহৎ লাঠি কাঁধে করিয়া জমীদার বাড়ীর দ্বার রক্ষা করিতেছে। সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই খানিকটা খোলা যায়গা। তার পশ্চিমে প্রকাণ্ড হল, এইটি কাছারি বাড়ী। সারি সারি দপ্তর কোলে ক'রে মুহুরীরা জমীদারী হিসাব-পত্র করিতেছে। একধারে একটি বাক্স কোলে লইয়া একটি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন, বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক, অন্যান্য জমীদারদের দাওয়ানদের মত দুর্দ্দান্ত নন, ইনিই জমীদার মহাশয়ের সদর দাওয়ান। তাঁহারই পার্শ্বে বামদিকে খানিকটা জায়গা খালি রহিয়াছে, কারণ ঐ স্থানের অধিকারী সদর নায়েব, যাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিজয়ের কাছে দেখিয়াছেন, এখনও তিনি আসেন নাই। তাঁহারই দক্ষিণে, পুরু পারস্য দেশীয় একখানি গালিচার উপর, নাতিদীর্ঘ ও স্থূল, সৌম্যমূর্ত্তি, সুশ্রী পুরুষ তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলা টানিতেছেন, উনিই জমীদার, নাম পশুপতি বসু। বসুজা মহাশয় কৃতবিদ্য, উচ্চ হৃদয়, দয়ালু, গরীব দুঃখীর মা বাপ, বয়স ৪৫ বৎসর। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তর্কালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন, জ্যোতিঃরত্ন মহাশয়েরা সভালঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা সামুকের খোলার গর্ত্ত হইতে নস্য বাহির করিয়া নাসিকা বিবরে দিয়া মুখব্যাদান করিয়া কড়ি গুণিতেছেন, কেহ বা হুঁকা হস্তে তামাকের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। অদূরে একটি ব্রাহ্মণ গান ধরিয়াছেন, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর কবে দেখা দিবি মা হর মনোরমা।
ফুরাল মা ভবের খেলা, আয়গো মা এই বেলা॥
দিন দিন তনুক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতিঃহীন,
এখন না এলে পরে, পরে কি চিনিব শ্যামা।
খাওয়ায়ে পরায়ে মাগো, ক'রেছ কত যতন,
কেবল মাত্র শুনি তারা, জানিনা মা রূপ কেমন।
সন্তানের চোখে ঠুলী, তুমি ত দিয়েছ কালী,
ভেবে তনু হ'লো কালী, আসিয়ে দেখা দে শ্যামা॥

ব্রাহ্মণটীর নাম যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এই গ্রামেই বাস। গ্রামের লোকে তাঁহাকে পাগলা ভট্ট বলে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। পাগলা ভট্টর কোন কাযকর্ম্ম নাই, দিবানিশি গান করিয়াই বেড়ান, কাহারও বিপদ আপদ পড়িলে, সেখানে উপস্থিত থাকিয়া অর্থে সামর্থে সাহায্য করেন, জাতিবিচার নাই। পৈত্রিক কিছু সম্পত্তি আছে, তাতেই দিন গুজরান হয়। তাঁহার আপনার বলিবার কেবল এক বৃদ্ধা পিসী আছেন। ভট্টরাজ এতাবৎ বিবাহ করেন নাই, আর বিবাহের বয়সও উত্তীর্ণ হইয়াছে। গান শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জমীদার বাবু তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন,—"ভট্টরাজ এরি মধ্যে উঠ্‌লে যে, আর একখানা হবে না?"

ভট্ট। আজ্ঞে একটু আবশ্যক আছে, বিকেলে আবার হবেখ'ন।

জমী। এরি মধ্যে তোমার আবার কি আবশ্যক প'ড়ে গেল হে?

ভট্ট। আজ্ঞে, শ্যামা পিসীর ছেলেটীর অসুখ একটু বেড়েছে, তাই একবার ডাক্তার বাবুকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।

জমী। ছেলেটীর ত অনেক দিন অসুখ ক'রেছে, এখনও সারেনি?

ভট্ট। মধ্যে একটু ভাল ছিল, আবার জ্বর দেখা দিয়েছে। এবার জ্বরটা যেন একটু বাঁকা ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

জমী। ওরা যে কুপথ্যি করে, তাতে কি আর জ্বর ছাড়ে।

ভট্ট। পিসী খুব সাবধানেই রাখেন, তবে যে কেন আবার জ্বর ফুট্‌লো তা ত' বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

জমী। তা হ'লে তুমি যাও; যদি ঔষধ-পত্র দরকার হয় হাঁস-পাতাল থেকেই নিও। আর দেখ, ডাক্তার বাবুকে আমার নাম ক'রে ব'ল, যেন একটু যত্ন ক'রে দেখেন। ওরে! তামাকটা ব'দ্‌লে দিয়ে যা। হরে! একবার দেখ্‌ত নায়েব বাহাদুর কোথায়।

তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই নায়েব মহাশয় উপস্থিত হইলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম ও জমীদার বাবুকে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। জমীদার বাবু, বলিলেন—"নমস্কার! মশায়ের এতক্ষণে সময় হ'ল, চাকরি ক'র্‌বার আর ইচ্ছে নেই বুঝি? নায়েবী ক'রে অনেক পয়সা হ'য়েছে, তাই চাকরির তোয়াক্কা রাখেন না। তাই যদি হ'য়ে থাকে, তা হ'লে দয়া ক'রে এ অধমের ঘাড় থেকে নেবে গেলে, আমিও বাঁচি ও আর একজনের অন্নের সংস্থান হয়।"

নায়েব মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"একটা কাযে আটক প'ড়ে গিয়ে, একটু দেরী হ'য়ে গিয়েছে, ক্ষমা করুন।"

জমী। বস্‌ ক্ষমা করুন! ক্ষমাটা কি চিরকালই ক'র্‌তে থাক্‌ব। আজ ব'লে ত নয়, এ রকম একটু আধটু দেরী রোজই হয়। তুমি কি মনে কর, আমি কিছু জানি না—যে কেন তোমার নিত্য দেরী হয়।

নায়েব মহাশয় মাথা হেঁট করিয়া, "আজ্ঞে, আজ্ঞে" করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমী। কৈফিয়ৎ দেবার আর কিছু খুঁজে পা'চ্ছ না বুঝি, তা চুলোয় যাক, এখন মশায়কে সরকারী কাযের জন্যে একটু পা ঝাড়া দিতে হবে যে।

নায়েব। আজ্ঞে করুন দাস হাজির আছে।

জমী। দাস হাজির ত এই মিনিট দুই, কাকে আজ্ঞে করি? আচ্ছা আজ্ঞে শোন, যে নূতন মহলখানা সেদিন কেনা হ'য়েছে, সেখানকার নায়েব লিখেছে যে, প্রজারা নূতন জমীদারকে খাজনা দেবে না, সদর নায়েব মহাশয় সেখানে বাহাল তবিয়তে উপস্থিত হ'য়ে, যাহাতে প্রজারা, বিনা আপত্তিতে, খাজনা দেয়, তার বন্দোবস্ত করিতে আজ্ঞা হয়। অতএব সদর নায়েব মহাশয় অদ্যই স্বদলবলে তথায় রওয়ানা হইয়া বিনা বিতণ্ডায় ও বিনা জুলুমে প্রজাদের বশে আনিয়া খাজনা আদায় করিয়া সদর তহবিলে পাঠাইয়া দেন।

নায়েব। আমি শুনেছি, ঐ গ্রামের প্রজারা বড় মোকর্দ্দমা-প্রিয় ও দাঙ্গাবাজ। ভালকথায় তাদের শাসন করা যাবে না।

জমী। ভালকথায় বনের পশুকে বশ করা যায়, আর হাত পা-ওয়ালা মানুষ বশ হয় না, এ কথাই নয়। আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ, যদি মিষ্টি কথায় বশ না হয়, তখন আমি গিয়ে দেখ্‌বো কেমন তারা খাজনা না দিয়া থাকৃতে পারে।

"বাবারে মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া, চীৎকার করিতে করিতে একজন লোক কাছারী বাড়ীর দালানে ধড়াস্‌ করিয়া আসিয়া পড়িল ও মূর্চ্ছিত হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি ও তখনও তাহার মাথা থেকে ফোয়ারার মত রক্ত পড়িতেছে! যাঁহারা গৃহ মধ্যে ছিলেন, সকলে ব্যস্ত হ'য়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ও সেই লোকটার অবস্থা দেখে বিস্মিত হ'লেন। জমীদার বাবু তখনি একজনকে জল আন্‌তে

ব'ল্‌লেন ও আর একজনকে ডাক্তার আন্‌তে আদেশ করিলেন। জল ও পাখা আসিলে, তাহার মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হ'তে লা'গল ও চাকরকে বাতাস ক'র্‌তে বলা হইল। ইতিমধ্যে আরও দু'জন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল। ডাক্তার বাবু আসিয়াই রোগীর ক্ষতস্থান ধুইয়া ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

ডাক্তার বাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি। গৌরবরণ, কাঁচা পাকা মিশান গোঁফ দাড়ি, হৃষ্টপুষ্ট, সদানন্দ ও সদালাপী, দেখ্‌লেই ভক্তি হয়। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেন, কিছুদিন হইল পেন্সন লইয়া জমীদারের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চাকরি গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁহার বাড়ী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে, নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি। ডাক্তার বাবু ডাক্তারখানা সংলগ্ন বাটীতে সপরিবারে বাস করেন। গ্রামস্থ ছোট বড় নীচ ভদ্র সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

এতক্ষণ সকলেই নীরব ছিলেন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেল, জমীদার বাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—"আঘাত কি গুরুতর, ভয়ের কারণ আছে কি?"

ডাক্তার। আঘাত গুরুতর বটে, তবে তত্তটা ভয়ের কারণ নাই। ও যে রকম বলিষ্ঠ তাতে দু'-এক ঘা লাঠিতে, ওর কিছুই হবে না। মাথা ব'লেই ফেটেছে, কিন্তু আঘাত ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেনি। আমার মতে ও দু-একদিন ডাক্তারখানাতে থাক্‌, কেন না জ্বরের সম্ভাবনা আছে, বিশেষ সতর্ক না থাক্‌লে কেশ খারাপ হ'তে পারে।

জমী। রামা! চারজন পাক্‌কে বল্‌, সেদোকে ডাক্তারখানায় রেখে আসুক।

রামা "যে আজ্ঞে" ব'লে চার জন বলিষ্ঠ পাইকের সাহায্যে তাহাকে ডাক্তারখানায় রাখিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমী। হ্যাঁরে মেধো! কে ওকে অমন ক'রে মেরেছে?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন অগ্রসর হ'য়ে জোড়হাতে প্রণাম ক'রে ব'ল্লে—"হুজুর মা বাপ, বিচার না ক'র্‌লে মোরা গরীব লোক কেমনে বাঁচি।"

জমী। বিচার ত' পরে, কে মেরেছে আগে তাই বল্ না।

মেধো। এজ্ঞে, হরি চক্কোত্তি, যে নতুন বরমানুষ হ'য়েছে।

জমী। মার্‌লে কেন?

মেধো। হুজুরের জান্‌তে বাকি নেই, আমাদের বাড়ীর পাশের ভুঁইটুকুন. আমাদের বাস্তর সামিল, তানার ইচ্ছে যে ঐ ভুঁইটুকুন নিয়ে তানাদের বারবাড়ীটা বড় করেন। আমাদিগের পেরথমে টাকা দিয়ে কিন্‌তে চায়, বলে "মেধো, তোদের ও ভুঁইটা আমায় দে, তোদের দু-কুড়ি টাকা দিচ্ছি।" আমি কইনু তা কি হয় ঠাকুর, বাপ পিতোমোর ভিটে কি ছাড়্‌তে পারি। তার পরদিন সেদোকে ডেকে ব'ল্লে. "সেদো, তিনকুড়ি টাকা না হয় একশো টাকা দিচ্ছি নিয়ে, জমীটা আমায় লেখাপড়া ক'রে দে।" সেদো ব'ল্লে, "না ঠাকুর, বাপ পিতোমোর ভুঁই, না খাতি পেলেও ছারব না।" চক্কোত্তি ব'ল্লে. "ভালকথায় দিবিনি; আচ্ছা আমি জোর ক'রে লব, এক পয়সাও দেব না।" সেদো ব'ল্লে "আচ্ছা ঠাকুর, জান থাক্‌তে ত নয়।" আজ সকালে কোথা থেকে পাঁচ সাতজন গুণ্ডা এনে, আমাদিগের ভুঁইটায় বনেদ খুঁড়্‌তে লাগল। সেদো "হাঁ হাঁ" ক'রে সেথানে শুয়ে প'ড়্‌ল। যখন দেখ্‌ল' সেদো উঠে না, তখন তারে হিঁচ্‌ড়ে টেনে আন্‌ল, সেদো ফের সেথায় শুইয়ে প'ড়্‌ল, ফের টেনে নিয়ে ব'ল্ল, "যদি না যাস্, বজ্জাতি করিস্, তোরে মেরে ওই বনেদে ফেলে দিব।" সেদো ব'ল্ল, "দাঠাকুর, তাই করেন, জান থাকৃতি ভুঁই কেউকে দিতে নারব'।" সেদো সেই ধাঙ্গড়দের ব'ল্ল, "খপরদার, ফের,

মাটী কাটলে মাথা ভেঙ্গে দিব।" চক্কোত্তি শুনে, হুকুম ক'র্‌ল, "লাগা বেটাকে, অমনি একটা গুণ্ডা দুই তিন লাঠি সেদোর মাথায় বসাইয়া দিল। মুই হুজুর খেতে গিছনু. থাকলে তাহার জান না নিয়ে কি যাতি দিতুম।"

জমী। ওঃ! এতক্ষণে কারণটা কি বুঝ্‌লাম।

তর্ক। হরি চক্রবর্ত্তী লোকটা কে হে নায়েব?

নায়েব। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলে।

ন্যায়। সে না ক'ল্‌কেতায় কিসের ব্যবসা করে?

নায়েব। ভূষি মালের কারবার ক'রে কিছু পয়সা ক'রেছে। ওর ছোট ভাই সহরে ওকালতী করে।

তর্ক। দরিদ্রের ধনাগম হ'লে মস্তিষ্ক একটু উষ্ণ হয়।

জমী। তোরা এখন যা। নায়েব! থানায় গিয়ে ডাইরি ক'রে এস। ওবেলা যা হয় একটা করা যাবে।

নায়েব। আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।

জমী। বিশেষ দরকারী কি?

নায়েব। আজ্ঞে দরকারী বটে, তবে পরে হ'লেও চ'ল্‌বে।

জমী। তা হ'লে আহারাদির পর এস।

নায়েব। যে আজ্ঞে।

"বেলা হ'য়েছে, উঠা যাক" বলিয়া, জমীদার মহাশয় সভাভঙ্গ করিলেন ও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সভাসদবর্গও একে একে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এত বেলা হল যে?" নায়েব-গৃহিনী রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন।

নায়েব। নাঃ আর পারি না, যে দিকে না দেখ্‌ব, যেন সেই কাযটাই পণ্ড হ'য়েছে।

গৃহিণী। কেন কি হল?

নায়েব। হ'ল আমার মাথা আর মুণ্ডু, হরে বেটাকে বলে গেলাম যে, পাঁচু মোড়লের কাছ থেকে গরুটা নিয়ে আসিস্। বেটা কিনা সেখানে না গিয়ে বোনের বাড়ী চ'লে গেছে।

গৃহিণী। আহা, তার বোনের ভারী ব্যারাম, তার বড় ভাগ্নে এসে ডেকে নিয়ে গেছে।

নায়েব। বেটীর ব্যারাম হবার আর সময় পেলে না।

গৃহিণী। তুমি যে কি বল তার ঠিক নেই, ব্যারাম কি আর ব'লে ক'য়ে হয়?

নায়েব। নাও, তোমার আর ওকালতী ক'র্‌তে হবে না।

গৃহিণী। দিন রাত যে সপ্তমে চ'ড়েই রয়েছ? চাকরি ত আর কেও করে না।

নায়েব। নাও তুমি থাম, যার জ্বালা সেই জানে, অন্যে কি বুঝ্‌বে।

গৃহিণী। তোমার আবার এরি মধ্যে কি জ্বালা এসে জুট্‌ল'?

নায়েব। জ্বালা যে কত রকম তা তুমি কি বুঝবে। মনিবের

হুকুম হ'য়েছে, যে নূতন মহলখানা কেনা হয়েছে, তার প্রজারা খাজনা দিতে বদমায়েসী ক'র্‌ছে, যাও তুমি যেমন ক'রে পার খাজনা আদায় কর। কেন রে বাবু, আর কি কেও নেই, যে আমাকেই যেতে হবে।

গৃহিণী। যার মাইনে খাও, তার কায না ক'র্‌লে তোমায় বসিয়ে মাইনে দেবে নাকি?

নায়েব। বসিয়ে মাইনে সব মিঞা দেয়। একটু তেল দাও নেয়ে আসি। গৃহিণী একবাটী তেল দিয়ে গেলেন। নায়েব মহাশয় বেশ ক'রে তেল মেখে স্নান ক'র্‌তে গেলেন। এই অবসরে নায়েব মহাশয়ের গৃহস্থালীর বর্ণনা ক'রে ফেলি। নায়েব-গৃহিণী সুন্দরী না হ'লেও রূপের চটক ছিল; রংটি দুধে আলতায় গোলা না হ'লেও কাল ছিল না; চক্ষু দুটী মৃগনয়না না হ'লেও ছোট বা কোটরে ঢোকা নয় বেশ মানান-সই; ভ্রূযুগল মদনের বাণ না হ'লেও সুন্দর; নাক তিলফুল না জিনিলেও খাঁদা নয়; চুল শ্যামাঠাকুরুণের মত পায়ের গোছে না প'ড়্‌লেও খাট নয়, পাছার নীচে পড়ে; গজেন্দ্র-গমনা না হ'লেও চলন থড়্‌মে নয়। বেশ দোহারা, হাত পায়ের গড়ন চলন সই। বয়স ২৮।২৯। মোটের উপর নায়েব-গৃহিণী কুৎসিতা নয়। সন্তান-সন্ততির মধ্যে এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রটির বয়স ১২, কন্যাটি ৭ বছরের। পুত্রটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়ে। কন্যাটি মাতার দ্বিতীয় সংস্করণ, অর্থাৎ ঠিক নায়েব-গৃহিণীর মত। নায়েব মহাশয়ের বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পূর্ব্বদ্বারী দুইখানি একতালা পাকা ঘর, উত্তরদিকে দুখানি খড়ের চাল দেওয়া মেটে ঘর, তারি এক খানিতে রান্না হয় ও অপর খানি ভাঁড়ার। গোয়ালঘরও একটি আছে, তাতে দুটি দুগ্ধবতী গাই

থাকে। উঠানের এক পাশে দুটি ধানের বড় বড় মরাই! দেখিলে বাস্তবিক সুখী গৃহস্থ ব'লেই বোধ হয়। নায়েব মশায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাক্‌লে খুব সুখীই হতেন। তাঁর অর্থের উপর বেশী লালসার জন্য সর্ব্বদাই বিমর্ষভাব ও একটু খিটখিটে স্বভাব।

নায়েব মশায় স্নান ক'রে ঘরের ভিতর গিয়ে কাপড় ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "সোণা কোথায় গেছে গা?" কন্যাটির নাম স্বর্ণময়ী। পাড়া থেকে খেলা ক'রে, স্বর্ণময়ী লাফাইতে লাফাইতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে পিতার কথা শুনিয়া, "কেন বাবা, এই যে আমি এসেছি" ব'লে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

নায়েব। কোথায় গেছ্‌লি মা? নায়েব মহাশয় কন্যাটিকে অত্যন্ত স্নেহ ক'র্‌তেন।

স্বর্ণ। সইদের বাড়ী ছিলুম বাবা। আজ আমার ছেলের বিয়ে কি না, তাই গায়ে হলুদ পাঠাবার যোগাড় ক'র্‌ছিলাম রে বাপু!

নায়েব। তোমার ছেলের বিয়েতে বাজনা হবে না ত?

স্বর্ণ। হবে গো হবে। গড়ের বাজনা আস্‌বে।

নায়েব। ইস্ তা আর হ'তে হয় না?

স্বর্ণ। দেখে নিও, দাদা বাজনা আন্‌তে যাবে।

নায়েব। ধনামুচি বাজাবে ত'?

স্বর্ণ। না গো বাপু না। আমি তোমার সঙ্গে ব'কৃতে পারি না। আমার মাথায় আগুন জ্বল্‌ছে বলে।

নায়েব। আমাদের নেমনতন্ন হবে ত?

স্বর্ণ। সই ব'লেছে বেশী খরচ ক'র্‌তে পার্‌বে না, কেবল দশ বার জন বরযাত্র যাবে।

নায়েব। দেখো মা, আমায় যেন ফাঁকি দিও না।

গৃহিণী। নাও, আর নেমনতন্ন খেয়ে কায নেই। ঘরে নেমনতন্ন প্রস্তুত, এস।

নায়েব মহাশয় হাসিতে হাসিতে আহারে বসিলেন। গৃহিণী পাখা হাতে ক'রে বাতাস দিতে লাগ্‌লেন।

নায়েব মহাশয় আহার করিতে করিতে বলিলেন, "ছোঁড়া যে রকম ধরেছে, একবার নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে হবে।"

গৃহিণী। কে ছোঁড়া? কিসের জন্যে ধরেছে?

নায়েব। মিত্তিরদের বিজয়। আমাদের প্রভার সঙ্গে যাতে বে'টা হয়, সেই চেষ্টা ক'র্‌তে হবে, কিন্তু বাবু যখন না ব'লেছেন, তখন হাঁ করান বড় শক্ত।

গৃহিণী। মিত্তির কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌তে কথা পাকাপাকী হ'য়েছিল, এখন না ব'ল্‌বার কারণ কি?

নায়েব। ছোঁড়াটা এদানী বড় খারাপ হ'য়ে গেছে। বিষয় আসয় প্রায় শেষ ক'রে নিয়ে এল, আর মোটে চারখানি মহল আছে।

গৃহিণী। সব কি বেচে ফেলেছে নাকি? ওর বাপ ত ম'র্‌বার সময় অনেক টাকা রেখে গিছলেন।

নায়েব। টাকা ব'লে টাকা? একটা রাজার রাজত্ব, ব্যাঙ্কেই ত দু'লাকের উপর ছিল, তা ছাড়া নগদও কোন্ না পঞ্চাশ হাজার হবে। যে চারখানা তালুক রেখেছে, তারি নেয্য দাম পাঁচ লাক।

গৃহিণী। চারখানা তালুক! কত্‌কে রেখেছে?

নায়েব। এক লাক আশি হাজারে।

গৃহিণী। এত টাকা কিসে খরচ ক'র্‌লে গো?

নায়েব। এয়ারকি দিয়ে। এই ত ওর বাপ বছর তিনেক মরেছে,

বছর দুইয়ের মধ্যে সব খুইয়েছে। বাপধনের এখন একটু হুঁস হ'য়েছে।

গৃহিণী। ও রকম উড়ুনচ'ড়ে হতভাগার হাতে কি কেউ মেয়ে দিতে রাজী হয়?

নায়েব। সুধু মেয়ে দিয়েই কি নিস্তার, বাবুর ত' ঐ মেয়েটি সবে ধন নীলমণি। তাঁর অবর্ত্তমানে ঐ ত' মালিক হবে। ওর হাতে ক'দিন ও বিষয় থাকবে? দুদিনেই ফুঁকে দেবে।

গৃহিণী। তা ত' বটেই। তুমি বাবুকে ব'লে কেন কতকগুলো কথা শুনবে। আমার কথা যদি শোন ত' ব'লে কায নেই। তা ত' শুনবে না।

নায়েব। আমি কি সাধে ব'লতে যাচ্ছি রে পাগলী! একটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছি। সেটা যদি হয় ত' আমি মাথা দিতে পারি, নইলে শর্ম্মা ওতে হাত দেবে না।

গৃহিণী। এর মধ্যে আবার দাঁও মারবার কি আছে?

নায়েব। প্রভার উপর ওর যে রকম ঝোঁক, দিতে পারে। ওর কাছে ও ত' কিছুই নয়।

গৃহিণীরও বাগানখানির উপর লোভ পড়িল, কারণ বাগানখানি প্রায় বার বিঘা জমীর উপর। যে পুষ্করিণীটী বাগানে আছে, সেইটেই ইঁহারা ব্যবহার করেন।

গৃহিণী। তা বাগানটা যদি পাও, তা হ'লে একবার চেষ্টা দেখ না?

নায়েব। তাই ত ব'লছি, ধরণী দত্ত তেমন বাপের বেটাই নয়, যে বিনা দাঁওয়ে কোন কাযে হাত দেয়।

গৃহিণী। তা আমি জানি। তা হ'লে তুমি যাবে কখন? আজ ত যেতেই হবে।

নায়েব। বাবুর হুকুম ত তাই। কাল ভোরে, মঙ্গলের উষো বুধে পা দিয়েই বেরোব।

নায়েব মহাশয় আহারাদি ক'রে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়! চলুন, একবার জমীদারের বৈকালের দরবারটা দেখে আসা যাক্। সমস্ত কর্ম্মচারীরা এসে নিজের যায়গায় ব'সে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। নায়েব মশায়, গজেন্দ্রগমনে উপস্থিত হ'য়ে নিজের যায়গায় ব'স্‌লেন ও দাওয়ান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "বাবু কি এখনও আসেন নি?"

দাওয়ান। না। আপনার আজ যাওয়াই স্থির ত?

নায়েব। নিশ্চয়ই; যখন হুকুম হ'য়েছে, তখন যেতেই হবে। মনে ক'র্‌ছি কাল ভোরে রওয়ানা হব।

দাওয়ান। সেখানকার প্রজারা যে রকম বদমায়েস, তাতে বোধ হয় জুলুম জবরদস্তি না ক'র্‌লে খাজনা আদায় হওয়া দুষ্কর।

নায়েব। কিন্তু বাবুর হুকুম ত' শুন্‌লেন? যেন জোর জবরদস্তি করা না হয়। জুলুম না ক'র্‌লে কি সহজে টাকা আদায় হয়? সে চিঠিখানা দেখি?

দাওয়ান। সেখানা আমার কাছে নেই। বোধ হয় বাবুর কাছেই আছে।

দুজন কনষ্টেবল্ সঙ্গে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর এসে উপস্থিত হ'লেন। দাওয়ান ও নায়েব মহাশয়েরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া অভ্যর্থনা ক'রে একখানা চেয়ার ব'স্‌তে দিলেন কিন্তু তিনি চেয়ারে না ব'সে ফরাসের উপর ব'স্‌লেন ও তাঁহার সঙ্গী কনষ্টেবলদিগকে বলিলেন, "তুমলোগ বাহার বৈঠ।" তাহারা "যো হুকুম" বলিয়া স্বদেশী ভোজ-

পুরী দ্বরওয়ানদের কাছে ব'সে দোক্তায় চুণ দিয়ে ডলিতে ডলিতে সুখ দুঃখের গল্প করিতে লাগিল।

নায়েব। ওটার তদারকে গেছ্‌লেন না কি?

ইনস্‌। সেখান থেকেই বরাবর আস্‌ছি।

দাওয়ান। প্রমাণ হ'ল নাকি?

ইনস্‌। সত্য ঘটনা প্রমাণ হ'তে দেরী হয় কি? পাড়া শুদ্ধ লোক সাক্ষী দিয়েছে, ওদের কোনই অপরাধ নেই। হরিবাবু গুণ্ডা ভাড়া ক'রে এনেছিলেন। একেই বলে (unprovoked assault) অর্থাৎ কি না বিনা অপরাধে মার। যাক্ বাবু কৈ? তাঁর হুকুম না পেলেত', হরিবাবুকে এরেষ্ট ক'র্‌তে পারি না।

নায়েব। তিনি এলেন ব'লে, আসবার সময় হ'য়ে গেছে।

জমীদার বাবু এসে উপস্থিত হ'য়ে ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কতক্ষণ মশাই?"

ইন্‌স। বেশীক্ষণ নয়। এখন কি করা যায়, সমস্ত প্রমাণ আমার হাতে। আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি।

জমী। হরিবাবুর কি ব'ল্‌বার আছে, তিনি কি এজেহার দিলেন?

ইন্‌স। তিনি ব'ল্‌লেন, তাঁর যা ব'ল্‌বার আছে, আদালতে ব'ল্‌বেন।

জমী। বটে! একবার তাঁকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি আপোষ ক'র্‌বেন না আদালতে যাবেন? ধর্ম্ম ডাক দিয়ে রাখা উচিত।

ইনস্‌। বেশ, যা ভাল বোঝেন তাই করুন। এখন আমি যাই, না হয় খবর দেবেন।

জমী। না আপনি যাবেন না, যদি বাগ না মানে অম্‌নি এরেষ্ট

ক'র্‌বেন। কৈ হ্যায়! যাও হরি চক্রবর্ত্তী বাবুকো মেরা সেলাম দেও।

একজন ভোজপুরী তৎক্ষণাৎ "যো হুকুম মহারাজ" ব'লে আধ্‌খানা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ক'রে চ'লে গেল।

জমী। বোধ হয় অল্পে মিট্‌বে না।

নায়েব। আমার মতে হরি চক্রবর্ত্তীকে একটু জব্দ ক'রে দেওয়া উচিত।

জমী। জব্দ করা কিছু শক্ত নয়। তবে গাঁ-ঘরের লোক এই যা।

ইনস্। তা বটে। চার্জ্জ কাল্‌পেবল্ হোমিসাইড (culpable homicide), তিন বৎসর শ্রীঘর। দ্বরোয়ানের সহিত হরি চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে একটী সীল্কের পঞ্জাবী, পরণে ভাল সিমলের ধুতি, মাথায় চেরা সিঁতি, পায়ে পামশু, আঙ্গুলে আংটী, বুকে ঘড়ি। সৌখিন বাবু, ক'ল্‌কেতার ফতোবাবুদের মত চাল দোরস্ত। একহারা, চেহারাটা মন্দ নয়।

হরি। আমায় ডেকেছেন দাদা বাবু?

জমী। হ্যাঁ; এ সব ব্যাপার কি হে! পরের জমীর উপর এত লোভ কেন? দাঙ্গা হাঙ্গামাই বা কেন? তুমি ঠাওরেছ কি?

হরি। ওরা আমায় বলে কি না কারো বাবাকেলে জমী ত' নয়, যে জোর ক'রে দখল ক'র্‌বে? মেধোকে দুশো টাকায় রাজী ক'রে বনেদে হাত দিয়েছিলাম।

জমী। মেধো ত এ কথা বলে না। তুমি গুণ্ডা ভাড়া ক'রে এনেছিলে?

হরি। আজ্ঞে না, সমস্তই মিথ্যে।

জমী। মিথ্যে যদি, সেদোর মাথাটা কি আপনি কেটে গেল?

হরি। সাঁওতালদের কোদালে কেটে গেছে। ও তাদের কাছ থেকে কোদাল ছিনিয়ে নিতে গিছ্‌ল, ধাক্কা খেয়ে কোদালের উপর প'ড়ে মাথা কেটে যায়। কেও মারেনি।

জমী। আমার কাছে মিথ্যে না ব'লে সত্যই বলা ভাল, তা হ'লে তোমায় বাঁচাতে পার্‌ব। যাক, আমি বলি কি অল্পে অল্পে মিটিয়ে ফেল।

হরি। কি ক'রে মেটাব বলুন ?

জমী। ওদের জমীতে আর হাত দিও না, আর কিছু আক্কেল সেলামী দিয়ে মিটিয়ে ফেলগে।

হরি। সে কি মশায় ? মেধো যে ঐ জমীর উপর দুশো টাকা দাদন নিয়েছে।

জমী। ও সব ফেরেবি চাল ছেড়ে দাও। গরীবদের বাপ পিতমোর ভিটেয় লোভ ক'রো না। তুমি ও জমী পাবে না।

হরি। আমি নোবই, কখন ছাড়্‌ব না।

জমী। তুমি কিছুতেই নিতে পার্‌বে না।

হরি। আমার দলীল আছে মশায়। আমি কাঁচা ছেলে নই।

জমী। দলীল জাল ত ?

হরি। জাল কি রকম! রীতিমত ষ্ট্যাম্প কাগজে উকিলের বাড়ীতে লেখা পড়া করা।

জমী। কে কে সই ক'রেছে ?

হরি। ওরা ত' লিখ্‌তে জানে না, ঢেরা সই—সাক্ষী আছে।

জমী। উকিল ত' তোমার ভাই। যাক্ মরুক্ গে, কিন্তু সত্য কথা এই হ'চ্ছে যে তুমিও টাকা দাও নি, ওরাও দলীল লিখে দেয় নি, কেমন না ? যা হোক্, আমি যা ব'ল্‌লাম তাতে তুমি রাজী আছ কি ?

হরি। আজ্ঞে না। আমি ও জমী নেবোই, যত টাকা খরচ হয় হো'ক্?

জমী। বটে, বড় টাকার মানুষ হ'য়েছ যে হে! আমায় পরে যেন দোষী ক'রো না। আমিও তোমায় ওদের হ'য়ে ব'লে দিচ্ছি ও জমী তুমি, যা ইচ্ছে করগে, পাবে না। ইন্‌স্পেক্টার, আমার আর কিছু ব'ল্‌বার নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন গে।

ইন্‌স। যে আজ্ঞে। হরিবাবু আপনাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌লাম।

হরি। কি চার্জ্জে আমায় গ্রেপ্তার করা হ'ল?

ইন্‌স। Murder, খুন করা।

হরি। বেশ চলুন, you will have to repent আপনাকে আপ্‌শোষ ক'র্‌তে হবে।

ইন্‌স। সে যা হয় পরে খুব কাঁদা যাবে। রামসিং, ভজনসিং হাজতমে লে চলো।

রামসিং তখনি উঠে দাঁড়িয়ে "হাতকড়ি ভি নগাঁই" ব'লে দু'জনে দুটী হাত চেপে ধ'র্‌লে।

জমী। ওটা যদি ক'র্‌বার দরকার হয় বাইরে গিয়ে, এখানে নয়।

ইন্‌সপেক্টার "যে আজ্ঞে" ব'লে, হরিবাবুকে নিয়ে থানার দিকে রওয়ানা হ'লেন।

জমী। বড়ই দুঃখের বিষয় আমায় নিমিত্তের ভাগী হ'তে হ'ল। লোকে ব'ল্‌বে, আমিই ধরিয়ে দিয়েছি।

দাওয়ান। লোকে কত কথা কয়, বুঝে-সুঝে যদি বলে, তা হ'লে দেখ্‌তে পায় দোষী কে।

জমী। ছোক্‌রা আমার কথা শুন্‌লে ভাল ক'র্‌ত।

নায়েব। শুন্‌বে কেন মহাশয়? পয়সার গরম বড় ভয়ানক চীজ মহাশয়।

জমী। আরে বাপু, কত পয়সাই ক'রেছে? এই একটা মাম্‌লাতে সব উড়ে যাবে। যাক্‌ যা হবার তা হবে, আমাদের মাথা খারাপ ক'র্‌বার দরকার নেই। তুমি যাচ্ছ ত?

নায়েব। আজ্ঞে; কাল ভোরে রওয়ানা হব।

জমী। ভাল, তোমায় যে একটী পাত্র দেখ্‌তে ব'লেছিলাম, তার কি হ'ল? না তোমাদের দিয়ে আর চলে না। ওদিকে যদি সৎকুলোদ্ভব পাশকরা ছেলে পাও, একবার দয়া ক'রে দেখ্‌বে কি?

নায়েব। ও কি কথা বলেন মহাশয়! আমি একটী পাত্র দেখে রেখেছি ব'লেই, আর খোঁজ করি নি। যদি আপনার মত হয়, কথাবার্ত্তা পাড়ি।

জমী। কে, বাড়ী কোথায়, কার ছেলে?

নায়েব। আমাদেরি গ্রামে, বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয়ের ছেলে, বিজয়।

জমী। ওঃ, তার সঙ্গে যদি বে দিতাম তা হ'লে, এতদিন হয়ে যেত। তার বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সবই ঠিক ছিল, কিন্তু আমি ওর মত চরিত্রহীন হতভাগার হাতে মেয়ে দিতে পারি না। আচ্ছা তুমিই বল, তুমি ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দিতে পার কি?

নায়েব। ঘর বর সবি ত' ভাল, তবে বয়েসকালে কোথায় কি ক'রেছে ধ'র্‌তে গেলে, বর খুঁজে পাওয়া ভার।

জমী। আচ্ছা বয়েসকালে কি ক'রেছে না হয় নাই ধ'র্‌লাম। জমীদারীগুলো আধা কড়িতে বেচা, কি বুদ্ধিমানের কায হ'য়েছে! আমি তোমায় ঐ জামাই ক'রে দেব।

নায়েব। এ গরীবের মেয়েকে ওঁরা রাজা বিশেষ লোক

নেবেন কি? আমার সে রকম সামর্থ্য ত' নেই, যে ওঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করি।

জমী। আচ্ছা তা হ'লে তোমার ইচ্ছে আছে ত', আমি চেষ্টা ক'রব'খন। তুমি আমার প্রভার জন্য অন্য পাত্র দেখ।

নায়েব। যে আজ্ঞে।

জমীদার বাবু উঠে অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন। কর্ম্মচারীরাও "বামুন গেল ঘর" কথার সার্থকতা ক'রে, যে যার পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্রস্থান ক'র্লেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়েরা মেয়ে-পার্লামেণ্ট দেখে আসি চলুন। জমীদার বাড়ীর কিছু দূরে একটি সুন্দর পুকুর, চারিদিকে বাঁধান ঘাট। পাড়ের উপর ভাল ভাল ফল ফুলের গাছ। এই পুকুরের জল গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই পান করেন। জল খুব ভাল ও পরিষ্কার, যেন কাকের চক্ষু, পুকুরে শেওলা বা আবর্জ্জনা নেই। পাড়ার মেয়েরা দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে এখানে এসে জমায়েত হন, ও নানারকম আলোচনা ক'রে ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ করেন। কোন কোন নূতনবধূ বা নব-বিবাহিতা কন্যারাও এখানে এসে সমবয়সীদের সঙ্গে দুটো মনের কথা ক'ন। দুটী যুবতী কলসী কক্ষে হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছিল, কিন্তু বামা দিদিকে দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌ল। একটী অপরটীকে ব'ল্‌লে "ভাই, বামাদিদি র'য়েছে ও ঘাটে গিয়ে কায নেই, পশ্চিমের ঘাটে যাই চ, মাগী যে কুঁদুলী এখুনি ছুতোনাতায় কতকগুলো কথা শুনিয়ে দেবে।" তাহারা উভয়েই পশ্চিম ঘাটে গেল।

বামা দিদির একটু পরিচয় দি। ইনি রামজীবন বাচস্পতির বিধবা ভগ্নী, বিবাহের দুই বৎসর পরে বিধবা হ'য়ে ভাইয়ের সংসারেই আছেন, কখন শ্বশুরালয়ে যান না। সেখানে ভাশুর ও দেবর পুত্রেরা আছেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে বামা-দিদি তাঁহাদের সংসারে গৃহিণী হইয়া থাকেন, কিন্তু বামাঠাকুরুণ ভ্রাতা ভ্রাতস্পুত্রদের মায়া কাটাইয়া যাইতে পারেন না। পাড়ার মেয়েছেলেরা সকলেই তাঁহাকে ভয় করেন, কেন না তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া কথা ক'ন না। উচিত

কথা বলিতে তাঁহার আদৌ সঙ্কোচ হয় না। ব্রাহ্মণের বিধবার স্বভাব চরিত্র যেরূপ নির্ম্মল হওয়া দরকার, বামা দিদির তাহা ছিল। বয়স প্রায় ৩০।৩২, মুখশ্রী বড় ভাল ও গড়ন পেটনও মন্দ নয়। পাড়ায় কাহারো বাড়ীতে কাযকর্ম্ম পড়িলে বামাদিদি সকলের আগে গিয়া, তাহার কর্ম্ম উদ্ধার করেন, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে।

"এই যে বামা ঠাকুরঝি এখানে! আমি ভাই তোমাদের বাড়ী গিছ্লুম, বড়বৌ ব'ল্লে বোধহয় ঘাটে," বলিতে বলিতে একটী প্রৌঢ়া আসিয়া ঘাটে বসিলেন ও বলিলেন, "আর শুনেছ ঠাকুরঝি! হরে চক্কোত্তি সেদো গয়লাকে মেরে ফেলেছে?"

বামা। বলিস্ কিরে কানাইয়ের মা, সত্যি নাকি?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ ভাই, আমাদের উনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন।

বামা। সেদোর অপরাধ?

তৃতীয়া। টাকার দেমাক্ গো, টাকার দেমাক্।

প্রৌঢ়া। জবরদস্তি বোন্ জবরদস্তি। মাথাটা দুফাঁক ক'রে দিয়েছে।

বামা। থানায় ধরে নিয়ে যায় নি?

চতুর্থী। আমাদের জমীদার বাবুর দয়ার শরীর ব'লেই এখনও ধরে নি।

বামা। সেদোকে একেবারে মেরে ফেলেছে?

প্রৌঢ়া। না মরেনি, জমীদার বাবু হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখনও জ্ঞান হয় নি।

বামা। ভগবান্ আছেন, সে দিন দাদাকে বিনি দোষে কম অপমানটা ক'রেছে! তার শাস্তি হাতে হাতে ফ'ল্বে না? ব্রাহ্মণ

দুদিন খান নি। হ্যাঁরে যোগের মা, শ্যামার ছেলেটা কেমন আছে জানিস্? পোড়া-সংসারের জন্যে কি একবার কোথাও বেরোবার যো আছে?

যোগের মা। তোমাদের পাগ্‌লা তন্ট, আজ সকালে বিধু ডাক্তারকে এনেছিল, তিনি দেখে শুনে ব'লে গেছেন, ভয় নেই, তিন চার দিনের মধ্যেই ভাল হ'য়ে যাবে।

কানাইয়ের মা। আহা মাগীর ঐ ছেলেটীই সম্বল। অল্প বয়েসে রাঁড় হ'য়ে ছেলেটী নিয়ে বুক বেঁধে আছে। ভাতার নয় যেন ইন্দির চন্দর, আর কি লেখা পড়াটাই শিখেছিল। ছুঁড়ীর বরাত মন্দ, দু'দিন হাকিমী ভোগ ক'র্‌তে হ'ল না।

বামা। ছুঁড়ীর পোড়া-কপাল যদি না হবে, তবে অমন রাজা ভাই, বাপ সব খেয়ে ফেল্‌বে কেন?

পশ্চিমের ঘাটে কয়েকটী যুবতী কথোপকথন করিতেছিল।

নলিনী। হ্যাঁরে বৌদি? দাদা কাল কত রাত্তিরে বাড়ী এলেন?

বৌদি। রাত একটা কি দেড়টা হবে। হাড়ে নাড়ে জ্বলিয়ে খেলে ভাই! এমন পোড়া কপালও ক'রেছিলুম, যে একদিনের জন্যে যদি সুখ পেলুম।

নলিনী। কোথায় ছিলেন ব'ল্‌লেন?

বৌদি। যেখানে রোজ থাকেন, বড়লোকের সঙ্গে মিশেছেন, যা হবার তাই হ'চ্ছে।

সাবিত্রী। কি হ'লো রে মনের-কথা?

বৌদি। আমার মাথা, মদ খেয়ে চুর হয়ে ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে বাড়ী এলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসী। আর বলিস্ নি ভাই, ঐ হতভাগা ছোঁড়াটাই সকলের মাথা খাচ্ছে।

সাবিত্রী। তোরও বুঝি ঐ দশা ?

হরি। সকলেরই এক দশা হ'ত লো, যদি তোর বরও এখানে থাক্‌ত।

নলিনী। দাদার না চাকরী হবার কথা ছিল ?

বৌদি। ছিল কেন ? হ'য়েছিল ত। এয়ারকি দিয়ে মদ মেরে বেড়াবে, না চাকরী ক'র্‌তে যাবে ?

সাবিত্রী। ঐ যে এক থিয়েটারের আখড়া ক'রেছে, ওতেই সব মাটী হবে।

নলিনী। মাসীমা কিছু বলেন না ?

বৌদি। ব'ল্‌তে কসুর করেন না, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। মা যতক্ষণ ব'কুছেন, চুপটী করে ভালমানুষের মতন ঘাড় গুঁজে ব'সে থাকে, কথাটী কয় না। কি কষ্টে যে দিন যাচ্ছে ভাই, তা নারায়ণই জানেন।

সাবিত্রী। তুই একটু শক্ত হ দিকিন্, ঠিক দোরস্ত হ'য়ে যাবে দেখিস্।

হরি। শক্ত আমি ত কম নই, আজ চার পাঁচ দিন কথা কইনি, কাছেও ঘেঁসিনি, তাতে তার ত বড় ব'য়েই গেল। সেদিন বাবা ব'ল্‌লেন, যদি আর লেখাপড়া না করিস্ ত,' একটা চাকরী-বাকরী দেখে শুনে কর্। তার উত্তর দিলে কে ক'রে দেয় ? বাবা ত চুপ।

নলিনী। চাকরী আবার ক'রে দেবে কে, আপনি চেষ্টা ক'রে, ক'রে নিতে হয় ?

বৌদি। চেষ্টা ছাই ক'র্‌বে। খেয়ে দেয়ে পার্ট মুখস্থ ক'র্‌বে।

প্রভাস-নলিনী।

নলিনী। মিত্তিরদের ছেলেটা এখান থেকে বিদেয় না হ'লে কারু ভদ্রস্থ নেই। যেন আলালের ঘরের দুলাল। ওর ঐ বদস্বভাব দেখে জমীদার বাবু প্রভার সঙ্গে বে দেবেন না, ব'লে দিয়েছেন।

"হ্যালা তোরা সব ঐখানে ব'সে ব'সে কমিটী ক'র্‌বি, না ঘরে যাবি, বেলা কি আর আছে?" বলিতে বলিতে একটী স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক পুকুর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আর না ভাই চল, আর দেরী ক'র্‌লে ঝাঁটা খেতে হবে।" বামা দিদি এতক্ষণ খড়্‌কে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করিতেছিলেন, এইবার জলে নামিয়া গা ধুইতেছিলেন। স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা রাজার মা, রাজার কত মাইনে হল?" রাজার মা হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন, "তোমাদের আশীর্ব্বাদে দিদি, এখন তিন মাস দেড় শো পাবে, তিন মাস পরে আড়াই শো হবে।" "আহা বেশ হ'য়েছে, আশীর্ব্বাদ করি বেঁচে থাক। আমাদের খাওয়াচ্ছ কবে?" বলিয়া বামা দিদি জল হইতে উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া গা মুছিতে লাগিলেন। রাজার মা বলিলেন, "তাই বল দিদি, বেঁচে থেকে ও যদি আমাদের দুটি খুদ এনে দেয়, সেই আমাদের টাকা, ওর পিত্তেশ কি ছিল ভাই, তাত তোমরা জান, তোমাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে ও আমার যে বেঁচে উঠেছে, এই কত ভাগ্যি। আয় রে ছুঁড়ীরে সব আয়।" বলিতে বলিতে বামা দিদির সঙ্গে গৃহাভিমুখে চলিলেন। যুবতীরাও তাড়াতাড়ি করিয়া কাপড় কাচিয়া প্রস্থান করিল। পুকুরের পদ্মফুল মিলাইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য মামা রাঙা জামা টেনে গায়ে দিলেন। ও দিকে অন্ধকার কোথায় লুকিয়ে ছিল, নূতন-বৌয়ের মতন উঁকি মার্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। আকাশের গায়ে একটী একটী ক'রে জোনাকী পোকা জ্বল্‌ছে আর নিব্‌ছে। পূর্ব্ব দিকের এক কোণে একখানা ভাঙ্গা রূপোর থালা ঠেলে উঠ্‌ছে। এমন সময় নায়েব মশায় মন্থরগতিতে গ্রাম প্রান্তবর্ত্তী পথ দিয়ে চলিতেছেন, বড়ই চিন্তামগ্ন। পিছন থেকে একটী যুবক বলিল, "নায়েব মশায় কি বাগানের দিকে যাচ্ছেন?" নায়েব মশায় পেছন ফিরে দেখে ব'ল্‌লেন, "কেও রামগতি! এস, হ্যাঁ ঐ দিকেই যাচ্ছি। বিজয় বাড়ীতে না বেরিয়েছে?"

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, বেরিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাইনি, নারাণে ব'ল্‌লে সতীশের সঙ্গে বেরিয়েছেন।

নায়েব। তা-হ'লে বাগানেই গেছে।

রাম। ঐ যে মেঘ না চাইতেই জল! মাণিকযোড় আস্‌ছেন।

নায়েব। কি হে, কোথায় গিছ্‌লে?

সতীশ। আর মশায়, দুঃখের কথা ব'ল্‌বেন না, স্বরে ছোঁড়া দুদিন ধ'রে আস্‌ছে না। তারি খবরটা নিয়ে আসা গেল।

রাম। তার হ'য়েছে কি?

বিজয়। হবে আবার কি? কদর বাড়াচ্ছে; ছোট লোককে নাই দিলে মাথায় উঠে।

রাম। কি ব'ল্‌লে?

সতীশ। বাঁদি গৎ, শরীর খারাপ—তাই যেতে পারিনি।

রাম। আজ আস্‌বে ত'?

বিজয়। ব'ল্‌লে ত', "চলুন যাচ্ছি।"

সকলে বাগানের ফটকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বাগানটি বেশ কেতা সই, ভাল ভাল গোলাপ, বেলা, জুঁই, গন্ধরাজ, মল্লিকা নানা রকম বিলাতী ক্রোটন, বহুমূল্য অঁকিত,—কেয়ারী ক'রে সাজান। সম্মুখে পুকুরের উপর,—হাল ফেসানের দোতালা বাড়ী, বড় বড় থামের উপর। বাড়ীখানি ঠিক যেন ছবিটি। এই বাড়ীতে বিজয় বাবুর থিয়েটারের আখড়া। নীচের হল ঘর থেকে হারমোনিয়মের আওয়াজ আসছে। তাঁহারা বাগানের ভিতর প্রবেশ ক'রে দালানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন।

বিজয়। নব্‌নে ছোঁড়ার গলা বড় মিষ্টি।

সতীশ। ওর চেয়ে কিন্তু রাখালে গায় ভাল। তাল বোধ আছে।

রাম। তা থাক্, গলাটা একটু মোটা।

নায়েব। সুরের আওয়াজটা ঠিক মেয়েলী।

সতীশ। ধরণ ধারণও মেয়েলী।

বিজয়। তোমরাই ত সুখ্যাতি ক'রে ব্যাটার মাথা খেয়েছ। ব্যাটা মনে ক'রেছে, ও না হ'লে আমাদের থিয়েটার হবে না। তাই চাল ছাড়্‌ছে।

সতীশ। বাস্তবিক, এক রকম তাই বটে।

বিজয়। খেপেছ? আজ তাকে ব'লে দেব, "যদি regularly (নিয়মিত) না আসে, দরকার নাই।

সতীশ। তা হ'লে মদনমঞ্জরীর পার্ট কে ক'র্‌বে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজয়। ক'ল্‌কেতা থেকে তয়েরী ছেলে আন্‌বো, তবু ছোট-লোকের খোষামোদ ক'র্‌ব না।

সতীশ। জীবনও চাল ছাড়্‌ছে, বুঝ্‌তে পেরেছ ?

বিজয়। নেতারমাইও, ওরা গেলে থিয়েটার আট্‌কাবে না। আরবারে জীতেনের কথাটা কি ভুলে গেছ নাকি, থিয়েটার কি আট্‌কে গেল ? চল রিহার্‌সেল্‌ দেওয়া যাক্‌।

নায়েব। বিজয় ! তোমার সঙ্গে যে একটু কথা আছে।

বিজয়। বেশ ত, চল আমরা উপরে যাই। সতীশ, তোমরা গিয়ে কাষ আরম্ভ কর, আমি কথাটা শুনে আসি।

নায়েব মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বিজয়বাবু উপরে গেলেন। উপরের দালানের মেঝেয় মার্বেল পাথর দেওয়া, দেওয়ালগুলি সুন্দর পেণ্টিং করা ও নানাবিধ বিলাতী দামী ছবি দিয়ে সাজান। ঘরের মেঝে পুরু পারস্য দেশীয় কার্পেট মণ্ডিত। চারিধারে মেহগ্নি কাষ্ঠের ভেলভেট মণ্ডিত কোচ পাতা। মাঝখানে মার্ব্বেলের গোল টেবল, টেবলের চারিধারে চারখানি খুব দামী চেয়ার। দেওয়ালগুলি বহুমূল্য বিলাতী ও ফরাসী ছবি দিয়ে সাজান ও ছবির মধ্যে মধ্যে তুডেলে দেওয়ালগিরী। মাঝখানে ঠিক টেবলের উপর একটি ষোলডেলে ঝাড় খাটান। টেবলের উপর ফুলদানীতে একটি প্রকাণ্ড গোলাপের তোড়া। ফুলের সৌগন্ধে ঘরটি আমোদিত ক'রে রেখেছে। হলের ভিতর দিয়া পার্শ্বের ঘরে যাবার জন্য দ্বার, দ্বারে বহুমূল্য সাটিনের পর্দ্দা। এই ঘরটির ভিতর প্রবেশ ক'র্‌লে অধিকারীর বিলাসিতা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থের দিকে দৃক্‌পাত নাই, ঘরটিকে মনের মতন ক'রে সাজাবার জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করা হ'য়েছে। উভয়ে সেই টেবলের কাছে এক একখানি চেয়ারে বসিলেন। বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তারপর।"

নায়েব। কর্ত্তাকে ব'লে ফেল্‌লাম, পাত্র আমাদের গ্রামেই ত' আছে, অন্য যায়গায় চেষ্টা ক'র্‌বার দরকার কি? বিজয়ের সঙ্গে দিন্‌ না, জানা শোনা ঘর। তিনি ব'ল্‌লেন ওর মত চরিত্রহীন ছেলেকে কি মেয়ে দিতে বল? তুমি ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দিতে রাজী আছ? আমি ব'ল্‌লাম, "আমার চোদ্দপুরুষের সৌভাগ্য যদি ওঁরা আমার মেয়েটীকে নেন্‌।"

বিজয়। তার পর?

নায়েব। কর্ত্তা ব'ল্‌লেন, "তা বেশ, আমি ক'রে দেব। তুমি প্রভার জন্য অন্য পাত্র দেখ।"

বিজয়। তা হ'লে কোন আশাই নেই?

নায়েব। কৈ আর, তাইত ভাব্‌ছি কি করা যায়? যা হোক, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। তবে এখন উঠি।

বিজয়। যাবে এখন, চল এক ডোজ্‌ নেবে না?

নায়েব। না আজ আর খাব না। আজ রাত্তিরে মফঃস্বলে যেতে হবে।

বিজয়। মফঃস্বলে যেতে হবে ব'লে খাবে না? তুমি যে অবাক ক'র্‌লে হে! ব্রহ্মার মন্দাগ্নি কেন হে? নাও চালাকী রাখ, দু এক পেগ্‌ নিয়ে চ'লে যাও।

টেবলের উপরের কল্‌বেলে ঘা দিবামাত্র খান্‌সামা আসিয়া দাঁড়াইল, বিজয়, "পেগ্‌" বলিবামাত্র নিকটস্থ আলমারী হইতে বোতল ও দুইটি কাঁচের গ্লাস বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বাহির হইতে সোডা আনিয়া গ্লাসে ব্রাণ্ডি ঢালিয়া সোডা মিশাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিন গ্লাস পান করিয়া এক একটি সিগারেট ধরাইলেন, নেশাও বেশ জমিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজয়। দেখ নায়েব! প্রভাকে আমি বে ক'র্‌বই, যদি না পাই তাহ'লে একেবারেই বে ক'র্‌ব না।

নায়েব। কর্ত্তার যে রকম মনের ভাব বুঝ্‌লাম, তাতে আশা করা যায় না।

আবার কল্‌বেলে ঘা প'ড়্‌ল, খানসামা পুনবায় পেগ্ দিয়া বাহিরে গেল। উভয়েই চুমুক দিলেন। আবার সিগারেট ধরান হল।

বিজয়। আমিও আজ এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যেমন ক'রে পারি আমি প্রভাকে বে ক'র্‌বই, যদি না পারি আমায় তোমরা কুকুর ব'লে ডেক।

নায়েব। ওকি এত সুন্দরী, যে ও নইলে তোমার চ'ল্‌বে না? ওর চেয়ে অনেক ভাল ভাল সুন্দরী মেয়ে আছে, বল ত' আমি দেখি।

বিজয়। থাক্ ভাল মেয়ে, আমি প্রভাকে বড় ভালবাসি।

নায়েব। প্রভাকে না প্রভার জমীদারীকে?

বিজয়। মাইরি না, সত্যি আমি প্রভাকে বড় ভালবাসি ও বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—ও নইলে আমার জীবন বৃথা। আমি ওর বাপের জমীদারীর প্রত্যাশী নই, আমার নিজের যা আছে, বাবা যা রেখে গেছেন, তাই কে খায় তার ঠিক নেই।

নায়েব। তা ত প্রায় সব শেষ ক'রে নিয়ে এলে।

বিজয়। এখনও যা আছে, তাতে আমাদেব পায়ের উপর পা দিয়ে বড়মানষী ক'রে কেটে যাবে। আর নষ্ট ক'র্‌ছি না, সাবধান হ'য়েছি। প্রভাকে আমার চাই-ই, কোন মতে অন্যথা হবে না। যেমন ক'রে পারি, ওকে আমি বে ক'র্‌বই ক'র্‌ব। এই আমার প্রতিজ্ঞা, হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পতন।

"কিসের জন্য শরীর পতন, বিজয় দা!"—বলিতে বলিতে একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিল।

বিজয়। তুই এখানে কি ক'র্‌তে এলি, রিহার্‌সেল্‌ চ'ল্‌ছে না?

যুবক। তুমি না এলে কাকে নিয়ে রিহার্‌সেল্‌ দেব?

বিজয়। চল্‌ আমি আস্‌ছি।

যুবক। বা বেশত', তোমরা ফুর্ত্তি কর, আর আমরা শুধুমুখে চেঁচাই।

বিজয়। নে এক ভাগ খেয়ে নিয়ে যা।

যুবক। "তুমি যাবে না?" বলিয়া, আধ গ্লাস মদ ঢেলে একটু সোডা মিশিয়ে এক চুমুকে পান ক'রে, "তুমি এস" ব'লে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে নীচে নেমে গেল।

বিজয়। তাহ'লে, কাল তুমি থাক্‌ছ না?

নায়েব। ক দিন থাক্‌ব না, তার ঠিক কি, তুমিও ত' কাল থাক্‌ছ না?

বিজয়। আমি দু তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব। চল এখন যাওয়া যাক, দেখিগে ছোঁড়াগুলো কি ক'র্‌ছে। আর দেখ আমি যা ব'ল্‌লাম, যেন প্রকাশ না হয়।

নায়েব। রাম কহ। আমায় কি তুমি তেমনি কাঁচা ছেলে ঠাওরেছ?

বিজয়। না তা নয়, তবে সাবধান থাকাই ভাল।

উভয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। বিজয় আখড়াঘরে প্রবেশ করিলেন, নায়েব মহাশয় বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়ীর রাস্তা ধরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মেহগ্নি-কাষ্ঠের-পালঙ্কে অৰ্দ্ধশায়িত হইয়া পশুপতি বাবু ঈষন্মুক্ত চক্ষে সুগন্ধি তামাকু ধীরে ধীরে আয়েস করিয়া টানিতেছেন। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি, পচা গরম, একটী কিশোরী নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা মৃদু মৃদু বাতাস দিতেছে। কিশোরী জমীদার পশুপতি বাবুর একমাত্র কন্যা প্রভাস-নলিনী। বেশ সুশ্রী, চক্ষুদুটী বড় ও ভাসা ভাসা, চক্ষে যেন হাসি খেলিতেছে, নাকটী বেশ চিকণ, মুখবিবর ছোট, ভ্রূযুগল মানানসই, দাঁতগুলি যেন মুক্তা বসান, গ্রীবা নাতিদীর্ঘ, আঙ্গুলগুলি সুদৃশ্য, গৌরাঙ্গী, মুখখানি সর্ব্বদা হাসি মাখান। আমরা যাহাকে সুন্দরী বলি, কিশোরীকে তা বলা যেতে পারে, অবশ্য পরীর মতন নয়, গৃহস্থ ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী। সবেমাত্র যৌবনের ঢেউ লাগ্‌ছে। বয়স তের উত্তীর্ণ হ'য়ে চোদ্দোয় প'ড়েছে। পশুপতি বাবুর অন্য সন্তানাদি না থাকায়, তাহাকে ভালরূপে শিক্ষিতা করিয়াছেন। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া বাঙ্গালা ও গণিত ভালরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রভার গণিতে এতদূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে, জমীদারীর সমস্ত হিসাবপত্র অনায়াসে বুঝিতে পারিত, এমন কি তকরারী হিসাবও অবলীলাক্রমে মিলাইয়া দিত। এখন সে বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেছে। তাহার মেধাও খুব প্রখর, একবার যাহা শুনিত, তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। বিদ্যানিধি মহাশয়ও তাহাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পাঠ দিতেন। একমাত্র সন্তান হইলেই পিতামাতার সমস্ত স্নেহ সেই

সন্তানের উপর গিয়া পড়ে। প্রভাও পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ছিল, বিশেষতঃ পশুপতি বাবু, অত্যধিক স্নেহ করিতেন, সেই জন্য এখনও তাহার বিবাহ দেন নাই। বিবাহের নামমাত্র চেষ্টা হইতেছে, কারণ বিবাহ দিবার দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলে, যেখানে অর্থাভাব নাই, সেখানে পাত্র খুঁজিতে বিলম্ব হয় না। তোমার আমার কন্যা যদি ঐরূপ বয়স্থা হয় ও অর্থাভাবে বিবাহ দিতে বিলম্ব হয়, সমাজ তখনি খড়্গহস্ত হ'য়ে হুকুমজারী করেন, যদি শীঘ্র বিবাহ না দাও, তোমার সহিত সামাজিকতা বন্ধ করিব। কিন্তু এখানে যিনি মাথা নাড়িবেন, তখনি তাঁহার মাথায় মুগুর পড়িবে। বাতাস দিতে দিতে প্রভা,—'আমরা প্রভাস-নলিনীর পরিবর্ত্তে, প্রভা বলিয়াই ডাকিব, কেন না অতবড় নাম ডাকিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে'—বলিল,—"আচ্ছা বাবা, শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দালয়ে যশোদার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন নি, তা কি নন্দরাণী জান্‌তেন না?"

পশু। না মা, তিনি তা জান্‌তেন না, তিনি প্রসব ক'রেই অচেতন হ'য়েছিলেন। সবই মায়াময়ের মায়া।

প্রভা। তিনি একলা ত' অচেতন হন নাই, ব্রজবাসীরা সকলেই ত' অচেতন ছিল।

পশু। সে কেবল দৈবমায়ায় মা, শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব কংসালয় থেকে নিয়ে এসে, তাঁকে নন্দালয়ে রেখে ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত সকলেই সেই ভগবানের মায়ায় মোহিত হ'য়ে অচেতন হ'য়েছিল। তা না হ'লে কংস যে রকম কঠিন পাহারায় ও লোহার শিকলে কারাগারে বেঁধে রেখেছিল, তিনি কি বেরুতে পার্‌তেন!

প্রভা। আচ্ছা, তা যেন হ'ল; যশোদানন্দিনীকে নিয়ে যাবার কারণ কি?

পশু। কংসকে ঠকাবার জন্য। মেয়ে হ'য়েছে ব'লে, যদি মেরে না ফেলে, কেন না ছেলে হ'লে তাকে ত নিশ্চয়ই মারবে কি না, তাতে আবার এটা অষ্টম গর্ভ।

প্রভা। আচ্ছা! যদি বাসুদেব ঐ মেয়েটিকে না নিয়ে যেতেন, তা হ'লে কংস কি ক'র্‌ত ?

পশু। মনে ক'র্‌ত এখনও ছেলে হয়নি।

প্রভা। মেয়েটিকে আছ্‌ড়ে না মার্‌লেও ত' পার্‌ত'।

পশু। তা পার্‌ত' বৈকি ; কিন্তু একটা যে বড় ভয় র'য়েছে কিনা, দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান হবে, সেই ওরে বধ ক'র্‌বে। সেই ভয়ে মেয়েটাকে রাখ্‌তে সাহস হ'ল না, ভাব্‌লে কি জানি যদি মেয়েটাই আমায় বধ করে !

প্রভা। কিন্তু মেয়েটা ত' আছাড় খেয়ে ব'লে গেল,—"তোকে বধ ক'র্‌বে যে, নন্দালয়ে বাড়্‌ছে সে।" কেন ব'লে গেল বাবা, না ব'ল্‌লেও ত' পার্‌ত'।

পশু। সেটা কেবল কংসের মনে আতঙ্ক বাড়াবার জন্য।

প্রভা। মেয়েটাকে যে আছ্‌ড়ে মার্‌লে, তার হাড়গোড় ত তখনি চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

পশু। তোর মনে পড়ে না,—বিন্ধ্যাচলে যোগমায়া দেখ্‌তে যাবার পথে, পাহাড়ে উঠ্‌তেই যে হাঁ করা মেয়ের পাষাণ মূর্ত্তি আছে, তাঁকেই ওখানকার পাণ্ডারা বলে, যশোদানন্দিনী, কংসের আছাড় খেয়ে ওখানে এসে পড়েছেন।

"হ্যাঁরে প্রভা! ওঁকে বকাচ্ছিস্ কেন ? একটু না ঘুমুলে এখুনি ব'ল্‌বেন মাথা ধ'রেছে, বড় অসুখ ক'র্‌ছে" বলিতে বলিতে একটী নাতিস্থুল নাতিদীর্ঘ স্ত্রীলোক পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া গৃহমধ্যে

প্রবেশ করিয়া, একটা পান জমীদার বাবুর মুখে গুঁজিয়া দিলেন ইনিই হ'চ্ছেন জমীদার-গৃহিণী, বেশ সুশ্রী, রংটিও গৌরবর্ণ, গড়ন-পেটনও ভাল, দোষের মধ্যে সম্মুখের দাঁত দুটি সামান্য উঁচু। একটু ভাল করিয়া না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। মুখে সদাসর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে, এ বাড়ীতে বাল্যকাল থেকে আসা অবধি কেহ তাঁহাকে রাগিতে দেখেন নি। মনও খুব উঁচুদরের, দরিদ্রে দয়া, ধর্ম্মে মতি, দেব-দ্বিজে ভক্তি যথেষ্ট আছে। হিন্দুর ঘরের স্ত্রীলোকের যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই আছে। লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসেন। বার মাসে তের পার্ব্বণ ত আছেই ও সেই উপলক্ষে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জন প্রায়ই জমীদার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হন। জমীদার-গৃহিণীর নাম অন্নপূর্ণা। পিতামাতা সার্থক অন্নপূর্ণা নাম রাখিয়াছিলেন।

প্রভা। না মা, আর বকাব না, যাই বিদ্যানিধি জ্যেঠা যে পড়া দিয়েছেন, সেইটে পড়িগে।

অন্ন। এখন পড়ে কায নাই, একটু ঘুমুগে মা, তারপর পড়িস্।

"বেশ", বলিয়া প্রভা অন্য ঘরে চলিয়া গেল। গৃহিণী পাখা লইয়া বাতাস দিতে লাগিলেন।

পশু। প্রভার যে রকম বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি, ও যদি আমার মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হ'ত, তা হলে বাপ পিতামহের নাম উজ্জ্বল ক'র্‌ত।

অন্ন। আমাদের অদৃষ্ট, জগদম্বা মা দয়া ক'রে দিয়েছেন, ওই বেঁচে থাক্।

পশু। বাপ পিতমোর নাম থাকবে না, লোপ পাবে এই যা দুঃখু।

অন্ন। তুমি আর একটী বে কর না কেন? তার পেটে ছেলে হ'য়ে তোমার নাম রাখ্‌বে।

পশু। তাই ক'র্‌ব; তুমি যোগাড় ক'রে দিতে পার? বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। দেখ, যদি ছেলে হবার হ'ত, তা হ'লে আমার খাঁদীরই হ'ত'।

পশুপতি বাবু গৃহিণীকে আদর ক'রে খাঁদী ব'ল্‌তেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি খাঁদা নন।

অন্ন। সে কথা যাক, প্রভার বের কি ক'র্‌ছ? ওর দিকে যে আর তাকান যায় না।

পশু। তোমার ঐ এক কথা, বে দিলেই ত নিয়ে চ'লে যাবে; কাকে নিয়ে ঘরে থাক্‌ব! যে কদিন থাকে, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? তাই তাড়াতাড়ি ক'র্‌ছি না।

অন্ন। নিয়ে যাবে ব'লে বে দেবে না, এ যে তোমার আশ্চর্য্যি কথা। শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে চোদ্দয় প'ড়্‌ল, কোন্ দিন কি হ'য়ে প'ড়ে, চোদ্দ-পুরুষ নরকস্থ হবে। তুমি যত বুড়ো হ'চ্চ, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।

পশু। আচ্ছা তুমি ভেব না গো, এই অঘ্রাণে বে দেবই। এখন যে বকাচ্ছ! মেয়েটাকে ত ধম্‌কে তাড়িয়ে দিলে। একটু ঘুমুতে দেবে না?

অন্ন। না না, তুমি ঘুমোও, আমি হাওয়া ক'র্‌ছি।

জমীদার বাবু পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, গৃহিণীও বাতাস করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গে গৃহিণী বারেন্দায় বসিয়া প্রভার চুল বাঁধিয়া দিতেছেন, জমীদার বাবুও এপাশ ওপাশ করিতেছেন, দাসী আলবোলায় তামাক দিয়া গিয়াছে, এমন সময় জনৈকা দাসী এসে দাঁড়াল। জমীদার-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো, নেপালের মা যে, কি মনে ক'রে? মিত্তির বাড়ীর সব ভাল ত?"

দাসী। হ্যাঁ মা, তাঁরা সব ভাল আছেন। মা একবার বাবুকে যেতে ব'লেছেন।

অন্ন। কেন গা, কি দরকার?

দাসী। তা ত জানি না মা, মা আমায় ব'ল্‌লেন, "ঝি, একবার বোসেদের বাড়ী যা ত', পশু-ঠাকুরপোকে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে ব'লে আয়।

অন্ন। শুন্‌ছ গা, মিত্তির দিদি তোমায় একবার দেখা ক'র্‌তে ব'লেছেন।

পশু। আচ্ছা যাব'খন, আজ না পারিত কাল সকালে নিশ্চয় যাব।

প্রভা। হাঁগা নেপালের মা! সরোজ কবে আস্‌বে, জান?

দাসী। শুনেছিলাম আশ্বিনের পেরথমেই আস্‌বেন।

প্রভা। এলে আমায় খবর দিও।

দাসী। আমায় ব'ল্‌তে হবে না বোন্! সরো দিদি বাড়ীতে পা দিয়েই ব'ল্‌বে এখন, "ঝি, প্রভাকে ব'লে আয়, আমি এসেছি।"

অন্ন। দুজনে খুব ভালবাসা কি না, তাই এলেই আগে প্রভাকে খোঁজ পড়ে।

দাসী। হ্যাঁ মা, দুটীতে যেন এক মায়ের পেটের বোন্। প্রভা দিদির বিয়ে কবে দিচ্ছেন মা! আমরা একদিন পেট ভরে লুচি সন্দেশ খাই।

অন্ন। যে দিন ফুল ফুট্‌বে মা। কর্ত্তা ব'লেছেন এই অগ্রাণ মাসেই দেবেন।

দাসী। কোথায় ঠিক হ'ল?

অন্ন। এখনও কোথাও ঠিক হয়নি মা।

একজন চাকর আসিয়া বলিল,"বাবু,বাইরে দারোগা বাবু এসেছেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পশু। আচ্ছা, ব'স্‌তে ব'ল্‌গে যা, আমি আস্‌ছি। ভাল এক ছেঁড়া লেঠায় পড়া গেছে। যা ভালবাসি না, তাই আমার কাছে এসে জোটে।

অন্ন। কিসের ছেঁড়া লেঠা গা?

পশু। সেই সেদো গয়লাদের ফ্যাঁসাদ।

অন্ন। হরি চক্কোবর্ত্তী হাজতে আছে না?

পশু। বোধ হয় আজ সদরে চালান দিয়েছে।

অন্ন। ওদের কি হবে?

পশু। মেয়াদ হ'য়ে যাবে। আমি মিটিয়ে ফেল্‌তে ব'লেছিলাম, আমার কথা গ্রাহ্য হ'ল না।

অন্ন। আহা মিটিয়ে দিলেই হ'ত, বুড়ীর জন্য বড় দুঃখু হয়।

পশু। আমার কথা যদি না শোনে, আমি কি ক'র্‌তে পারি বল? মরুক গে যাক, কাঙ্গাল-পুতের ঘোড়া রোগ ধ'রেছে। যে কটা টাকা রোজগার ক'রেছে, যাওয়া চাই ত! আমার চায়ের যোগাড় কর।

"এই যাই বলিয়া" অন্ন উঠিয়া গেলেন। বাবুও শয্যাত্যাগ ক'রে হাত মুখ ধুতে বাইরে এলেন ও মুখ হাত ধুয়ে চায়ের অপেক্ষায় একখানি ইজি-চেয়ারে শুয়ে প'ড়্‌লেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পর দিবস প্রাতঃকালে পশুপতি বাবু বিজয়দের বাড়ী গিয়া বরাবর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিজয়ের পিতা বর্ত্তমানে পশুপতি বাবুর সহিত বিজয়ের মাতা কথা কহিতেন। বিশ্বেশ্বর বাবু যদিও পশুপতি বাবুর অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন, তথাপি বাল্য-কালে একত্র সহবাস হেতু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রণয় জন্মিয়াছিল ও এক স্কুলে বাল্যকাল হইতে এক ক্লাসে বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। কলিকাতায় এক বাসায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবুদের কলিকাতায় নিজবাড়ী না থাকায় পশুপতি বাবুদের বাড়ীতেই থাকিতেন। পশুপতি বাবুর পিতা মাতাও বিশ্বেশ্বর বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের সৌহৃদ্য এতদূর ছিল যে, যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা মনে করিতেন ইঁহারা দুটী ভাই। বিশ্বেশ্বর বাবুর পিতার ইচ্ছা ছিল, যে তাঁহার পুত্র এম, এ, পাশ করিয়া হাকিমী করেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তিনি জীবিত অবস্থায়, পশুপতি বাবুর এক দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নীর সহিত বিশ্বেশ্বর বাবুর বিবাহ দিয়া ভালবাসা সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। মিত্র-গৃহিণী শ্বশুরালয়ে আসিয়া পশুপতি বাবুর সহিত ভগ্নী সম্বন্ধ না থাকায়, দেবর সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছিলেন।

পশুবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া "বৌদি কোথা গো, দাস হাজির," বলিয়া দাঁড়াইলেন। বিজয়ের মাতা নিকটস্থ গৃহ মধ্যে পূজা করিতে-

ছিলেন বলিলেন, "এস ঠাকুরপো! একটু ব'স ভাই, পূজোটা সেরে নি। ঝি নারাণেকে তামাক দিতে বল্।" ঝি বলিল, "নারাণে দাদাবাবুর সঙ্গে কাল ক'ল্‌কাতায় গেছে, আমিই দিচ্ছি।" ঝি একটী বাঁধা হুঁকোয় জল ভরিয়া তামাক দিয়া গেল। পশুবাবু একখানি কার্পেট-মণ্ডিত ইজি-চেয়ারে বসিয়া ধুমপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিজয়ের মা পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ঠাকুরপো! তুমি ভাই বড় নিদয় হ'য়েছ, ম'লাম কি বাঁচলাম একটিবার খবরও নাও না।"

পশু। ও কথাটি ব'ল্‌বার যো নেই বৌদি, আমি নিত্য তোমাদের খবর নি, তবে কাযকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আস্‌তে পারি না।

বি, মা। তুমি যেন ভাই কাযকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আস্‌তে পার না, কিন্তু প্রভাও আমাদের বাড়ী আর মাড়ায় না। প্রভার মার সঙ্গে আজ প্রায় সাত আট মাস দেখা হয় নি, তাদেরও কি জমীদারীব কাযের ঝঞ্ঝাট প'ড়ে গেছে?

পশু। তারা আসে না ব'লে কি আমি দোষী। তুমিই কোন্ একদিন গরীবের বাড়ী পায়ের ধূল দিয়েছিলে!

বি, মা। আমার কি বেরোবার যো আছে? মেয়েগুলো শ্বশুর-বাড়ী, ছেলেটা কেবল বায়ে বায়ে ফেরে, কাকে ঘরে রেখে যাই বল?

পশু। তা বটে। আমায় তলব করা হ'য়েছে কেন?

বি, মা। হেবোর বের জন্যে। তুমি নাকি ব'লেছ, যে হেবোর সঙ্গে প্রভার বে দেবে না?

পশু। বে দেবার কোন আপত্তি ছিল না। তুমি ত' জাননা, যে তোমার হেবোর কত বিদ্যে হ'য়েছে?

বি, মা। কি বিষে হ'য়েছে? একটু আধটু মদ খায়, আর থিয়েটার করে এই ত?

পশু। তা হ'লে ত বৌদি বেঁচে যেতাম, যতগুলি দোষ হ'তে পারে, বাবাজির আমার সবগুলি বর্ত্তমান। ক'ল্‌কেতায় পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে একটী বেশ্যা রাখা হ'য়েছে। বিষয় আশায়ও প্রায় সমস্ত শেষ ক'রে নিয়ে এল। সে সব খবর রেখেছ কি?

বি, মা। ওমা, বল কি গো! আমায় যে ব'ল্লে কেবল হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ ক'রেছে।

পশু। রক্ষে কর বৌদি! পাঁচ লাখ টাকা, এই ক'বছরের মধ্যে উড়িয়েছে।

বি, মা। ওমা! কি হবে গো! সর্ব্বনাশ! না, না তা হ'তে পারে না, অত টাকা ত ব্যাঙ্কে ছিল না!

পশু। আমি জানি বিশ্বদা মারা যাবার সময় ব্যাঙ্কে দু লক্ষ ষাট হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই গেছে, তা ছাড়া চারখানা তালুক সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় বেচে ফেলেছে।

বি, মা। সর্ব্বনাশ! এ কথা ত আমি কিছুই জানি না। তুমি ভাই যখন জান্‌তে পেরেছিলে, তখন আমায় বলা উচিত ছিল। যদি বেচে থাকে, আমার সই ত চাই, নইলে সে বিক্রী অসিদ্ধ।

পশু। আমি জানি, যে তোমার মত নিয়েই হ'চ্ছে। তোমার সই সব দলীলে আছে। তুমি কি দেনার দায়ে ছেলেকে জেলে যেতে দেখ্‌তে পার, তা ত' পার্‌বে না? তা ছাড়া ও এখন সাবালক হ'য়েছে, তোমার সই না হ'লেও বেচ্‌তে পারে। বিশ্বদার উইলও সেই রকম ছিল না?

বি, মা। না, ওর বেচ্‌বার ক্ষমতা, তিনি দিয়ে যান নি। তুমি

উইল দেখেছ ত'? আমি যতদিন বাঁচ্‌ব, তত্দিন ওর বেচ্‌বার অধিকার নেই। আমি ম'লে ওর সব, তবে ওকে আমি আমমোক্তারনামা দিয়েছি। আমি কি ছাই জানি, যে ও তলে তলে সব ফাঁক ক'র্‌ছে।

পশু। তোমার যখন সই আছে, তখন যে কিনেছে, তার কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না।

বি, মা। আমি কোন দলিলে আজ পর্য্যন্ত সই করি নি। সে বিক্রী নামঞ্জুর। কে কিনেছে?

পশু। আমিই কিনে রেখেছি। আমি তোমার সই দেখে কোন আপত্তি করি নি। আমার বিশ্বদার বিষয় অন্যে কিন্‌বে, তা আমি বেঁচে থেকে দেখ্‌তে পার্‌ব না।

বি, মা। যাক্! রাখ্‌তে পারে ওরি থাক্‌বে, না রাখ্‌তে পারে ভিক্ষে ক'রে খাবে। প্রভাকে আমার বৌ ক'রে দেবে কিনা, তাই বল?

পশু। না বৌদি! তা আমি পার্‌ব না। ও রকম অসচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে মেয়ের বে দিতে পারি না। যে বছর দু' তিনের মধ্যে চার পাঁচ লাখ টাকা জলের মতন উড়িয়ে দিতে পারে, তার হাতে কি ক'রে মেয়ে দি। প্রভা বই আমার আর ছেলেপুলে নেই, আমাদের অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় ওর হাতেই ত' পড়্‌বে, দু দিনেই উড়িয়ে দেবে। বাপ পিতমোর বিষয় উড়াতে যার কষ্ট হয় নি, সে যে আল্‌টপ্কায় পাওয়া বিষয় রাখ্‌বে—এ কিছুতে বিশ্বাস হয় না। আমারও পিতৃপুরুষদের নাম লোপ হবে, আর মেয়েটা, খেতে না পেয়ে শেষে মারা যাবে।

বি, মা। কর্ত্তার সঙ্গে তোমার কথা ছিল ত', যে তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বে দেবে, তা কি ভুলে গেছ?

পশু। সে কথা কখনই ভুল্‌ব' না। আমাদের একান্ত ইচ্ছে যে

হেবোর সঙ্গে বে দি, কিন্তু যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে পারি না। আচ্ছা ভাই! বল দেখি, তোমার যদি মেয়ে হ'ত তা হ'লে ওর মতন চরিত্রহীন, বিলাসী, উড়নচোড়ে ছেলের সঙ্গে বে দিতে?

বি, মা। তা দিতাম না বটে, কিন্তু এখন ছেলেমানুষ, আর একটু বয়েস হ'লে, আপনার স্বত্ব যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, তখন আপনিই সুধরে যাবে।

পশু। যারা অল্প বয়েসে খারাপ হয়, তাদের সুধরাণ বড় শক্ত। তার সাক্ষী মেজদা।

বি, মা। তবে অন্য যায়গায় চেষ্টা করি?

পশু। কর, তবে বনেদীঘরের মেয়ে এন, নইলে সংসারটা ছারখার হবে।

বি, মা। হেবোর বড় ইচ্ছে প্রভাকে বে করে।

পশু। আমি ত পারি না বৌদি!

বি, মা। যদি একান্তই না দাও, আমি কি ক'র্‌তে পারি বল? আমি বড় আশা ক'রেছিলাম, প্রভা আমার কুললক্ষী হবে, সে সাধে বাদ সাধ্‌লে। আমার অদেষ্ট মন্দ, যা হোক, তুমিই না হয় বেশ ভাল বনেদী-ঘরের একটী মেয়ে দেখে দাও।

পশু। আচ্ছা, আমি আজিই নবীন ঘটককে ব'লে সন্ধান নিচ্ছি। এই অঘ্রাণ মাসেই যাতে শুভকর্ম্ম হ'য়ে যায়, তার বন্দোবস্ত ক'র্‌ব। আমি এখন তবে আসি?

বি, মা। আচ্ছা ভাই এস, কিন্তু প্রাণে বড় দাগা দিলে। বড় সাধে ছাই দিলে।

পশু। আমায় আর বেশী কিছু ব'লো না বৌদি! আমাদেরও কি কষ্ট হ'চ্ছে না?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পশুপতি বাবুর মন অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গেল। বাড়ীর বাহির হ'য়ে, পথে যেতে যেতে একবার ভাব্লেন, না হয় হেবোর সঙ্গেই বে দি। সুমতি বলিল, "না না এমন কায ক'রো না, তার চেয়ে মেয়েটার হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দাও!" কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখে, কেহই তাঁহাকে কিছু ব'ল্তে বা জিজ্ঞাসা ক'র্তে সাহস ক'র্লেন না। বেলা অত্যন্ত বেশী হ'য়ে যাওয়ায়, তিনি আর কাছারীতে যান নাই।

পশুপতি বাবু বিজয়দের বাড়ী থেকে কিছুদুর গেছেন, এমন সময় বিজয় বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দুর থেকে দেখে কত রকম আশঙ্কা মনের মধ্যে এসে দেখা দিল, ভয়ে ভয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ্লে, যে মা গালে হাত দিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ভাব্ছেন! চোখ দুটী ছল ছল ক'র্ছে, বর্ষণের বেশী বিলম্ব নাই! বিজয় ভাল ছেলেটীর মত তাঁর কাছে ব'সে জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "মা! অমন ক'রে ব'সে র'য়েছ যে? পশু কাকা কি ব'লে গেলেন?"

বি, মা। আমার মাথা আর তোর মুণ্ড ব'লে গেল রে পোড়া-কপালীর বেটা!

বিজয়। কেন কি হ'য়েছে বল মা? অত রাগ ক'র্ছ কেন?

বি, মা। কতকগুলো কথা শুনিয়ে গেল। তোর মতন হত ভাগাকে পেটে ধ'রে কত অপমানই সইতে হবে, তা নারায়ণ জানেন। মরণ হ'লেই বাঁচি।

বিজয়। তোমায় অপমান ক'র্বার ওঁর ক্ষমতা কি? আচ্ছা আমি এর শোধ না নিয়ে ছাড়্ছি না।

বি, মা। আর বাহাদুরী ক'র্তে হবে না। হ্যাঁরে হতভাগা ছেলে,

এই তিন বছরের মধ্যে তুই চার পাঁচ লাখ টাকা কি ক'রে ওড়ালি ? চারখানা তালুকও বেচে ফেলেছিস্, সুধু কি তাই আবার জাল ক'রেছিস্! তোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মাথা খুঁড়ে ম'রতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। পশু-ঠাকুরপো পষ্ট জবাব দিয়ে গেলেন। সত্যিই ত তোর মতন বদছেলের সঙ্গে কে মেয়ের বে দেবে ? তাদের মেয়ে ত' ভার হয়নি! চারখানা মহল বেচেছিস্, আর ক'খানাই বা রইল, মোটে চারখানি। কোন্ কোন্ তালুক বেচেছিস্ রে হতভাগা ছেলে, বল্‌ত' ?

বিজয়। যা হবার তা হ'য়ে গেছে মা, আর যদি তুমি শুন্‌তে পাও, তখন তোমার যা ইচ্ছে তাই বোল।

বি, মা। কোন্ কোন্ মহল বেচেছিস্ শুনি ?

বিজয়। ইস্‌লামপুর, নারাণপুর, গোবিন্দপুর আর সোঁদরবনের কাছে যে থানা, তার নামটা মনে হ'চ্ছে না। বাবা ব'ল্‌তেন এ তালুক কখানা বড় খারাপ। প্রজারা ভারি পাজি, খাজনা সহজে দেয় না, মামলা মোকদ্দমা লেগেই আছে।

বি, মা। জমীদারী বজায় রাখ্‌তে গেলে মামলা মোকদ্দমা ক'র্‌তে হয়। তুই বেচে ফেল্‌লি কোন্ আক্কেলে ? তুই সেদিন আমায় ব'ল্‌লি, হাজার তিরিশেক টাকা খরচ ক'রেছিস্! এত জাল ফেরারী কোথায় শিখ্‌লি রে আবাগীর বেটা ?

বিজয়। তোমায় ত' ব'ল্‌লাম মা, যে আর কখন তুমি শুন্‌তে পাবে না। আমি আর কোন রকম বদখেয়ালী ক'র্‌ব না।

বি, মা। তোর কথায় বিশ্বাস কি ? তুই যখন আমার কাছে মিথ্যে ব'লেছিস্, তখন কালই আমি দাওয়ানকে ব'লে মোক্তারনামা খারিজ করিয়ে দেব।

বিজয়। ওগো তা ক'রতে হবে না। আমি তোমার কাছে সত্যি ক'রে ব'লছি, আর কখন বদমাইসি ক'রব না।

বি, মা। আচ্ছা তুই আমার পা ছুঁয়ে বল্, যে আর মদ খাবি না, কি বেশ্যার সংসর্গে যাবি না।

"আচ্ছা এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রছি, আর কখন কোন রকম মন্দ সংসর্গে যাব না" বলিয়া বিজয় দুই হাতে মায়ের পা দুটী ধরিল।

বি, মা। কৈ মদ খাওয়ার কথা ত ব'ললি না।

বিজয়। মদ খাওয়াটা এক রকম অভ্যাস হ'য়ে গেছে, একবারে ছাড়তে পারব না, তবে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দেব।

বি, মা। তুই কোথায় গিছলি?

বিজয়। ক'লকেতায়।

বি, মা। ঐ ক'লকেতাই তোর পরকাল ঝরঝরে ক'রবে।

বিজয়। না মা! না, এবার তুমি দেখ আর কখন কোন রকম বাজে খরচ ক'রব না। তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি ক'রলাম, তবু তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

বিজয়। তুই যে অবিশ্বাসী হয়ে প'ড়েছিস্। বেশ্যা মাগীদের কুহকে প'ড়লে, কি আর ফের্‌বার যো আছে?

বিজয়। আচ্ছা তুমি দেখই না কেন, আমি ভাল হই কি না। যদি আমি ভাল হই তা হ'লে পশু কাকার ত কোন আপত্তি থাকবে না?

বি, মা। আমি বাপু আর তাকে ব'লে অপমান হব না। সে সাফ জবাব দিয়েছে, তোর সঙ্গে তার মেয়ের বে দেবে না।

বিজয়। আমি প্রভা নইলে বেই ক'রব না।

বি, মা। এ যে তোর বিচ্ছিরী গোঁ। ওর মেয়ে যদি তোকে না দেয়, তুই কি জোর ক'রে নিবি?

বিজয়। নিশ্চয়, প্রভা নইলে আমার ঘর মানাবে না। তোমাকে ত' বলেছি মা, আমি প্রভাকে বড় ভালবাসি।

বি, মা। এ ভালবাসা তোমার অন্যায় বাপু! আমি অন্য যায়গায় ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌ছি।

বিজয়। কিছু ক'র্‌তে হবে না। আমি তোমার সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যেমন ক'রে হোক, দেখে নিও, প্রভাকে তোমার বৌ ক'রে দেবই দেব।

বি, মা। এ আব্‌দার তোর মন্দ নয়। ওর বাপ মা তোকে দেবে না, আর তুই জোর ক'রে নিবি? এত আর রাঁড়ী বাল্‌তীর মেয়ে নয়, যে তোর জোর খাটাবি।

বিজয়। আমি নিয়ে আস্‌বোই। ওকেই বে ক'র্‌ব, ক'র্‌বই ক'র্‌ব, এই তিন সত্যি ক'র্‌লাম! এই অঘ্রাণ মাসে যদি না পারি, তোমায় আর মুখ দেখাব না।

বি, মা। তুই দেখ্‌ছি খুনখুনী না ক'রে ছাড়্‌বি না।

বিজয়। কিছুই ক'র্‌তে হবে না মা, তুমি দেখে নিও। তবে তোমার সাধ আহ্লাদটা বোধ হয়, বের সময় হবে না। বের পরে বৌ নিয়ে যত পার আমোদ কোর।

বি, মা। আচ্ছা যা হবার তাই হবে। একবার বোস-গিন্নীর সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে দেখি, যদি ভালয় ভালয় হয়।

বিজয়। তা দেখো, কিন্তু আমি যে দিব্যি ক'রেছি ব'লে ফেল না।

বি, মা। আমি কচী খুকী নই। যা বেলা হ'য়েছে নেয়ে আস্‌গে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"যাই" বলিয়া বিজয় উঠিয়া গেল। মিত্র-গৃহিণীও অপেক্ষাকৃত সুস্থ-হৃদয়ে, কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। পুত্রের চরিত্র মন্দ হইলে পিতা মাতার হৃদয়ে যে কত ব্যথা হয়, পুত্র তা তখন বুঝিতে পারে না। মনে করে যে কেন তাঁহারা শাসন করেন, আমি যা করিতেছি এটা কি এত মন্দ কায!

নবম পরিচ্ছেদ।

হরি চক্রবর্ত্তীকে হাজতে লইয়া যাওয়ার খবর তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। হরির পিতা মৃত্যুর সময়, দশ পনের বিঘা জমী, একটী বাগান, পাঁচ ঝাড় বাঁশ, দুখানি খড়ের ঘর, একখানি রান্না ঘর, এক মরাই ধান, দুটী গাভী, দুটী ছেলে ও পত্নী দয়াময়ীকে রাখিয়া যান। তখন হরির চতুর্দ্দশ ও তাহার কনিষ্ঠ কৃষ্ণের বয়স দশ বৎসর। কিছু নগদ টাকা ও সামান্য অলঙ্কারও ছিল। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন, যজন যাজনক্রিয়া দ্বারা সংসার চালাইতেন, গ্রামে দু এক ঘর মন্ত্র-শিষ্যও ছিল। দয়াময়ী দেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন ও সামান্য আয় হইতে পুত্র দুটীকে কষ্টেসৃষ্টে মানুষ করেন। হরি গ্রামের অবৈতনিক স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠ শেষ ক'রে কলিকাতায় একজন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া উঠিয়া সওদাগরী আফিসে চাকরির উমেদারী করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ কোথাও চাকরি জুটিল না। কারণ তেমন লেখাপড়া জানা নাই ও মুরুব্বীও ছিল না। দু তিন মাস উমেদারী করিয়া যখন কোন রকম সুবিধা করিতে পারিল না—তখন অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে একদিন সকালে তাহার সেই আত্মীয়কে বলিল, "এত ঘুরে ঘুরে বড় বাবুদের খোসামদ ক'রেও কোন রকম ত' সুবিধে ক'র্‌তে পার্‌লাম না, এখন কি করি বলুন দেখি?" আত্মীয় বলিলেন "কি আর ক'র্‌বে, সকালে বিকেলে শশীকে পড়াও, শশী তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র, আর খেয়েদেয়ে আমার সঙ্গে আড়তে চল। সেখানে কয়ালের কায ক'র্‌বে,

তাতে ব্যাপারীদের কাছে কিছু পাবে আর গদি থেকে মাসে দশ টাকা পাবে। যদি ভাল রকম চলে, ও তুমিও ভাল রকম কায-কর্ম্ম ক'রতে পার, তা হ'লে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ পোষাবে। তোমার কেরানিগিরী চাক্‌রির চেয়ে এতে পয়সা পাবে। তা ছাড়া তোমার বাসা-খরচ এক পয়সাও লাগ্‌বে না, যেমন সকলে সংসারে খাচ্ছে, তুমিও তেম্নি খাবে। তোমার যদি মত হয় ত' আজ থেকেই খেয়েদেয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়।" হরি বলিল "তাই ক'র্‌ব।" আহারাদি ক'রে হরি তাঁহার সঙ্গে আড়তে বাহির হইল ও ছেলে পড়াইতে লাগিল। এই কয়ালের কায হরি সুদক্ষতা ও বিশ্বাসের সহিত করিয়া মাসে চল্লিশ থেকে আশি টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিতে লাগিল।

যখন কমলার দয়া হয়, তখন যে কাযে হাত দেওয়া যায়, তাতেই সুবিধে হয়। হরির এখন ভাল সময় প'ড়েছে ও কমলারও দয়া হ'য়েছে, এক বৎসর যেতে না যেতে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আত্মীয়টি মারা গেলেন। ব্যাপারীরা হরিকে পরামর্শ দিল, আড়ত যেমন চ'ল্‌ছে, তুমি তেম্নি চালাও, এ কাযে বেশী টাকার দরকার নেই, পাঁচ ছশো টাকা হ'লে আড়ত বেশ চ'লে যাবে। হরি এই কয় মাসে প্রায় আটশো টাকা উপায় ক'রেছিল ও সেই টাকা তাহার হাতেই মজুদ ছিল, সেই টাকায় সেও আড়তের কায চালাইতে মনস্থ করিয়া আড়ত তাহার নামে চালাইতে লাগিল। তিন চার বৎসরের মধ্যে বেশ দুপয়সা করিয়া, দেশের খড়ো ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, দ্বিতল অট্টালিকা প্রস্তুত করিল এবং মাতার অনুরোধে বিবাহ করিল। ভাইটিও বেশ মন দিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল ও বি, এল পাশ ক'রে সদরে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণচন্দ্র যে বৎসর ওকালতী পাস করে, সেই বৎসর হরির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। কৃষ্ণচন্দ্র সুবক্তা

ব'লে পসার দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল। কৃষ্ণচন্দ্রের কলিকাতায় একজন উকিলের কন্যার সহিত বিবাহ হইল। তাহার নাম সরলা-বালা। নামটী সরলা হইলেও সে বড়ই দাম্ভিকা, মুখ সর্ব্বদাই বিরক্ত, কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না। স্বামীর সঙ্গে সদরে থাকে, পাড়া-গাঁ তাহার ভাল লাগে না, কাযেই বাড়ীতে দু এক দিনের বেশী থাকে না। কাছারি বন্ধ হইলে স্বামীকে লইয়া পিত্রালয়ে যায় ও বন্ধের কয়দিন সেইখানে অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসে। সরলার পাড়াগাঁয়ের জল হাওয়া সহ্য হয় না, সর্ব্বদা বলে "বাপ্‌রে তোমাদের দেশে গেলে প্রাণ যেন হাঁপু হাঁপু করে। না আছে একজন সভ্যভব্য লোক, না জানে কথা কইতে, না জানে সভ্যতা, তাদের সঙ্গে কি আমার পোষায়?"

যখন হরির বাড়ী খবর গেল, তখন দয়াময়ী পৌত্রটিকে খেলা দিতেছিলেন ও পুত্রবধূ সংসারের কায করিতেছিলেন। তাঁহারা শুনিয়া একেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে প'ড়্‌লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে, সরসী "ও মা! কি হ'ল গো, আমাদের একি সর্ব্বনাশ হ'ল মাগো!" বলিয়া আছাড় খাইয়া বৃদ্ধার পায়ের কাছে পড়িল।

বৃদ্ধা। আমি তখনি ব'লেছিলুম বাবা পরের যায়গায় কায নেই! কিছুতেই শুন্‌লে না। এখন আমি কি করি?

সরসী। ঠাকুরপোর কাছে লোক পাঠাও, সে এসে যা ভাল বোঝে ক'র্‌বে।

বৃদ্ধা। তাকে কি আর আবাগীর বেটী রেখেছে, যে সে আস্‌বে?

সরসী। আস্‌বে বৈ কি মা! আপনার ভাই বিপদে প'ড়েছে. না এসে কি থাক্‌তে পারে?

বৃদ্ধা। তবে দেখি মা, তুমি খোকাকে ধর, নেপ্‌লাকে পাঠিয়ে দিয়ে

আসি। আজ যদি যেতে না চায় ত' কাল ভোরে যেতে ব'লে আসি।

সরসী। তাই কর মা! আর এক কথা আমি বলি, জমীদার বাড়ী গিয়ে তাঁকে ধ'রে যাতে মিট্‌মাট্‌ হয়, ক'র্‌লে হয় না?

বৃদ্ধা। আগে ত নেপ্‌লাকে পাঠিয়ে আসি, তার পর না হয় পশুর কাছে যাব'খন। দুটো টাকা দাও ত মা, ছোঁড়াকে পথ খরচের জন্যে দিতে হবে।

সরসী। দু টাকা কেন মা, এক টাকা দিলে হবে না?

বৃদ্ধা। না রে বাপু, দুটই দে না। দু টাকা দিলে যদি রাত্তিরেই যায়, যদি না যায় তা হ'লে একটাই দেব।

সরসী দুটি টাকা এনে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে, ছেলেকে কোলে তুলে নিল। বৃদ্ধা দুর্গা শ্রীহরি ব'লে বাহির হ'য়ে গেলেন। সরসী সেইখানে ব'সে প'ড়ে মনে মনে বলিতে লাগিল, "মা সর্ব্বমঙ্গলা, মা শঙ্কটহারিণী! মুখ তুলে চাও মা, তুমি ভিন্ন আর আমাদের যে কেউ নেই মা, মা সতীকুলরাণী দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে, তাঁকে ছাড়িয়ে এনে দাও মা! সত্যনারায়ণ তোমার ষোল আনা পূজো দেব, তাঁকে খোলসা ক'রে দাও বাবা! ও মা! আমার এ কি হ'লো গো, প্রাণ যে কেমন ক'র্‌ছে গো! ও মা! আর যে পারি না গো! হাঃ ভগবান্ কেন তাঁর এমন মতি দিয়েছিলে। ওঃ প্রাণ যে যায় মা!" এই রকম বিলাপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল। কিছুক্ষণ পরে দাসী এসে সরসীকে মাটীতে শুয়ে থাক্‌তে দেখে ডেকে ব'ল্‌লে, "বৌমা! অমন ক'রে ভুঁয়ে শুয়ে রয়েছ কেন গা?" উত্তর না পেয়ে কাছে গিয়ে দেখে যে বৌমা নিস্পন্দ। তখন সে যে কি ক'র্‌বে ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লে না, কিছুক্ষণ পরে এক ঘটী জল ও পাখা এনে, চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বাতাস দিতে দিতে সরসী "মাগো!" ব'লে পাশফিরে শুইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল, বেলা সাতটার সময় দালানের একধারে একটি গোল টেবলের উপর চায়ের সাজ সরঞ্জম্‌, চীনা মাটীর প্লেটের উপর খান কতক পাঁউরুটি টোষ্ট করা, একটা কাচের পেয়ালায় খানিকটা মাখন, দুইটি চীনেমাটীর চায়ের পেয়ালা ও সসার সাজিয়ে শ্রীমতী সরলা দেবী একখানি চেয়ারে বসে গুণ গুণ ক'রে গাহিতেছেন ও স্বামীর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। সরলা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুইটী বেশ বড় বড় ও ভাসা ভাসা, চক্ষের চাহনি দম্ভে পরিপূর্ণ, মুখবিবর সামান্য বড়, ঠোঁট দুটি একটু পুরু, দাঁতগুলি বেশ সাজান কিন্তু একটু বড় বড়। যৌবন নদীতে বান ডাক্‌ছে; বয়েস আঠার কি উনিশ। বেথুন কলেজ থেকে এণ্ট্রান্স পাস করা, কাযেই বিদুষী। দাস দাসীদের সঙ্গে যেন কুকুর শেয়ালের মত ব্যবহার ক'রে থাকেন, তারা মানুষের মধ্যেই নয়, পশুরও অধম। স্বামীকে আস্‌তে দেখে সহাস্যে "চা জুড়িয়ে গেল যে, এতক্ষণ কি ক'র্‌ছিলে?" ব'লে চা ঢাল্‌তে লাগিলেন।

কৃষ্ণ। একেবারে কায সেরে এলাম, নেয়ে ফেলেছি। তুমি কেন এতক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলে?

সরলা। বাঃ তাকি হয়, না আমার আগে খেতে আছে?

কৃষ্ণ। তাতে কি! তোমার এখনও ওসব বদ প্রেজুডিস্‌গুলো গেল না?

সরলা। প্রেজুডিস্ কিছু নেই, তুমি এলে একসঙ্গে যেমন খাই, তাই খাব ব'লে ব'সে আছি।

"তা বেশ ক'রেছ", ব'লে কৃষ্ণ একখণ্ড টোষ্ট মাখন মাখিয়ে ছুরি দিয়ে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে দু'জনে খেতে লাগ্‌লেন ও মধ্যে মধ্যে এক এক চুমুক চা পান করিতে লাগিলেন। আহার প্রায় শেষ হয় হয়, এমন সময় নেপাল চন্দ্র, "দাদা ঠাকুর! পেন্নাম হই গো" ব'লে একেবারে সামনে এসে ব'সে প'ড়্‌ল। কৃষ্ণচন্দ্র তাকে দেখে ব'ল্‌লেন, "কিরে নেপ্‌লা যেরে? কি মনে ক'রে এত সকালে এসেছিস্?

নেপাল। বাড়ীতে বড় বিপদ, কর্ত্তা-মা এখুনি তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে ব'লে দিয়েছে!

কৃষ্ণ। কি বিপদ রে, কারো অসুখ বিসুখ হয়নি ত?

নেপাল। না গো, অসুখ টসুখ নয়। কাল সকালে হরি ঠাকুর হুকুম দিয়েছেন, ধাঙ্গড়গুলো সেদো গয়লার মাথা ফেটিয়েছে। বড় ঠাকুরকে থানায় নিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। সেই যায়গাটা নিয়ে বুঝি?

নেপাল। হুঁ গো! বনেদ কাট্‌তি গেইছিল কি না, সেদো কাট্‌তি দিলেক না। হরি ঠাকুর ব'ল্‌লেক "বেটাকে খুন ক'রে বনেদ কর্।"

কৃষ্ণ। আমি দাদাকে তখনি ব'লেছিলাম, যে হাঙ্গামায় কায নেই। কিছু টাকা দিলে যদি দেয় ত নিও, জোর জবরদস্তি ক'রো না।

সরলা। তা যেমন জবরদস্তি ক'রেছেন, তার ফলভোগ করুন। তুমি গিয়ে কি ক'র্‌বে?

কৃষ্ণ। দাদা ত আর একা ভোগ ক'র্‌বার জন্যে করেন নি? আমায় এখনি যেতে হবে।

সরলা। না তোমার যাওয়া হবে না। কাছারি কামাই ক'রে দরকার নেই।

কৃষ্ণ। সে কি কথা, দাদাকে এরেষ্ট ক'রেছে, আর আমার কাছারি কামাই হবে ব'লে যাব না?

সরলা। টাকা খরচ হবে ত? যখন মাথা ফাটান মোকদ্দমা, তখন টাকার শ্রাদ্ধ না ক'র্‌লে কি বাঁচবেন?

কৃষ্ণ। টাকা খরচ হবে ব'লে যাব না? যে ভাই না খেয়ে, কষ্ট সহ্য ক'রে আমায় মানুষ ক'রেছেন, হাই এডুকেশন (high education) দিয়েছেন, বে থা দিয়ে সংসারী ক'রেছেন, সেই মার পেটের ভাই বিপদে প'ড়েছেন, তাও একলার জন্যে নয়! আর আমি তাঁর বিপদের সময় দাঁড়াব না! যাব না? এমন নরাধম আমি নই। দশজনেই বা আমায় ব'ল্‌বে কি? আমি বেঁচে থাক্‌তে, আমার ভাই বিনা তদ্বিরে জেলে যাবে, আমার বুড়ো মা—অসহায়া ভাজ কাঁদ্‌বে, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে দেখ্‌বো! তা হবে না। তাঁকে বাঁচাবার জন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, তবু দাদাকে বাঁচাতে হবে। তুমি কি ক'রে ব'ল্‌লে গিয়ে কায নেই, তোমার কথা শুনে সত্যই আজ বড় দুঃখিত হ'লাম। তোমার এত খল মন, তা জান্‌তাম না। আমাকে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে। নন্দলাল আমার মটর আন্‌তে ব'লে দাও।

সরলা। আমি এখানে কি একলা থাক্‌ব?

কৃষ্ণ। একলা থাক্‌বে কেন, চাকর বাকর সকলেই ত রইল, না হয় তুমিও আমার সঙ্গে চল।

সরলা। আমি সেখানে যাব না। যে অজপাড়াগাঁ, আর তোমার ভাজের মুখনাড়া খেতে আমি পারব না।

কৃষ্ণ। আমার ভাজ তোমায় মুখনাড়া দেন? ও মিথ্যে দোষ তাঁর নামে দিও না, তোমায় তিনি কত ভালবাসেন। তোমায় সংসারের কোন কায পর্য্যন্ত ক'র্‌তে দেন না। আমার ভাজের মতন লক্ষ্মীবউ আজ কালকার দিনে পাওয়া ভার।

সরলা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অত সাওগুড়ি ক'র্‌তে হবে না, আমি যদি ঘর না ক'র্‌তুম তা হ'লে যা ব'ল্‌তে মেনে নিতুম। আমি এখানেও থাক্‌বো না, সেখানেও যাব না, আমায় তুমি ক'ল্‌কেতায় রেখে এস।

কৃষ্ণ। যদি এখানে না থাক্‌তে চাও, আমার সঙ্গে আজ চল, কাল তোমায় ক'ল্‌কেতায় রেখে আস্‌ব।

সরলা চোক মুখ ঘুরিয়ে, চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে, না তা হবে না, আমি তোমায় পষ্ট ব'লে দিয়েছি—সেখানে যাব না। তোমার মায়ের যে মুখ, বাবা দিন রাত রণে মেতে আছেন। ও সব সহ্য হবে না। আমায় ক'ল্‌কেতায় রেখে এসে, যেখানে ইচ্ছে যাও।

কৃষ্ণ। বটে, আমার মা কবে তোমায় কি ব'লেছেন, তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ? মা আমার সাতেও নেই পাঁচেও নেই, খান দান ব'সে হরিনাম করেন। আমার মার মতন মা তপস্যায় পাওয়া যায়। তিনিই ত জোর ক'রে তোমায় আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নইলে আমিত' আন্‌তেই চাইনি।

সরলা। বেশ গো বেশ, তোমরা সকলেই ভাল, আমিই মন্দ।

কৃষ্ণ। আমি আর দেরী ক'র্‌তে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

সরলা। আমি ব'লে দিয়েছি সেখানে যাব না। ক'ল্‌কেতায় যাব।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তাই যাও। ঝি আর নন্দে তোমায় রেখে আস্‌বে। আর এক কথা তোমায় ব'লে দিচ্ছি, যদি তুমি কখন এস, আমি আন্‌তে যাব না, তা হলে তোমায় আমার মা ভাজের কাছে থাক্‌তে হবে। এ রকম স্বাধীনভাবে আর আমার কাছে থাক্‌তে পাবে না।

সরলা। আচ্ছা তাই হবে। আমি আর এখানে আস্‌ব না, বা তোমাদের বাড়ীও যাব না। আমার বাপ মা একমুঠো ভাত দিতে পার্‌বেন।

কৃষ্ণ। ভাল, এই কথাই রইল।

কৃষ্ণচন্দ্র ঝি ও চাকর নন্দকে ডেকে ব'লে দিলেন, "উনি যদি ক'ল্‌কেতায় যেতে চান, তা হ'লে তোরা ওঁকে রেখে আসিস্‌, আমি বাড়ী যাচ্ছি, তোরাও চাবি দিয়ে বরাবর সেখানে যাস্‌।" নেপালচন্দ্র স্ত্রী পুরুষের বচসা, শুনে অবাক্ হয়ে ব'সেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঘরে ঢুকে নিজের দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, একেবারে মটরে এসে ব'স্‌লেন। নেপালও সঙ্গে সঙ্গে এসে মটরে উঠ্‌ল। আস্‌বার সময় কৃষ্ণচন্দ্র একবারও স্ত্রীর দিকে ফিরে দেখ্‌লেন না। কারণ তাহার কথাবার্ত্তা শুনে বড় মর্ম্মাহত ও বিরক্ত হ'য়েছিলেন।

সরলা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে, ঘরের মধ্যে ঢুকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, একখানা গাড়ী আনিয়ে ঝি ও চাকরের সঙ্গে কলিকাতায় বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু থানায় ব'সে ডাইরী দেখ্‌ছেন ও মুহুরীকে অন্য একখানি কাগজে রিপোর্ট লেখাচ্ছেন, এমন সময় কৃষ্ণ বাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। উভয়ের অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "দাদাকে কি চালান দেওয়া হয়েছে?"

ইন্‌স। না এখনও দিই নি।

কৃষ্ণ। কি চার্জ্জ ফ্রেম ক'রেছেন?

ইন্স। কাল্‌পেবল হোমিসাইড। Culpable homicide.

কৃষ্ণ। চার্জ্জটা একটু হাল্কা ক'রে, জামিনে খালাস দিতে পারেন না?

ইন্‌স। যা সত্যি তাই চার্জ্জ ক'রেছি। হাল্কা ক'র্‌তে হ'লে গ্রামের মাথার মত নিতে হয়।

কৃষ্ণ। তাঁর কাছ থেকেই বরাবর এখানে আস্‌ছি।

ইন্‌স। তিনি কি ব'ল্‌লেন?

কৃষ্ণ। তিনি ব'ল্‌লেন যা ভাল হয় তাই কর, মিটিয়ে ফেলাই ভাল। মিছে আদালত ঘর ক'রে কতকগুলো টাকাই বা খরচ ক'র্‌বার দরকার কি? তা ছাড়া যে চার্জ্জ তাঁতে মেয়াদ নিশ্চয় হবে। রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কি?

ইন্‌স। রিপোর্ট পাঠাই নি। যদি চালান দিতে হয়, তা হ'লে বেশ করে সাজ্যাতে হবে, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন ত। আর সত্য ঘটনা বেশী সাজাতে হবে না। সাক্ষীর মুখেই প্রমাণ হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণ। তা জানি ব'লেই, রিপোর্ট আর দাদাকে চালান দেবার

পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম। আমার হাতে একটা খুনী কেস ছিল, সেটাও মুলতবি রাখ্‌তে ব'লে এসেছি।

ইন্‌স। তা হ'লে একবার পশুপতি বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে, বেলের বন্দোবস্ত ক'র্‌ব'খন।

কৃষ্ণ। অখন কেন? চলুন আমিও যাচ্ছি। দাদাকেও সঙ্গে নেওয়া যাক্।

ইন্‌স। তা বেশ, আপনি যখন এসেছেন বোধ হয় মিটে যাবে।

কৃষ্ণ। বোধ হয় কেন মশায়? যেমন ক'রে হোক্ মিটিয়ে ফেল্‌তেই হবে।

ইন্‌স। আপনার দাদা রাজী হ'লে হয়? কাল পশুপতি বাবু তাই ব'ল্‌ছিলেন, ওদের কিছু দিয়ে ও জমীটা ছেড়ে দিলেই মিটে যায়। কিন্তু হরিবাবু বলেন, জমী কিছুতেই ছাড়া হবে না। ওরা টাকা নিয়ে দলীল লিখে দিয়েছে।

কৃষ্ণ। তাঁর মাথা ক'রেছে। এর উপর আবার জাল প্রমাণ হ'লে সাতটি বছর শ্রীঘরে বাস্ ক'র্‌তে হবে, সেটা বুঝি ভাবেন নি।

ইন্‌স। তা আর ভাবেন নি?

কৃষ্ণ। ছাই ভেবেছেন। মূর্খ হ'লে নানান্ দোষ হয়। আপনার গোঁ বজায় রাখ্‌তেই হবে।

ইন্‌স্। তবে আর দেরী ক'রে ফল কি, চলুন যাওয়া যাক্? আপনার এখনো বোধ হয় খাওয়া হয় নি?

কৃষ্ণ। না খাওয়া হয় নি। সকালে ব'সে চা খাচ্ছি, এমন সময় খবর পেলাম, আর দেরী ক'র্‌তে সাহস হ'লো না। কি জানি যদি আপনারা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন ও সঙ্গে সঙ্গে আসামীকেও চালান দেন, তা হ'লেই ত বিশ বাঁও জলে প'ড়্‌তে হবে।

ইনস্। তা প'ড়্‌তে হবে বৈ কি?

কৃষ্ণ। জখমটা কি খুব বেশী! সত্যি কি মাথা ফাটান হ'য়েছে?

ইনস্। ডাক্তার ব'ল্‌লেন জখম তত বেশী নয়। লাঠি মেরে মাথা ফাটান হ'য়েছে কি প'ড়ে গিয়ে কেটে গেছে, ডাক্তারের রিপোর্ট এখনও পাই নি। বাদী-পক্ষের এজেহারে সব বিশ্বাস করা যায় না। তবে আমার যতদূর বিশ্বাস, তাতে বোধ হয় লাঠিই মারা হ'য়েছিল।

কৃষ্ণ। দাদা কি এজেহার দিয়েছেন?

ইনস্। এখানে এজেহার দিতে অস্বীকার ক'রেছেন, একেবারে আদালতে এজেহার দেবেন ব'লেছেন।

কৃষ্ণ। ইডিয়ট Idiot। মনে ক'রেছেন, আদালতের কাযকর্ম্ম ওঁর আড়তের মত।

ইন্‌স্পেক্টর হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। ভানেসিংকে ডেকে হরিবাবুকে নিয়ে আস্‌তে ব'লে দিলেন। ভানেসিং তখনি হরিবাবুকে হাজত-ঘর থেকে নিয়ে এল। হরিবাবু কৃষ্ণবাবুকে দেখে মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "তুই কখন এলি?" এক রাত্রে হরিবাবুর মুখ শুকিয়ে লাবণ্যটুকুও মিলিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। এই খানিক আগে এসেছি।

হরি। তোকে এত তাড়াতাড়ি খবর দিলে কে?

কৃষ্ণ। যাদের প্রাণ কাঁদ্‌ছে।

হরি। এ আর কি একটা সঙ্গিন কেশ, যে তুই কাছারী কামাই ক'রে এলি। বৌমাকে কোথায় রেখে এসেছিস্?

কৃষ্ণ। তোমার যদি জ্ঞান থাক্‌ত' কেশটা কতদূর শক্ত, তা হ'লে কথা ব'ল্‌তে না।

হরি। এ আর কি এমন শক্ত কেশ, এত ফেঁসে আছে! আমার খুব জবর জবর সাক্ষী আছে।

কৃষ্ণ। বেশ ভাল, নাও এখন চল।

হরি। কোথায় যাব? ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলেন, এটা নন্‌বেলেবল কেস। Non bailable case.

কৃষ্ণ। সত্যিই তাই। যদি প্রমাণ হ'য়ে যায়, তা হ'লে নন্‌বেলেবল ত' বটেই, তা ছাড়া তিনটি বৎসর জেলে যেতে হবে। এখন ঘরে যাই চল। মশাই, এখন আমরা বাড়ী যাই, বেলা বোধ হয় একটা। এখন ত' তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না। বিকেলে যাওয়া যাবে, কি বলেন?

ইন্‌স। তাই হবে। তবে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া বড় ঝুঁকির কায জানেন ত'? যা হোক্, you are responsible for the prisoner, আপনার দায়িত্বে ছেড়ে দিলাম।

কৃষ্ণ। বেশ, আমি জামিন রইলাম, do you want me to sign the document, কোন কাগজে লেখাপড়া নেবেন নাকি? ভয়ের কোন কারণ নেই, উনি পালাবেন না।

ইন্‌স। না এখন লেখাপড়ার কোন আবশ্যক নেই। পরে যা হয় করা যাবে। এখন আপনারা আসুন, বড় বেলা হ'য়েছে।

দুই ভাইয়ে থানা থেকে বা'র হ'য়ে বাড়ী চ'লে গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর কৃষ্ণবাবু শয়ন ক'রে একটি সিগ্রেট খাচ্চেন, সরসী খোকাকে কোলে ক'রে এসে ব'ল্‌লে, "ঠাকুরপো! ছোটবৌকে নিয়ে এলে না কেন? তাকে সেখানে একলা ফেলে আসা ভাল হয় নি।"

কৃষ্ণ। তিনি এ বাড়ীতে আস্‌বেন না। তোমরা তাঁকে দিনরাত মুখনাড়া দাও, সেই জন্যে তিনি বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন।

সরসী। ও মা সে কি গো! সে এখানে থাক্‌লে আমরা কত সুখী হই, তা তোমাকে আর মুখে কি ব'ল্‌ব? মা সংসারের কোন কথাতেই ত' নেই, কেবল খোকাকে নিয়ে আমোদে থাকেন। আমার নামে, না হয় যা ইচ্ছে তা বলুক গে, কিন্তু মার নামে মিথ্যে অপবাদ দিলে কি ভাল হবে?

কৃষ্ণ। সে ব'ল্‌লে কি জান বৌদি! "কাছারি কামাই ক'রে যেতে হবে না।" আমি ব'ল্‌লাম, দাদার বিপদে যাব না? সে ব'ল্‌লে, "তাঁকে কে দাঙ্গা ক'র্‌তে ব'লেছিল, যেমন গোঁয়ারতুমি ক'রেছেন, তার ফলভোগ করুন, তোমার আমার কি। মোকদ্দমায় টাকা খরচ ত' সামান্য হবে না, দেয় কে বলত', তোমায় যেতে হবে না।" আমি কি নিশ্চিন্দি হয়ে থাক্‌তে পারি বৌদি, তাকে ক'ল্‌কেতায় পাঠিয়ে দিয়ে—আমি চ'লে এলাম।

কৃষ্ণ বাবুর মা তাঁর বিছানায় এসে ব'সে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "হ্যারে গবা, কি হবে বাবা? পশুপতি ব'ল্‌লে যদি মিটে না যায়, তা হ'লে মেয়াদ হবে।"

কৃষ্ণ। কিছুই হবে না মা, তুমি ভেব না। আমি না মিটিয়ে যাব না।

মা। তাই ক'রিস্ বাবা, আমার হাত পা আস্‌ছে না। কেন ওর এমন দুর্ম্মতি হ'ল ?

সরসী। মা, আমি সত্যনারায়ণের সিন্নি মেনেছি, তার যোগাড় কর, আর পুরুতঠাকুরকে ব'লে এসগে।

মা। বেশ ক'রেছ মা, আমি এখুনি যাচ্চি। হ্যাঁরে ছোটবৌমাকে নিয়ে এলিনি কেন ? কার কাছে রেখে এসেছিস্ ?

কৃষ্ণ। সে আমাদের এ বাড়ীতে আস্‌বে না। বাপের বাড়ী চ'লে গেছে।

মা। আমাদের অপরাধ ?

কৃষ্ণ। বৌদির কাছে শুনো। দাদা কোথায় ?

মা। বাইরে ব'সে আছে।

কৃষ্ণ। তুমি বাইরে যাচ্চ ত, পাঠিয়ে দিও। পশুদার কাছে যেতে হবে।

মা। পশু আমার কাছে সত্যি ক'রেছে, মিটিয়ে দেবে। হরি যদি মেটাতে রাজী না হয় ত' সে কি ক'র্‌বে ?

কৃষ্ণ। মেটাতেই হবে মা, নইলে মোকদ্দমা চ'ল্‌লে দাদাকে বাঁচাতে পার্‌ব না।

"তুই বাবা! ওর কথা শুনিস্ নি, যেমন ক'রে হো'ক মিটিয়ে ফেল্‌গে যা। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি" ব'লে, মা বাহির হ'য়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরিবাবু পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বিছানায় বসিলেন। সরসী ঘোম্‌টা টেনে বাহির হ'য়ে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ। চল জমীদার-বাড়ী গিয়ে হ্যাঙ্গামাটা মিটিয়ে আসিগে। আমায় কা'ল যেতে হবে, পরশু থেকে সেসন ব'স্‌বে।

হরি। কি মেটাতে হবে? তোরা একটুতেই একেবারে ভেঙ্গে পড়িস্‌!

কৃষ্ণ। যে কাণ্ড বাঁধিয়েছ, তাতে যে তিনটি বছর।

হরি। আমার খুব ভাল ভাল সাক্ষী আছে। তোর কিছু ভাব্‌তে হবে না। আমি ওজমীটে না নিয়ে ছাড়্‌ছি না।

কৃষ্ণ। সাক্ষী অন্য-পাড়ার কি অন্য-যায়গার লোকে দিলে ত' হবে না, আর তাতে মামলাও টিক্‌বে না। তা ছাড়া এক ডাক্তারের সার্টিফিকেটে তোমায় কাহিল ক'র্‌বে, সেটা ভেবেছ কি?

হরি। ডাক্তার লাঠি চালাতে দেখেনি ত'।

কৃষ্ণ। নাই দেখুন, আঘাতটা লাঠির দ্বারা ও মারাত্মক এই লিখে দিলেই, যে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। হাজার সাক্ষী দাও, কোন ফল হবে না। আর একটা মস্ত কথা এর ভিতর আছে। জমীদার বাবু যখন এর মধ্যে রয়েছেন আর মিটিয়ে ফেল্‌তে ব'ল্‌চেন, তখন তাঁর কথা যদি রাখা না হয়, তাহ'লে তিনি ওদের পক্ষ সমর্থন ক'র্‌লে, কিছুতেই তোমার নিস্তার নেই। ডাক্তার বল, পুলিশ বল—সব তাঁর হাতধরা, তুমি যত টাকাই ঢাল না কেন, কোন ফলই হবে না বুঝেছ?

হরি। তুই ছোঁড়া এত ভয় পেয়েছিস্‌ কেন?

কৃষ্ণ। সাধে কি ভয় পেয়েছি? আইন কানুন জানি ব'লেই ভয় পেয়েছি। সাক্ষীদের জবানবন্দী প'ড়ে বুঝেছি ও সব eye witness চক্ষে দেখা সাক্ষীদের হটান বড় শক্ত।

হরি। কিন্তু ভাই, জমীটে নিতেই হবে। আমার দলিল আছে।

কৃষ্ণ। জাল দলিল ত'? তাও অন্‌রেজিষ্টার্ড unregistered রেজেষ্টারি করা নয়।

হরি। জালই হোক বা সত্যই হোক পাকা; টুঁ শব্দটি ক'র্‌বার যো নেই।

কৃষ্ণ। ও সব ফেরেবি মতলব ছেড়ে, ধর্ম্ম পথে থেকে যা হয়, তাই কর। এখন চল হয় ত' ইন্‌স্পেক্টর বাবু এতক্ষণ এসেছেন।

হরি। চল্, তোর মনে যা আছে, তাই ক'র্‌বি চল্। আমি অপমান হই, এইত তোর ইচ্ছে।

কৃষ্ণ। অমন কথা ব'লোনা দাদা! ইচ্ছে থাক্‌লে শুনেই দৌড়ে আসতাম?

দুই ভাইয়ে জমীদার-বাড়ী যাবার জন্যে বাহির হইলেন। সরসী দ্বারের আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত শুনিতেছিল, সে হরির জামাটা টেনে ঘরের ভিতর ঢুকিল। হরি দরজার বাহিরে দাঁড়ালে, সরসী ব'ল্‌ল, "দেখ—আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, তোমার খোকার দিব্যি, ঠাকুরপো যা বলেন শুন। যদি না মিটিয়ে বাড়ী এস, তা হ'লে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌ব"। হরিবাবু সহাস্যে ব'ল্‌লেন, "আচ্ছা তোমার ঠাকুরপো যা করেন, আমি তাতে কথা কব না।" কৃষ্ণবাবু দাদার জন্যে বাহিরে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন, তাঁর বিলম্ব দেখে, "দাদা! এসগো, বেলা যায় যে" ব'লে ডাকিলেন। হরিবাবু—"চল ভাই" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে বেরিয়ে এলেন। মেধো সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল দেখে, কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "মেধো, সেদো কেমন আছে?" মেধো কৃষ্ণবাবুকে দেখে প্রণাম ক'রে ব'ল্‌লে, "ভাল, ভাল আছে দাঠাকুর, তুমি কখন এইছ?"

মেধো। ভিটের সাতে জমী দিতে নারবো। সেদো সেই লাগি

জান খোয়াতে গেইছেলা, ওটা দিতে নাবৃব, ওর পশ্চিমে আট কাঠা জমী রইচে, লিতে পার দিব।

কৃষ্ণ। দাদা! ওপাশের জমীটা হ'লেও ত' চ'লৃতে পারে।

হরি। মধু অভাবে গুড়। সামনেরটা হ'লে বাড়ীর খোলৃতাই হ'ত।

কৃষ্ণ। তা ও স্বইচ্ছেয় যা দিতে চায়, তাই না হয় নাও।

হরি। তাই হবে এখন চল।

কৃষ্ণ। আমরা জমীদার-বাড়ী যাচ্চি, তুই যাস্ ত' চল্। যা হবার তা হ'য়ে গেছে, মকোদ্দমা ক'রে কি হবে বল?

মেধো। মামলা মোরা ক'র্‌বনি, ঠাকুর! টাকা কোথা পাব? দারগা বাবু চালাবে ব'লেছেন।

কৃষ্ণ। দারগা বাবু চালাবে না। তোরা যদি না চালাস্, দারগা কি ক'র্‌তে পারে?

মেধো। কত্তা যা কইবেন, তাই মোরা মাথা পাতি লেব।

কৃষ্ণ। তুই এখন যাচ্চিস্ কোথা?

মেধো। তক্কবাগ ঠাকুরের গাইটে বিষ খাইছে, সেটারে আন্‌তি যাচ্চি।

মেধো অন্য পথে চ'লে গেল ও তাঁহারা জমীদার-বাড়ীর রাস্তা ধরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশ্বিন মাস প'ড়েছে। প্রকৃতি হাস্‌ছেন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দ-স্রোত ছুটিতে আরম্ভ হ'য়েছে। যাঁহাদের ছেলেরা বিদেশে চাকরি করে, সম্বৎসর পরে ছেলে ঘরে আস্‌বে মনে ক'রে, তাঁরা আনন্দিত। স্বামী-সোহাগ লাভ হবে এবং স্বামী বিদেশ থেকে কত কি ভাল ভাল সামিগ্রি আন্‌বেন ব'লে, বৌয়েরা আনন্দ ক'র্‌ছে। সম্বৎসর পরে মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে জীবন সার্থক ক'র্‌বেন ব'লে, ভক্তেরা আনন্দিত। পূজার সময় ডবল তিন ডবল লাভ ক'র্‌বার আশায়, ব্যবসাদারেরা আনন্দিত। বাঁধা গরু ছাড়া পেয়ে যেমন ছুটাছুটি করে, লম্বা ছুটি পেয়ে, কেরাণীকুম চারিদিকে ছুটাছুটি ক'র্‌বার জন্য আনন্দিত। বিনা পয়সায় যেখানে ইচ্ছে যাওয়া হবে ব'লে, রেলের বাবুরা আনন্দিত। বড়লোকেরা এই সময় হাওয়া খেতে বের'বেন ব'লে, আনন্দিত। ভক্তেরা জগদম্বার পায়ে ফুল বিল্বপত্র দিয়ে আরাধনা ক'র্‌বার জন্য, প্রাণপণ আয়োজনে ব্যস্ত। ছোট ছোট ছেলেরা নূতন কাপড় জামা জুতা প'র্‌বার জন্য আনন্দিত। বাঙ্গালার সকলেই আনন্দিত। আনন্দময়ীর আগমনের সময় বুঝে নিরানন্দ যেন দেশ হ'তে পালিয়েছে।

জমীদার-বাড়ী পূজার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। কাছারি বাড়ীর পশ্চিমে অর্থাৎ ঠিক পেছনে ঠাকুরদালান। ঠাকুর প্রায় শেষ হইয়াছে। পাড়ার বালক বালিকার দল দিবারাত্রি যাওয়া আসা করিতেছে ও এক একবার বাড়ী গিয়া মার কাছে হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, ঠাকুরে খড়ি মাখান হ'য়েছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থীর প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে ময়রারা আসিয়াছে। বড় বড় কড়া ভাঁড়ার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে ও চাকরেরা মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে। দাওয়ান মহাশয় ঘি চিনি ময়দা বাহির করিয়া, যে যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইবে বলিয়া দিতেছেন। গয়লারা ভারে ভারে দুগ্ধ ও ঘৃত আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। মফঃস্বল হইতে বলির নিমিত্ত ছাগ, মেষ ও মহিষ আসিতেছে। নিকারী ও জেলেরা তরিতরকারী ও মৎস্য সরবরাহ করিবার বায়না লইতেছে।

জমীদার-বাড়ীর পূজায় গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়। কাহার বাড়ীতে হাঁড়ী চড়ে না। জগন্মাতার প্রসাদ পূজার তিন দিন দুইবেলা সকলেই পাইয়া থাকেন। যদি কেহ না আসেন, জমীদার বাবু স্বয়ং তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। দীন দরিদ্রগণ প্রত্যেকে এক এক খানি নূতন বস্ত্র পায় ও পূজার তিন দিন পেট ভরিয়া লুচি সন্দেশ খাইয়া থাকে। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ভিক্ষুকদলও আসিয়া নূতন কাপড় পরিয়া মহামায়ার প্রসাদ পাইয়া যায়। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কাশী ইত্যাদি, বিখ্যাত বিখ্যাত স্থান হইতে, পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া মর্য্যাদানুসারে বিদায় দেওয়া হয়। এক কথায় অর্থের যতদূর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা পশুপতি বাবু করিয়া থাকেন। বিখ্যাত বিখ্যাত যাত্রার দল তিন দিবস গাওনা করে। গ্রামের থিয়েটারও দুই এক দিন হয়।

ষষ্ঠীর প্রাতঃকালে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত মহাশয় আসিয়া, "ওরে, তামাক দে" বলিয়া বসিলেন। একটী ভৃত্য পা ধুইবার জল দিয়া গেল, তিনিও হাত পা ধুইয়া নূতন হুঁকা

লইয়া তামাক খাইতে খাইতে সমবয়স্ক বৃদ্ধদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন। একজন বলিলেন, "প্রতিমাখানি বড় সুন্দর হইয়াছে।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "এবাড়ীতে প্রতিমা খারাপ আমার জ্ঞানে দেখিনি।" তৃতীয়, "যা ব'লেছ দাদা, এই বাহান্ন বছর ধ'রে দেখে আস্‌ছি, একটু এদিক ওদিক নেই। কি বল, বেদান্তদা, তুমিও পূজো ক'রতে ক'রতে বুড়ো হ'লে, কখন কোন খুঁত পেয়েছ কি?"

বেদান্ত। কখন না. আর হবেই বা কেন! যারা যথার্থ ভক্তি ক'রে মাকে আনে, তাদের কি কখন কোন ত্রুটি হয়? আমাদের এই চার পুরুষের মধ্যে কখন শুনিনি, যে মিত্তিরদের প্রতিমা এরূপ হ'য়েছে। ওরে কে আছিস্। দাওয়ানজীকে ডেকে দে।

দাওয়ানজী নীচেই দাঁড়াইয়াছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন,—"আর বিলম্ব কেন পুরোহিত বরণ ক'রে ফেল।"

দাওয়ান। সমস্তই প্রস্তুত, আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার অন্দরে যান, সেখানে সবই প্রস্তুত আছে।

"মা-লক্ষ্মী বুঝি নিজে বরণ ক'র্‌বেন? তাহা না হবে কেন। মা যে আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।" বলিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সহাস্যবদনে গরদের জোড় পরিধান করিয়া বহির্গত হইলেন ও প্রতিমার সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা হইতে ঢাকী ঢুলী পর্য্যন্ত সকলেই নববস্ত্রে ভূষিত হইয়াছে।

পশুপতি বাবু গরদের কাপড় ও রেসমী নামাবলী গায় দিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "এস ভায়া, তোমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছি। মা জননী আমার কৈ?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পশুপতি বাবু বলিলেন, "আস্‌ছে।"

জমীদার-গৃহিণীও একখানি গরদের সাড়ী পরিয়া উপস্থিত হইয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া আসনে পশুপতি বাবুর বামে বসিলেন। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প শেষ হইলে জমীদার দম্পতী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ধূপ ধুনার সৌগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া স্বর্গে পরিণত হইল। দুইজন ব্রাহ্মণ চণ্ডী-পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তমী পূজা শেষ হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ একে একে উপস্থিত হইয়া তামাক খাইতে খাইতে খোস-গল্প করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ ও ভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইলে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় স্বয়ং পশুপতি বাবু গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে ব্রাহ্মণদিগকে গাত্রোত্থান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন, ও তাঁহাদিগকে অতিথিশালার দ্বিতলে লইয়া গিয়া আসন দিলেন। ব্রাহ্মণগণ আহারে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণেতর জাতিদের আহ্বান করিয়া অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া হইল এবং জাত্যানুসারে পৃথক পৃথক পংক্তি মধ্যে বসাইয়া চোব্যচুষ্যরূপে আহার করান হইল। এদিকে কাছারি-বাড়ীতে সহস্রাধিক কাঙ্গালী, জমীদার-প্রদত্ত নব-বস্ত্র পরিয়া আহার করিতেছে। জমীদারি বাবু, নায়েব, দ্বরওয়ান ও অপরাপর কর্ম্মচারিগণ সকলে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। জমীদার বাবু একা একশো হইয়া সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতেছেন ও পরি-বেশনকারীদিগকে দেখিয়া শুনিয়া পরিবেশন করিতে উপদেশ দিতেছেন। আহার শেষ হইবার পূর্ব্বে, পশুপতি বাবু ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "যাহা ত্রুটি হ'য়েছে, দয়া ক'রে ক্ষমা ক'র্‌বেন।" ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিলেন, "বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক

আহার ক'রেছি; আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবি হ'য়ে থাক, দেবদ্বিজে ভক্তি অচলা হোক্, ও এই রকম ক'রে আজীবন সেবা কর।" পান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া টাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের করতলস্থ হইল। কাঙ্গালীরাও তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া, জমীদার বাবুর জয়, মা অন্নপূর্ণার জয়ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

পশুপতি বাবু সকলকে আপ্যায়িত করিয়া কাছারি-বাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন, "বাবাজি যে! একেবারে নিমন্ত্রিতের মত এতক্ষণে এলে?"

বিজয় মৃদুহাস্যে বিনীত ভাবে বলিল, "না কাকা বাবু! আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তখনও ব্রাহ্মণ-ভোজন আরম্ভ হয়নি।"

পশু। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

বিজয়। কাঙ্গালী ভোজন দেখ্ছিলাম।

পশু। বৌ-দি আসেন্নি?

জয়। আজ্ঞে, মা আর সরোজ সকালেই এসেছেন ত।

পশু। বেশ বাবা, তোমরা উপস্থিত থেকে না দেখ্লে শুন্লে আমার তৃপ্তি হয় না। দেখ না মেজদা সমস্ত দিন বেএক্তার হ'য়ে প'ড়ে আছেন। তাঁর একটু সাহায্য পাবার যো নেই। তিনি একেবারে কাযের বার হ'য়ে গেছেন।

বিজয়। কি ক'র্বেন বলুন?

পশু। বড় কষ্ট হয় বাবা! লেখাপড়া শিখে যদি চরিত্র ঠিক রাখ্তে না পারেন, তা'হলে মূর্খের সঙ্গে পণ্ডিতের প্রভেদ কি রইল?

বিজয়। তা সত্যি, তবে শোকে তাপে মেজ কাকাবাবুকে একেবারে কাযের বার ক'রে দিয়েছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পশু। পুরুষে যদি চিরকাল শোকে অভিভূত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে মেয়েমানুষের সঙ্গে কি পার্থক্য রহিল। তোমার খাওয়া দাওয়া বোধ হয় এখনও হয় নি?

বিজয়। আজ্ঞে না। কাকী-মা বাড়ীর ভিতর খেতে ব'লে দিয়েছিলেন।

"আচ্ছা" ব'লে পশুপতি বাবু কার্য্যান্তরে গেলেন। বিজয় পূজার দালানের দিকে গিয়া দলের তিন চার জন যুবকের সঙ্গে ষ্টেজ বাঁধবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন!

অষ্টমী ও নবমী পূজা যথা বিহিত সমারোহের সহিত শেষ হইল। এবার বৃহস্পতিবারে বিজয়া পড়ায় বারবেলা পড়িবার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন সমাধা করা হইল। সন্ধ্যার সময় পাড়ার ইতর ভদ্র সকলে আসিয়া ঠাকুর-দালানে শান্তিজল লইবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন। বড় বড় ধামায় বড় বড় মতিচুর সাজান হইয়াছে। একটা প্রকাণ্ড জালায় গোলাপ কেওড়া ও নানাপ্রকার মসলা দিয়া সিদ্ধি তৈয়ারি করা হইয়াছে। শান্তিজল লইবার পর প্রত্যেককে এক এক ভাঁড় সিদ্ধি ও মতিচুর দেওয়া হইতেছে। পশুপতি বাবু সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করিতেছেন—জাতিবিচার নাই। একধারে ভট্টরাজ বসিয়া বিজয়া গাহিতেছেন ও দর দর ধারে চোখের জলে বুক ভাসিতেছে।

ওমা ত্রিনয়না যেওনা যেওনা, (ভক্তের) প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা।
তুমি ত্যজিলে এ পুরী, শূন্যময় হেরি, কেমনেতে গৃহে থাকি বলনা॥
আমি দীন হীন বাঁচব যতদিন, এমনি ক'রে পূজা ক'র্‌বো তত দিন।
দাসের আলয়ে এস দিনের দিন, দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রেখনা॥

রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কোলাকুলি ও সিদ্ধি মিষ্টান্ন বিতরণ হইল। নয়টার পর পশুবাবুর অগ্রজ, জ্যেষ্ঠতাত পুত্র, "তেরে রাম তেরে রাম"

করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া "প'শো! কৈ রে!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। "এই যে মেজদা!" বলিয়া, পশুপতি বাবু তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলী লইয়া কোলাকুলি করিলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া হাত তুলিয়া ব্রাহ্মণদের প্রণাম, আর আর সকলকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি বাবা সকলের সঙ্গে কোলা-কুলি ক'র্‌তে পার্‌ব না। এত লোকের সঙ্গে বাবা কোলাকুলি ক'র্‌লে, বুকের এক পুরু ছাল ছিঁড়ে যাবে।"

পশু। আজকের দিনে, মেজদা, সকলের সঙ্গে শত্রু মিত্র বিচার না ক'রে কোলাকুলি ক'র্‌তে হয়। শত্রুতা আজকে ভুলে যেতে হয়।

মেজ। তা জানি রে গাধা, কিন্তু করে কে?

পশু। কেন তুমি?

মেজ। তুই বড় বোকা, ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। রাত পুইয়ে যাবে যে রে?

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, তিনি টলিতে টলিতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রভার গৃহ মধ্যে একখানি সোফায় প্রভা ও একটি যুবতী একাসনে বসিয়া গল্প করিতেছেন। যুবতীর বয়স অনুমান ষোড়শ বা সপ্তদশ, সুন্দরী, গৌরবর্ণা, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, নয়ন-দুটী ঢুলুঢুলু করিতেছে। মুখে হাসি সদা সর্ব্বদাই খেলিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত। যুবতী বিজয় বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী। কয়েক দিবস হইল পূজা উপলক্ষে পিত্রালয়ে আসিয়াছেন।

সরো। প্রভা, তুই থিয়েটার দেখেছিলি ত, আচ্ছা বল্ দিকি কোন্ পার্টটা ভাল হ'য়েছিল ?

প্রভা। আমায় ভাই সব চেয়ে বিদূষক ভাল লেগেছে।

সরো। জনার পার্ট বেশ হ'য়েছিল ত।

প্রভা। হ্যাঁ সেও বেশ ক'রেছিল।

সরো। জানিস্ জনা কে সেজেছিল ?

প্রভা। না ভাই, আমি কাউকে চিন্‌তে পারি নি।

সরো। আচ্ছা, দাদা কি সেজেছিলেন বল ত ?

প্রভা। তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিলাম, প্রবীর।

সরো। তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিলি কেন ব'লব ? তাঁর মুখখানি হৃদয়ে আঁকা আছে ব'লেই না ?

প্রভা। যাঃ, তুই ভাই বড় দুষ্টু।

সরো। কাযেই, জনা নবীন সেজেছিল, চিন্‌তে পারিস্ নি।

প্রভা। না ভাই, রাখাল বালকদের গান আমায় বড় ভাল লেগেছিল।

সরো। আর কারো গান ভাল লাগে নি? মদনমঞ্জরী ত বেশ গেয়েছিল।

প্রভা। মন্দ নয়।

সরো। দাদার সেই সিন্‌টা, যেখানে নায়িকার সঙ্গে প্রেমালাপ, সেটা কি খুব ভাল হয় নি?

প্রভা। হ্যাঁ সেটা বেশ হ'য়েছিল। আচ্ছা ভাই, অত লোকের সাম্‌নে অমন ক'রে ব'ল্‌তে একটুও লজ্জা হ'ল না?

সরো। তার আবার লজ্জা কি? বইএ লেখা আছে, তাই ব'লেছেন।

প্রভা। কে জানে ভাই, আমার ত' বড় লজ্জা ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

সরো। তোর সঙ্গে ত' প্রেমালাপ করে নি, যে তোর লজ্জা হবে।

প্রভা। যাঃ! তুই ভাই ভারী বেহায়া।

সরো। এ আর বেহায়াপনা কি হল? আচ্ছা প্রভা! দাদার সঙ্গে তোর বে হ'ল না কেন?

প্রভা। বাবার ইচ্ছে নয়।

সরো। কেন? আমাদের কি জেতপাত হ'য়েছে?

প্রভা। বাবা বলেন ও রকম অসচ্চরিত্র লোকের সঙ্গে বে দেবেন না।

সরো। দাদার এমন কি চরিত্র খারাপ? কারো ঝি বৌ ত' বার করে নি।

প্রভা। তা না করুন, মদ খান, বেশ্যালয়ে যান।

সরো। তা সোমত্ত ছেলে বেশ্যালয়ে গিয়েছে ব'লে কি যত দোষ হ'য়ে গেল?

প্রভা। দোষ নয়? ভদ্রলোকের ছেলে মদ খেয়ে বেশ্যালয়ে প'ড়ে থাকা কি গুণ নাকি?

সরো। সেটা বয়েসের দোষে হ'য়েছে। বে থা হ'লে সুধ্‌রে যাবে।

প্রভা। দোষটোষগুলো যেন সুধ্‌রে যাবে, কিন্তু তালুক ত' ফিরে আস্‌বে না।

সরো। তালুকে আবার কি হ'য়েছে?

প্রভা। তা জানিস্ না বুঝি? চারখানি বিক্রমপুরে গিয়েছে।

সরো। বলিস্ কিরে? কৈ আমি ত' কিছু শুনিনি।

প্রভা। জেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা করিস্, তা হ'লেই জান্‌তে পার্‌বি।

সরো। তাই বুঝি কাকাবাবু অমত ক'রেছেন? কাকাবাবু কি ব'ল্লেন?

প্রভা। বাবা ব'ল্লেন, যে ছোক্‌রা তিন বছরে তিন চার লাখ টাকা ওড়াতে পারে, তাকে আমি মেয়ে দোব না।

সরো। কার কাছে ব'লেছেন?

প্রভা। মার কাছে। মা তবু ব'লেছিলেন বয়েস হ'লে সুধ্‌রে যাবে।

সরো। কাকাবাবু কি ব'ল্লেন?

প্রভা। গুখেকো গরু কি অভ্যাস ছাড়ে? যারা মাতাল বেশ্যাশক্ত, তাদের স্বভাব কখনই সোধরায় না। তার সাক্ষী আমার মেজদা। মদে সমস্ত বিষয়-আশয় খুইয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে আছেন। লেখাপড়া শিখে যারা বেগড়ায় তাদের সোধ্‌রান বড় দায়।

সরো। কথাটা এক রকম ঠিক। কিন্তু দাদা দিব্যি ক'রেছেন, আর বেশ্যালয়ে যাবেন না।

প্রভা। ভাল। আগে বুঝে চ'ল্‌লেই ভাল হোত।

সরো। আচ্ছা প্রভা, তোর ইচ্ছে কি?

প্রভা। আমার ইচ্ছেয় ত' কায হবে না ভাই।

সরো। তুই দাদাকে এখনও সেই রকম ভালবাসিস্ ত' ?

"ভালবেসে ফল কি" বলিয়া, প্রভা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নচু করিল।

সরো। অন্যের সঙ্গে বে হ'লে, যাকে ভালবাসিস্ তাকে না পেয়ে কেমন ক'রে থাক্‌বি রে ?

প্রভা। যেমন ক'রে হোক থাক্‌তেই হবে। বাপ মা যাকে দেবেন, আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে তাকেই দেবতা জ্ঞানে পূজ ক'র্‌ব।

সরো। মন যদি বাগ না মানে ?

প্রভা। যদি বাগ না মানে, স্বামীতে ভক্তি না আসে, দেবতাজ্ঞানে পূজ ক'র্‌তে না পারি, অন্যের দিকে মন যায়, তা হ'লে, ম'র্‌তে জানি, ম'র্‌ব। কলঙ্কেতে মন দিয়ে স্বামীকে ঠকাতে পার্‌ব না।

সরো। ঠিক ব'লেছিস্ ভাই, যাকে ভালবাসি যদি তার হাতে না প'ড়্‌লাম, বাপ মায়ে অন্যের সঙ্গে বে দিলেন, মনকে বশ ক'র্‌তে না পার্‌লাম, স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'র্‌তে মন সরে না, মিছে লোক দেখান শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়ে, ভগবানের কাছে অপরাধিনী হওয়ার চেয়ে মরাই ভাল।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরব। প্রভা আঁচলে বাঁধা চাবির থোলো লইয়া নাড়িতে লাগিল। বিষাদে মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। আয়ত চক্ষুযুগল ছল ছল—বর্ষণে বিলম্ব নাই। সরোজ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোলে টানিয়া লইয়া বলিল, "প্রভা! পোড়ারমুখী একেবারে মরেচিস্ ? তুই দাদাকে ভালবাসিস্ জান্‌তাম, কিন্তু যে এত ভালবাসিস্ তা কখন ভাবিনি, যা হোক্, তুই ভাবিস্ না, যেমন ক'রে পারি তোকে আমার বৌদি ক'র্‌বই।"

প্রভা। মিছে আশা দিস্ না ভাই, তা হবার নয়, কখনই হবে না। বাবার কথার নড়চড় হবে না।

সরো। আমি তোর কাছে সত্যি ক'র্‌ছি, তোঁদের মিলন ক'রে দোব দোব। দাদাও বলেছেন, তোর সঙ্গে যদি বে না হয়, তা হ'লে তিনি আর বে ক'র্‌বেন না।

প্রভা। তিনি পুরুষমানুষ তাঁর সাজে, কিন্তু আমার ত সে জোর নেই ভাই! বাবা যার হাতে তুলে দেবেন, তার ঘর ক'র্‌তেই হবে। মন যদি বশ না হয়, মরণ ত আছেই।

সরো। না লো না, ম'র্‌তে হবে না। সুখে মনের মানুষ নিয়ে ঘরকন্না ক'র্‌বি।

প্রভা। মিছে আশা কেন দি'চ্ছিস্ বোন, ভগবান আমার মরণ ঠিক ক'রে রেখেছেন।

সরো। দূর পাগ্‌লী! আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, দেখিস্। এই অঘ্রাণ মাসে যদি তোকে দাদার কোলে তুলে দিতে না পারি, তা হ'লে আমার নাম সরী কায়েতনী নয়।

সরোজিনীর ও প্রভার মাতা—উভয়ে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভাকে বিষণ্ণ দেখিয়া উভয়ে বলিলেন, "কেন মা, তোমাদের মুখ ম্লান?"

উভয়ে মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "কই না।"

বিজয়ের মাতা সরোজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল্ সরো! বাড়ী যাই, বেলা গেল।"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল।"

সরোজের মাতা অন্নপূর্ণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তবে এখন আসি ভাই! ঠাকুরপোকে একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বোল, তার পর আমাদের অদেষ্ট।"

প্র, মা। আমার মনের কথা ত সব তোমায় খুলে ব'ল্‌লাম, কিন্তু ভাই! ও যে বেয়াড়া মানুষ, বাগ মান্‌লে হয়। যা গোঁ ধ'র্‌বে, তার নড়ন চড়ন হবে না।

সরো, মা। বিজয়ের দিব্বির কথাটাও শুনিয়ে দিও। এই প্রায় এক মাস হ'তে চ'ল্‌ল, এক দিনের তরেও ক'ল্‌কেতা মুখো হয় নি। খুব লুকিয়ে চুরিয়ে আপনার ঘরে ব'সে সামান্য মদ খায়। সত্যি ক'রেছে, তাও শীগ্‌গির ছেড়ে দেবে।

প্র, মা। আমায় বেশী কিছু ব'ল্‌তে হবে না, দিদি! আমার একান্ত ইচ্ছে, বিজয় আমার জামাই হয়। দেখি নারায়ণ কি করেন।

"আচ্ছা ভাই, তবে এখন আসি, আয়রে সরো!" বলিয়া, সরোর মাতা প্রভার মুখচুম্বন করিয়া খিড়কীর দরোজার দিকে গেলেন; প্রভা ও তাহার মাতা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। পাল্কী তাঁহাদের অপেক্ষায় সেখানে ছিল, উভয়ে আরোহণ করিবামাত্র বাহকেরা পাল্কী তুলিল। বিজয়ের মাতা মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। পাল্কী অদৃশ্য হইলে জমীদার-গৃহিণী কন্যাসহ অন্দরমহলে ফিরিয়া আসিলেন।
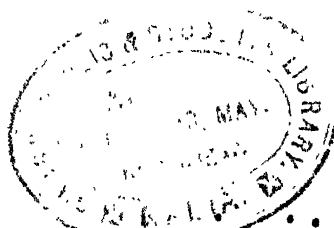
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"ঠাকুর ঝি! দিন রাত মনমরা হ'য়ে থাকৃলে অসুখ ক'রবে যে?"

"কি ক'রব ভাই! ভগবান আমার কপালে সুখ লেখেন নি, আমার মরণ হলেই বাঁচি।"

"ভগবান তোমার কপালে খুব সুখ লিখেছেন।"

"সুখীই যদি হব বৌদি, তা হ'লে আমার পোড়া-কপালে এমন হ'ল কেন?"

"তুমি ভাই অসুখী কিসে? তোমার রাজা বাপ ভাই, দেবতুল্য স্বামী, তোমার অসুখী হবার ত' কোন কারণ নেই।"

"বাপ রাজা ত' রাজার ঝি, ভাই রাজা ত' আমার কি? এক জনের জন্যে সব অন্ধকার দিদি!"

"অমন কথা ব'লো না ভাই, তোমার ভাইএদের তোমা অন্ত প্রাণ।"

"দুদিনের জন্যে! কাল মা প্যাঁচ্ প্যাঁচ্ ক'রে কত কথা শুনিয়ে দিলেন, তা ত' ভাই শোন নি, ইচ্ছে ক'রতে লাগ্‌ল বিষ খেয়ে মরি।"

"বালাই! বিষ খেয়ে কি দুঃখে ম'রতে যাবে?"

"যার স্বামী ভালবাসে না, এই তিন মাসের মধ্যে কাকের মুখেও খবর নেই, তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল!"

"তুমি একটু আদর ক'রে, মিষ্টি ক'রে একখ্যান চিঠি লেখ দিকিন, ঠাকুর-জামাই কেমন না আসেন।"

"চিঠি লিখ্‌তে কি কসুর্ ক'রেছি ভাই! দশ বার খানা চিঠি মিষ্টি

ক'রে খোসামোদ ক'রে, এমন কি পায়ে ধরে লিখেছি, কিন্তু এক ছত্র লিখে জবাব দেন নি।"

"জানি না ভাই! তাঁর কিসের জন্যে এত রাগ, যে একখানা চিঠিরও পাত্রী নও। তোমার দাদাকে লিখ্‌তে ব'লেছিলাম, আসুক জিজ্ঞাসা ক'র্‌বখ'ন লিখেছে কি না।"

"যাক্, আর বেশী চলাচলিতে কায নেই। আমার অদেষ্টে যা আছে তাই হবে।"

"আচ্ছা, এখন চল চুল বেঁধে গা ধোবে চল।"

"না বৌদি! চুল আর বাঁধ্‌ব না, ভগবান যদি কখন মুখ তুলে চান, তা হ'লে তখন চুল বাঁধ্‌ব, নইলে এ জীবনের সাধ আহ্লাদ সব জলাঞ্জলি দিয়েছি।"

"তবে মাকে বলিগে, যে তুমি আস্‌বে না।"

"যা তোমার ইচ্ছে। গালাগাল খাওয়াবার ইচ্ছে থাকে বলগে।"

পাঠক মহাশয়! উহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কি? প্রথমা আমাদের সরলার ভ্রাতৃজায়া কমলিনী। দেখ্‌তে শুন্‌তে তত ভাল নয়; নাই বা হ'ল, বড়লোকের কন্যা, অর্থ ত কুৎসিত নয়, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া কমলিনীর পিতা সরলার অগ্রজের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। ধনীর কন্যা হইয়াও কমলিনী দাম্ভিকা ও অহঙ্কারী নয়। শান্ত ও সুশীলা, কথাবার্ত্তা সুমিষ্ট, সকলের সহিত ব্যবহারও খুব ভাল। বাড়ীর দাস দাসী বড়বৌদির অত্যন্ত বশীভূত ও সকলেই তাহাকে স্নেহ করে ও ভালবাসে। সরলার আর একটী ভ্রাতৃজায়া আছেন; তিনি সুন্দরী ও পিতাও কিছু অর্থশালী ও ছোট একখানি তালুকও আছে; সেই জন্য জমীদার-কন্যা বলিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। দিন রাত নাটক নভেল লইয়া বসিয়া থাকেন ও কেহ কোন কথা

বলিলে ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না। তাঁহার একমাত্র সহচরী পিত্রালয়ের একটী দাসী। বাড়ীর দাস দাসীরা ভয়ে কেহ তাঁহার নিকট যায় না, দূরে দূরে থাকে। পারত পক্ষে কেহ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত কথা কন না। এ বাড়ীর বধূ দুটীর স্বভাব ঠিক বিপরীত।

সরলার মাতা সরলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি সরলার পুরাতন সংস্করণ, অর্থাৎ সরলার সহিত তাঁহার অবয়বের কোন পার্থক্য নাই, সামান্য একটু আছে. যথা সরলা পূর্ণ যুবতী ও হাড়ে মাসে জড়িত; আর ইনি বয়স্থা ও স্থূলাঙ্গী; যদি একটু বেগে চলেন মেদিনী কাঁপিতে থাকেন। অত্যন্ত রাসভারী ও কলহপ্রিয়া, বাড়ীর সকলে গিন্নীকে ভয় করে, এমন কি কর্ত্তা পর্য্যন্ত জড় সড়। রাগ হইলে যে সম্মুখে পড়িবে, তাহার নিস্তার নাই। মেজাজ বড় রুক্ষ। প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ লা সরি! অমন ক'রে ব'সে আছিস্ যে! ওঠ্, চুল বেঁধে গা ধুয়ে আস্‌বি।"

সর। যাব'খন, তুমি আবার কি ক'র্‌তে এলে?

গিন্নী। আম্মা কি অন্যায় হ'য়েছে, জিজ্ঞাসা করি?

সর। আমি তাই ব'ল্‌ছি নাকি?

গিন্নী। তোকে যা ব'ল্লুম ক'র্‌গে যা।

সর। ব'ল্লুম ত যাচ্ছি। একটু তর সয় না বাপু!

গিন্নী। বেলা কি আর আছে, তারা এখুনি এসে প'ড়্‌ল ব'লে।

সর। এলেই বা, আমার কি?

গিন্নী। ওরে আবাগী! তোর কি? বুড়টা এসে ব'ল্‌বে, তুমি আমার সরকে দেখ্‌তে পার না, ও যে চুল বাঁধে না, ভাল কাপড়

চোপড় পরে না, চোখে দেখ্‌তে পাও না বুঝি? মেয়ের গুণ ত' জানেন না, মেয়ে যে কত বড় হেঁদলদাগ্‌ড়া।

সর। কেন তুমি অত বোক্‌ছ বাপু? আমার আর ভাল লাগে না।

গিন্নী। চুপ কর্‌ আবাগী, তোর আস্‌পর্দ্ধা ত' কম নয়, আমার সঙ্গে সমান জবাব?

সর। আমি চুল বাঁধব না। যাও, আমায় জ্বালাতন ক'রো না।

গিন্নী। তবে রে চুলোমুখী! দেখ্‌বি? ভাতারের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে এসে, আমাদের উপর ঝাল্‌ঝাড়া হ'চ্ছে।

সর। তুমি কি কোঁদল না ক'রে থাক্‌তে পার না?

গিন্নী। হ্যাঁরে উনুনমুখী! আমি তোর সঙ্গে কোঁদল ক'র্‌তে এসেছি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! নাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দে'ব জানিস্‌! ঐ গুণে ভাতার ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সর। বেশ ক'রেছে, তুমি এখন ক্ষান্ত দাও।

গিন্নী। আমি কি তোর সমযুগ্যি, যে আমায় হেনস্থা ক'র্‌ছিস্‌!

সর। কে তোমায় হেনস্থা ক'রেছে। তুমি আমার পূজনীয়া।

গিন্নী। ওরে আমার পূজনীয়া, নাথি মেরে গড়? ভাল চাস্‌ ত' উঠে যা ব'ল্‌ছি।

"কেন মেয়েটার সঙ্গে লেগেছ?" বলিতে বলিতে চোগা-চাপকান-ধারী বৃদ্ধ সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পশ্চাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

গিন্নী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমি রাত দিন তোমার অসুরে মেয়ের সঙ্গে লেগে আছি। ও হতভাগা মেয়েকে দূর ক'রে দাও।

পুলিন। ও এমন কি গুরুতর অপরাধ ক'রেছে মা?

গিন্নী। নে, তোর আর রস পড়াতে হবে না। বোনের কত গুণ জানিস্ কি ?

কর্ত্তা। সত্যই ত' আমার মা'র মত গুণবতী মেয়ে কটা আছে ?

গিন্নী। আহা হা, কি গুণবতী গো! ভাতার্ তাই দূর ক'রে দিয়েছে। একটিবারও কাকের মুখেও খবর নেয় না।

কর্ত্তা। না নিক্। এখন তুমি এস, টাকাগুলো তুল্‌বে।

গৃহিণী টাকার নাম শুনিয়া একেবারে জল হইয়া গেলেন ও দন্ত বিকাশিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা পেয়েছ গা ?"

কর্ত্তা। অনেক, দেখ্‌বে এস না।

গিন্নী। পুলে! তুই কি পেয়েছিস্ দিয়ে যা।

"বাবার কাছে আছে" বলিয়া, পুলিন নিজের প্রকোষ্ঠে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

গিন্নীও থপাস্ থপাস্ করিতে করিতে কর্ত্তার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তা ছয় শত বাহাত্তর টাকা পেণ্ট্‌-লেনের পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া কাপড় ছাড়িতে মনোযোগী হইলেন। গিন্নী এতগুলি টাকা পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কাছে হাজার দেড়েক টাকা আছে, কাল ব্যাঙ্কে দিয়ে এস। পুলে ক'টাকা দিয়েছে ?"

কর্ত্তা। বাহাত্তর।

গিন্নী। ওমা মোটে বাহাত্তর! ও বোধ হয় চুরি করে!

কর্ত্তা। পাগল আর কি? যদিই কিছু রেখে দেয়, তাতে ক্ষতি কি ? তুমি হাত তুলে এক পয়সাও ত' দাও না ?

গিন্নী। দে'ব কেন ? ওর দরকারই বা কি ?

কর্ত্তা। দরকার নেই? একটা পয়সার দরকার হ'লে, তোমার কাছে হাত পাত্‌বে?

গিন্নী। পাত্‌বে না তো কি? যেখানে যা পাবে এনে না দিলে, ধুমক্ষেত্তর ক'র্‌ব।

কর্ত্তা। ঐটেই ভাল রকম বুঝেছ। উপযুক্ত ছেলে, ছেলেপিলে হ'য়েছে,—তাদের জন্যেও ত' দু এক পয়সা দরকার?

গিন্নী। যা যখন দরকার হবে, আমার কাছে চাইবে।

কর্ত্তা। বেশ। মেয়েটার উপর অমন ঝঙ্কার দিচ্ছিলে কেন? যত বুড়ো হ'চ্ছো, তত তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে?

গিন্নী। তোমার ত' খুব বুদ্ধি হ'চ্ছে! আমি গা ধুতে ব'ল্লেম,—আমায় জবাব দেওয়া হ'ল, "যাব'খ্‌ন গো!" দিন রাত মুখে তোলো নাবিয়ে আছেন। আমার বাবু ভাল লাগে না।'

কর্ত্তা। স্বামীর চিঠি-পত্র না পেয়ে, মন খারাপ হ'য়েছে, তাই অমন মুখ ভার ক'রে থাকে।

গিন্নী। তেজ দেখাবার দরকার কি? ভাল হ'য়ে থাকলেই ত' হয়। আমি না ব'লেও থাকৃতে পারি না।

কর্ত্তা। প্রায় তিন মাস হ'তে চ'ল্‌লো, কোন খবর দেয় না, বা নিয়ে যাবার গা ক'র্‌ছে না, তাই মন খারাপ হ'য়েছে, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

গিন্নী। তিন মাসেই এই, না জানি আমাদের মতন ভাতার ছেড়ে, শাশুড়ী ননদের কাছে থাকৃতে হ'লে কি ক'র্‌ত?

কর্ত্তা। আর তোমার কথা তুলো না। চল খাবার টাবার দেবে, ছেলেরা হয় তো ব'সে আছে।

কর্ত্তা গিন্নী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহাদের দুই পুত্র

বসিয়া আছে ও সরলা চা ছাঁকিতেছে। গিন্নী উপর হইতে পাচিকাকে বলিলেন, "ছেলেদের খাবার নিয়ে আসা হোক না গো, না ব'ল্‌লে কি আন্‌তে নেই ?"

"এই যাই দিদি!" বলিয়া একটি প্রৌঢ়া খাবার লইয়া উপরে আসিয়া, লুচির থালাখানি সেখানে রাখিয়া পুনবায় নামিয়া গেল।

গিন্নী বলিলেন, "আবার কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে, একবারে সব নিয়ে আসা হয় না কেন ?"

পুলিন হাসিতে হাসিতে বলিল, "মা কাওকে রেয়াত করেন না।" গিন্নী একটু অন্যমনস্ক থাকায় পুলিনের কথা শুনিতে পান নাই।

সরলা। না। শুন্‌তে পেলে তোমার দফা-রফা হবে। এতক্ষণ আমায় নিয়ে প'ড়েছিলেন।

পুলিন। তুই বুঝি চোপড়া ক'র্‌ছিলি ?

"চুপ", বলিয়া আর একটি পেয়ালা সরাইয়া লইয়া সরলা চা ছাঁকিতে মনঃসংযোগ করিল। কর্ত্তাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "বাবা ব'সনা গা!" কর্ত্তা একখানি আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দাদা ভাই কৈ ?"

পুলিনের একটি তিন বৎসরের পুত্রকে তিনি দাদা ভাই বলিয়া ডাকিতেন।

সরলা বলিল,—"বৌদি তাকে জামা পরিয়ে দিচ্ছেন।"

কর্ত্তা "দাদা ভাই কৈরে, আয়" বলিয়া ডাকিবামাত্র উত্তর দিল—"দাই দাদু,—টামাতা পয়ে দাত্তি" বলিতে বলিতে একটি হৃষ্টপুষ্ট ফুটফুটে শিশু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পিত্তী—আমাল তা।"

"এই যে বাবা, তোমার পেয়ালায়," বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পেয়ালা দেখাইয়া দিল। বালক "আতা দাদু তুই নে" বলিয়া কর্ত্তার কোলে

উপবেশন করিলে, কর্ত্তা এক টুক্‌রা লুচি তাহার মুখে দিবামাত্র থু থু করিয়া ফেলিয়া স্বহস্তে একটি রসগোল্লা লইয়া মুখে পুরিল। গিন্নী তাহার হস্ত হইতে সেটি লইতে গেলেন, অমনি "দুত, দুত, পাদি, ছুতু" বলিয়া দাদার কোলে সরিয়া বসিল। "আমি দুষ্টু রে হারামজাদা, র'স্ ত'" বলিয়া, গিন্নী তাহার হস্তাকর্ষণ করিলেন। বালক অমনি চীৎকার করিয়া, "দুতু, পাদি মেনে হারা গুও ক'লুব হামাদাদা" বলিয়া রসোগোল্লার রস মাখান হস্তদ্বারা কর্ত্তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দাদু, মাল, মাল, ঠাম্মা পাদি, দুতু, মাল মাল।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"তারা কত চায় ?"

"কিছু খুলে বলে নি।"

"তবু কিছু আঁচ পেয়েছ ?"

"কত কথাই কইলে, অমুক যায়গায় ছ হাজার দিতে চায়। অমুক দশ হাজার দিতে চেয়েছে।"

"তুমি কি ব'ল্‌লে ?"

"আমি সব খুলে ব'লেছি, তারা নিমরাজী হ'য়েছে। আপনি ছেলেটিকে দেখে যদি পছন্দ করেন, তখন পাকা কথা হবে।"

"ছেলেটি তুমি দেখেছ ?"

"আজ্ঞে দেখেছি। ছেলেটি কার্ত্তিকের মতন, এবার বি, এ দেবে। বেশ নম্র, শান্তশিষ্ট ব'লে বোধ হয়।"

"বেশ, তা হ'লে তাঁদের লিখে দাও, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আমরা ছেলে দেখ্‌তে যাব, যদি পছন্দ হয় একেবারে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসব।"

"যে আজ্ঞে।"

"ইতিমধ্যে তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্ধান নি। মেট্রোপলিটনে পড়ে ? বাসা কোথায় ?"

"তার এক মেসো হাতীবাগানে ১৪নং বাড়ীতে থাকেন, তাঁর কাছেই থাকে।"

"আচ্ছা। প্রজারা কি ব'ল্‌লে ?"

"প্রথমে তারা আমলি দিলে না ; তারপর আপনার নাম শুনে খুব খুসী হ'য়ে আমায় দিনকতক থাক্‌তে ব'ল্লে, কাযেই এতদিন দেরী হ'য়ে গেছে।"

"তোমার পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল।"

"হুজুরকে পত্রে সব নিবেদন ক'রেছিলাম ত'।"

"হুজুরকে নিবেদন ক'রলে কি হবে ? ওদিকে হুজুরাণী বড় ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। দিনের মধ্যে দশবার ছেলে পাঠাতেন। তাঁদের নিবেদন ক'র্‌লে, আমায় কৈফিয়ত দিতে হ'ত না।"

"আজ্ঞে, তাদের খবর দিয়েছিলাম ত ?"

"তবে হরদম ছেলে মেয়ে কি ক'র্‌তে আস্‌ত' ? আমি কি দ্বীপান্তর পাঠিয়েছিলাম ?"

"আমি খবর নিয়ে কারণ জানাব।"

"আর অত অনুগ্রহ ক'র্‌তে হবে না। গাল খাওয়াবার ইচ্ছে বুঝি।"

পশুপতি বাবু ও তাঁহার সদর নায়েবের সহিত উক্ত কথোপকথন হইতেছিল। ইতিমধ্যে "হর, হর, বোম্" বলিতে বলিতে জটাজুটধারী, সৌম্যমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ হস্তোত্তলন করিয়া "দীর্ঘজীবি হও, বাবা !" বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া পশুপতি বাবুর কাছে গিয়া বসিলেন। পশু বাবু তাঁহাকে দেখিবা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি নিকটস্থ হইলে, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি বসিতে অনুমতি করিলে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাসের উপর কি আদেশ হয় ?" সন্ন্যাসী সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আদেশ কিছুই নাই, পুরুষোত্তম যাবার মানসে বেরিয়ে এই দিক দিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে হওয়ায়, তোমার কাছে এলাম।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পশু। আমার সৌভাগ্য ও সুপ্রভাত, তাই অধমের কুটীরে পদধূলি প'ড়েছে।

সন্ন্যাসী। সৌভাগ্য উভয়ত; তোমার মত লোকের দর্শন পাওয়া দুর্লভ।

পশু। ওকথা ব'ল্‌বেন না, আমি কীটানুকীট।

সন্ন্যাসী। পথে যা শুনেছিলাম, তা প্রত্যক্ষ ক'রে বড় আনন্দ হ'ল।

পশু। আপনার আহারাদি হ'য়েছে?

সন্ন্যাসী। আমি বাবা একাহারী, সন্ধ্যার পর যা হয় হবে।

পশু। তা'হলে একটু বিশ্রাম ক'র্‌বেন চলুন।

সন্ন্যাসী। কোথায় যেতে হবে? এখানে থাক্‌লে কি তোমাদের কাযের ক্ষতি হবে?

পশু। আজ্ঞে না, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে।

সন্ন্যাসী। আমার কিছু হবে না।

পশু। আপনার সেবার জন্য কি আয়োজন ক'র্‌ব, আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। বিশেষ কিছু ক'র্‌তে হবে না, ফল মূল দুধ আর গুড়।

পশু। সে কি বাবা?

সন্ন্যাসী। ওই আমার আহার বাবা, আমি অন্য কিছু আহার করি না।

পশু। সম্প্রতি একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তিনি মৎস্য মাংসাদি পর্য্যন্ত খেয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী। তা হ'তে পারে, আমি খাই না বাবা!

পশু। আমার একটি সন্দেহ ভেঙ্গে দেবেন কি? সন্ন্যাসী মাত্রেই বোধ হয় ভাললোক।

সন্ন্যাসী। ওটা বাবা, তোমার ভুল ধারণা। সন্ন্যাসাশ্রম বড় মজার

আশ্রম। সন্ন্যাসী মাত্রই যদি ভাল হ'তেন, তা হ'লে পৃথিবী স্বর্গ হ'ত। এ আশ্রমে এসে প'ড়্‌লে আর কোন ভয় থাকে না, গেরুয়া কাপড়ে খুন, ডাকাতি, জাল ইত্যাদি ঢাকা প'ড়ে যায়। এই যে অলিতে গলিতে সন্ন্যাসী দেখ্‌তে পাও, তারা কি সকলেই সাধু? তা নয়, কেউ হয়ত' খুন ক'রে গেরুয়া প'রে রাজকর্ম্মচারীদের চোখে ধূলা দিয়ে নির্ভয়ে বেড়াচ্ছে। কেও বা ডাকাতি ক'রে বেড়ায়, কেও জাল ক'রে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গেরুয়া প'র্‌লে সন্ন্যাসী ভেবে রাজকর্ম্মচারীরা তাদের দিকে তাকায় না, এমন কি, কত আদর যত্ন ক'রে আহারীয় পর্য্যন্ত সংগ্রহ ক'রে দেয়। তাদের মন ভোলাবার জন্য কত রকম মিথ্যার অবতারণা ক'রে, বুজরুকি দেখায়। আবার কেহ কেহ সময়ে ধন্বন্তরী হ'য়ে জটিল রোগের চিকিৎসা করে ও ঔষধ দেয়। এ সব বুজরুকদের স্ত্রীলোকদের কাছেই প্রতিপত্তি বেশী। কেও বা পূর্ব্ব থেকে দু' একজন বর্দ্ধিষ্ট লোকের কিছু কিছু অতীত সংবাদ সংগ্রহ ক'রে, তাঁদের নিকট গিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষার অছিলায় সেইগুলি আবৃত্তি করে, তাঁরাও মনে করেন এ সন্ন্যাসী একজন সিদ্ধপুরুষ, ভূত-ভবিষ্যতদর্শী, অমনি তাদের অভ্যর্থনা চ'ল্‌তে লাগ্‌ল', যখন দেখ্‌লে যে লোকটিকে বেশ বাগিয়ে নিয়েছে, তখন দোহন আরম্ভ ক'র্‌তে লাগ্‌ল ও বিদ্যে প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই স'রে পড়ে।

পণ্ড। তা হ'লে ত' কাওকে বিশ্বাস করা যায় না, যারা ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্ম ক'র্‌তে কুণ্ঠিত নয়, তারা ভয়ানক লোক।

সন্ন্যাসী। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজড়। তা ব'লে সকলেই যে ভণ্ড তা নয়, ওদের মধ্যে দু একজন ভাললোকও আছেন।

পণ্ড। তাঁহাদের জান্‌বার উপায় কি?

সন্ন্যাসী। বড় শক্ত, যথার্থ যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা বড় একটা সংসারে

আসেন না, যদিও আসেন, গা-ঢাকা দিয়ে বাইরে বাইরে থাকেন লোকজনের সঙ্গে মেশামেশি তত ভালবাসেন না।

পশু। চলুন সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

সন্ন্যাসী। চল, তোমার এ পুকুরটিতে স্নান করিতে পারি কি?

পশু। স্বচ্ছন্দে, তবে গঙ্গা নিকট, আপনার যা অভিরুচি তাই করুন!

সন্ন্যাসী। তা হ'লে গঙ্গাস্নানটাই ক'রে আসি।

পশু। একজন কাওকে সঙ্গে দি?

সন্ন্যাসী। কিছু আবশ্যক করে না, আমি ঠিক যাব'খন।

পশু। সদর-রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হয়, তাই ব'ল্‌ছিলাম, একজন পথ দেখিয়ে দিত।

অত্যন্ত উচ্চহাস্য করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবা! এ ভবের পথটাকে দেখাতে হবে না, যদি তোমার এমন লোক থাকে যে পরপারের পথটা দেখিয়ে দিতে পারে, সঙ্গে দাও। বদরিকাশ্রম থেকে পথ চিনে এতদূর আস্‌তে পেরেছি, আর নিকটে গঙ্গার ঘাট চিনে যেতে পার্‌ব না? খুব পার্‌ব, কোন চিন্তা নাই। আমি স্নান ক'রে তোমার অতিথিশালায় যাব।"

পশু। যে আজ্ঞে, আমিও সন্ধ্যার পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।

"বেশ" বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গঙ্গা-স্নানার্থ চলিয়া গেলেন। পশুপতি বাবু নায়েবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি আর তোমায় ধ'রে রাখ্‌ব না। ছেলেপিলেদের কতদিন দেখনি, বাকী যা যা শোন্‌বার, কা'ল শুন্‌বে।"

নায়েব "যে আজ্ঞে", বলিয়া গমনোদ্যত হইলে পশুবাবু তাঁহাকে

বলিলেন, "ভাঁড়ারীকে ব'লে যেও, ভাল ভাল ফল যোগাড় ক'রে ভিতরে এখুনি যেন পাঠিয়ে দেয়। দাওয়ান মশায় এঁকে কেমন বুঝ্লে?"

দাওয়ান। আমার মশায়, সন্ন্যাসী ফকীর দেখ্লে মন খারাপ হয়।

পশু। কারণ?

দাওয়ান। আমায় একবেটা বড় ঠকিয়ে গেছে মশায়!

পশু। কবে? কৈ আমি ত' কিছু শুনি নি।

দাওয়ান। আপনি এখানে ছিলেন না, তীর্থে গিয়েছিলেন।

পশু। ব্যাপার কি, কি হ'য়েছিল বল?

দাওয়ান। সে কথা আর শুনে কায নেই।

পশু। না, না বল, শুনি।

দাওয়ান। তবে শুনুন। একদিন সকালে বাইরে ব'সে মুখ ধুচ্ছি, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী "জয় হোক বাবা" ব'লে, এসে কাছে দাঁড়ালে, আমি তাঁকে আদর ক'রে ব'স্‌তে ব'ল্‌লাম। এ কথা সে কথার পর ব'ল্‌লে, "বাবা, তোমার ধনস্থানে শনির-দৃষ্টি প'ড়েছে, স্বস্ত্যয়ন করাও।" আমি ভাব্‌লাম ইনি যখন আমার অতীত কথা কতকগুলি ব'ল্‌লেন ও সমস্তই ঠিক হ'ল, তখন ইনি কখনই সামান্য ব্যক্তি নন, এঁকে দিয়ে স্বস্ত্যয়নটা করিয়ে নিলে ভাল হয়। অনেক অনুনয় ক'রে বলাতে অতি কষ্টে স্বীকার হ'লেন ও ব'ল্‌লেন, "শনিবার হ'চ্ছে প্রশস্ত দিন, সেই দিন মহা-নিশায় আমি তোমার জন্য মায়ের আরাধনা ক'র্‌ব, তুমি ইতিমধ্যে সমস্ত আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহ কর, আমি ফর্দ্দ ক'রে দেব'খন।" আমি বাড়ীতে গিয়ে, সেই সংবাদ দিতে স্ত্রীও খুব আনন্দিত হ'ল। বিকেল-বেলা সন্ন্যাসী আমায় এক লম্বা ফর্দ্দ দিলেন, তাতে মদ, মাংস, মাছ থেকে আরম্ভ ক'রে চাল কলা লুচি সন্দেশ ইত্যাদি

সবই ছিল। সে দিন বৃহস্পতিবার, আমিও সেই দিন থেকে সংগ্রহ ক'র্‌তে লেগে গেলাম। গুরু-আদরে তাঁকে খাওয়াচ্ছি, রোজ এক ভরি ক'রে গাঁজা কিনে দিচ্ছি। শনিবার রাত্রে পূজায় ব'স্‌লেন, হোম ক'র্‌বার সময় ব'ল্‌লেন, "খানিকটা সুবর্ণ চাই, হোমকুণ্ড শীতল ক'র্‌তে হবে। তোমার কায খুব ভাল হ'য়েছে, মা প্রসন্না হ'য়েছেন, হোমকুণ্ডে আজ যতটুকু সুবর্ণ রাখ্‌বে কা'ল তার চতুর্গুণ পাবে, আমি দেখিয়ে দিয়ে, তবে যাব। তোমাদের ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি।" আমরা স্ত্রী-পুরুষে পরামর্শ ক'রে, ঘরে একশ খানা গিনি ছিল, বা'র ক'রে দিলাম, সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে, আমার স্ত্রী তার গহনা-গুলি দিতে চেয়েছিল, আমি দিই নি। গিনিগুলি তিনি হোমকুণ্ডে দিয়ে হোমের কোঁটা দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে প'ড়্‌লেন। তখন রাত্রি প্রায় একটা। তার পর আহারাদি ক'রে তিনি বৈঠকখানায় গেলেন, আমরাও নিঃসন্দেহ-চিত্তে ঘরে গিয়ে শুলাম। সকালে উঠিতে একটু বেলা হ'য়েছিল; বাহিরে এসে দেখি যে হোমকুণ্ডের ছাই চারিদিকে ছড়ান, তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হ'য়েছেন। মনে ভাবলাম হয় ত' গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন, বৈঠকখানার ভিতর গিয়ে দেখ্‌লাম বাবার ঝুলি কাঁথাও অন্তর্দ্ধান হ'য়েছে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভিতরে এসে হোমকুণ্ড খুঁজে দেখ্‌লাম গিনিগুলোও বাবাজির মত অদৃশ্য হ'য়েছে। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়্‌লাম, আমার স্ত্রী হা হুতাশ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, এমন কি সেই টাকার শোকে দু তিন দিন অন্নজল পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। সেই অবধি মশায়! সন্ন্যাসী দেখ্‌লে, আমি বড় একটা কাছে ঘেঁসি না, কি জানি তিনি যদি দয়া ক'রে যা কিছু আছে, চতুর্গুণ ক'রে দেন। কেমন একটা ঘৃণা আসে, কথা পর্য্যন্ত কই না, পাশ কাটিয়ে সরে যাই।

পশু। তোমাকে খুব ভোগা দিয়েছে ত'। তোমার মত হুঁসিয়ার লোককে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, তার বাহাদুরী আছে।

দাওয়ান। বাহাদুরী ব'লে বাহাদুরী! গালে চড় মেরে নিয়ে গেছে।

পশু। এ কথা আর কাওকে বল নি ত?

দাওয়ান। রাম্ কহ, সেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না। লোকে শুনে হেসে আমায় আহাম্মক ব'ল্‌বে, তাই গুম্ খেয়ে গেলাম, কারো কাছে এতাবৎ প্রকাশ করি নি।

পশুপতি বাবু বলিলেন, "তা বেশ, এখন চল যাওয়া যাক, কিছু কাযকর্ম্ম আছে নাকি?" দাওয়ানজি খান দুই পত্র সম্মুখে ধরিলে, তনি দস্তখত করিয়া গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণ মাস আকাশে সপ্তমীর চন্দ্র উঠিয়া, চতুর্দ্দিকে হাসিমাখা জ্যোৎস্না ছড়াইয়া, সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, মেঘের খণ্ডাংশও কোথাও নাই। সামান্য শীতের আমেজ দিতেছে। মাঠে ধান্যের মনোহর শোভা হইয়াছে। এবৎসর শস্যের অবস্থা খুব ভাল। কাহারো ধান্য কাটা হইয়া মাঠে শুখাইতেছে, কাহারো হইতেছে। যাহাদের শেষ হইয়াছে, তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে স্তুপাকার ধান্য জমা হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাসস্থল বলিয়া বোধ হইতেছে। চাসীদের এবৎসর আনন্দের অবধি নাই, কারণ কয়েক বৎসর অজন্মার পর এবৎসর ভাল ফসল হইয়াছে। কামিজের উপর একখানি লংক্লথের চাদর গায়ে দিয়া বিজয় মন্থর-গতিতে জমীদার বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নায়েব ধরণীধরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নায়েব নিকটবর্ত্তী হইয়া কুশলাদি প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এদিকে কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?"

বিজয়। মেজকাকার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাচ্ছি। তুমি কবে এলে?

নায়েব। কা'ল সন্ধ্যার সময়। মেজবাবুর সঙ্গে দরকার কি?

বিজয়। জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে।

নায়েব। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বিজয়। বল।

নায়েব। এখানে নয়, কথাটা একটু গোপনীয়।

বিজয়। বেশ, তা হ'লে ঘণ্টাখানেক পরে আমার ওখানে যেও।

"আচ্ছা", বলিয়া নায়েব গৃহাভিমুখে গেলেন ও বিজয় মেজবাবু নরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জমীদার বাড়ীর বৃহৎ ফটকের সম্মুখে আসিয়া দেখিল যে, পশুবাবু তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। বিজয় তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "কাকাবাবু! পরশু জগদ্ধাত্রী পূজা, আপনি উপস্থিত থেকে যাতে কার্য্যটা সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হয়, দয়া ক'রে তা ক'র্বেন, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।" পশুপতি বাবু বিজয়ের অনুরোধ শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন যে, বিজয়কে কন্যাদান না করা কি ভাল। ছেলেটী বেশ শিষ্ট শান্ত বিনয়ী কিন্তু পরক্ষণেই বিষয়াদি বিক্রয়ের কথা মনে পড়িবামাত্র মন বিদ্রোহী হইয়া বলিল, "না ওর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন দুশ্চরিত্রকে কিছুতেই একমাত্র আদরিণী কন্যাকে দান করা যায় না।" বিজয় পুনরায় বলিল, "কাকাবাবু কি হবে?" তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার ঐদিন একটু আবশ্যক আছে, সকালে যেতে পার্‌বনা, তবে বেলা দুটো আড়াইটের সময় যাব, বাড়ীর আর সকলে সকাল থেকেই যাবেখ'ন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বিজয়। মেজকাকীমাকে ব'লে আসতে, যেন তিনিও সকাল সকাল যান। মেজকাকাবাবুকে নিমন্ত্রণটা ঐ সঙ্গে ক'রে আস্‌ব।

পশু। মেজদার সঙ্গে, বোধ হয়, এখন দেখা হবে না।

"না হয়, কাকীমাকেই ব'লে আস্‌ব" বলিয়া, বিজয় অগ্রসর হইল, পশুপতিবাবু সেই স্থান হইতে বিজয় অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, প্রস্থান করিলেন। বিজয় মেজবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া "মেজকাকা বাবু আছেন কি?" বলিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেখিল, যে তিনি তখন সুরাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন.

বিজয়কে দেখিবামাত্র, "আরে কেও হাবু যেরে, কি মনে ক'রে মাই-ডিয়ার, আয় আয় ব'স্।" মেজবাবু তখন বেশ স্ফূর্ত্তিতে ছিলেন।

বি। পরশু জগদ্ধাত্রী পূজো, সকাল বেলাই কাকীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

মেজ। আল্‌বৎ যাব বাপধন, কিন্তু আমার জন্যে Special arrangement (বিশেষ আয়োজন) ক'র্‌তে হবে।

বি। কোন্ বারে হয়নি। আপনার জন্য arrangement (বন্দো-বস্ত) ক'রে রেখে ব'ল্‌তে এসেছি।

"Good boy" (ভাল ছেলে) এক ডোস্ নে", বলিয়া মেজবাবু গ্ল্যাসে মদ ঢালিয়া বিজয়ের সম্মুখে রাখিলেন।

বি। আমি আর খাই না কাকাবাবু!

মেজ। ইডিয়ট, (Idiot) না খেলে কত দিন বাঁচ্‌বি? নে, খা, request (অনুরোধ) না খেলে আমি বড় দুঃখিত হব।

বি। না কাকাবাবু, মাপ করুন, মা জান্‌তে পার্‌লে বড় ব'ক্‌বেন, আর কাঁদ্‌বেন।

মেজ। না রে না কেও জান্‌তে পার্‌বে না, আমি কাওকে ব'ল্‌বো না।

বিজয় ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনি কাওকে ব'ল্‌বেন না জানি, ঐ মদের জন্য প্রভার সঙ্গে বিয়ে হ'ল না, জানেন ত?"

মেজবাবু টেবিলে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "কি প্রভার সঙ্গে তোর বে হবে না? তোর বাপের কাছে যে পশো সত্যে আবদ্ধ!"

বি। আমার চরিত্র খারাপ, মদ খাই ব'লে, তিনি আমার সঙ্গে বে দেবেন না। সাফ জবাব দিয়েছেন।

মেজ। আলবৎ দেবে, আমি promise (প্রতিজ্ঞা) ক'র্‌ছি প্রভার সঙ্গে তোর বে দেবো, দেবো, দেবো।

বি। কি ক'রে দেবেন? ছোট কাকার আমার উপর দারুণ বিতৃষ্ণা, কিছুতেই আমার সঙ্গে বে দেবেন না।

মেজ। থাক্ তার বিতৃষ্ণা নিয়ে, তোকে ছাড়া, আমি বেঁচে থাকৃতে প্রভার বর আর কাওকে হ'তে দেব না। Take the dose, as a good boy (সুবোধ ছেলের মত ডোজ্‌টা খাও)।

বিজয় মনে মনে চিন্তা করিল, "যদি না খাই, উনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, আর রাগও হবে, তা হ'লে আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হবে না, খেয়ে ফেলি" বলিয়া পান করিয়া গ্ল্যাসটি রাখিবামাত্র মেজবাবু আহ্লাদিত হইয়া, ভেরীগুড another dose, তিন পাত্র টান বাবা, তারপর তোমার বক্তব্য শুন্‌ব।" বিজয় কার্য্যোদ্ধার জন্য অনিচ্ছাসত্বেও তিন পাত্র পান করিয়া বলিল, "দেখুন ছোটকাকা একরোকা লোক, যখন একবার না ব'লেছেন, তখন হাঁ করাতে কেও পারবে না, আর আপনিও প্রমিস্ ক'রে ফেল্‌লেন, দেখ্‌ছি আপনার কথা রাখা খুবই শক্ত হবে। আমি এক মতলব ঠাওরেছি, আপনি যদি সাহায্য করেন, আমি কার্য্যে পরিণত করি।"

মেজ। হ্যাঁ, পশোটা একগুঁয়ে খুব, সোজা রাস্তায় গেলে ওকে বাগান যাবে না। তোর মতলবটা কি শুনি, তা হ'লে তোর বুদ্ধির দৌড় কতদূর বুঝ্‌ব।

বিজ। এই অগ্রাণ মাসের ১৬ই বিবাহের দিন আছে, আমি ১৪ই প্রভাকে চুরী ক'রে নিয়ে গিয়ে বে ক'র্‌ব। আপনাকে কিন্তু সম্প্রদান ক'র্‌তে হবে।

মেজ। Capital, ক্যাপিটাল, বেড়ে মতলব ঠাওরেছিস্। কিন্তু

পশো যদি নালিশ করে, তোর মেয়াদ হ'য়ে যাবে আর আমাদেরও assisting ও abetting অপরাধে শাস্তি হবে।

বিজ। আমি যদি সমস্ত অপরাধ স্বীকার ক'রে বলি— আমি দোষী, তা হ'লে আপনাদের কিছুই হবে না, যা হবার তা আমারই হবে।

মেজ। Well planned, বেশ মতলব। I give you my word on honour (আমি কথা দিলাম) তাই ক'রুগে যা, আর ক'দিন আছে ?

বি। আর বেশী দিন নেই, আজ ৯ই, আর মোটে সাতটি দিন। জগদ্ধাত্রীপূজা হ'য়ে গেলে, ১২ই, ১৩ই আমরা তীর্থ যাওয়ার ছল ক'রে এখান থেকে রওয়ানা হ'ব। ১৪ই রাত্রে প্রভাকে সরাব, ১৬ই বৈকালে আপনি আমার ক'ল্‌কেতার বাসায় যাবেন, সেখানে আমার গমস্তা হাজির থাক্‌বে, আপনি উপস্থিত হ'লে, আমরা যেখানে থাকৃব সে নিয়ে যাবে। যাবার আগে full particulars (সমস্ত বিষয়) ব'লে কেমন তা হ'লেই হবে ত ?

মেজ। All right, I agree (বেশ আমি রাজী)। কা'ল সকালে তোর ওখানে গিয়ে পরামর্শটা পাকা ক'রে ফেলা যাবে, কেমন ?

বি। বেশ ; কখন যাবেন, Say আটটা ?

মেজ। অত সকালে হবেনা বাবা, নটা দশটা।

"আচ্ছা আমি বাড়ী থাকৃব, এখন উঠি" বলিয়া, বিজয় বাহিরে আসিবামাত্র তাহার মনে হইল কে যেন শট করিয়া চলিয়া গেল, কোথায় ও কোন্‌দিকে গেল স্থির করিতে না পারিয়া, সন্দেহ হইল কেহ অন্তরালে থাকিয়া, তাহাদের পরামর্শ শুনিতেছিল। বিজয় পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,— "দেখুন কাকাবাবু, আমার বোধ হয় কেহ আমাদের পরামর্শ আড়িপেতে শুনছিল, আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত' সব ফাঁক হ'য়ে যাবে।"

মেজবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কার ঘাড়ে এমন মাথা আছে যে, আমাদের কথাবার্ত্তা আড়িপেতে শোনে ?"

বি। আমার কিন্তু বোধ হ'ল, আমি বেরবামাত্র তাড়াতাড়ি সুকুল।

মেজ। কোন্‌দিকে গেল ব'ল্‌তে পারিস্ ?

বি। বাড়ীর ভিতর যায়নি, বাইরের দিকে গেছে।

মেজ। তোর চোখের ভ্রম।

"না, আমার বেশ বোধ হ'ল কে স'রে গেল, যাক্ আপনি সকালে আস্‌বেন, যা হয় পরামর্শ করা যাবে" বলিয়া, বিজয় গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল, যে পাশের ঘরে মেজবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র নগেন্দ্রনাথ দ্বরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। বিজয়কে দেখিবা-মাত্র বলিল, "বিজয় বাবু যে, কোথায় গিছ্‌লেন ?"

"মেজ কাকাদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালই হ'ল, আর আমি জেঠাইমার কাছে যাব না, তুমি ভাই! তাঁকে ব'ল যে পরশু সকালে পাল্কী আস্‌বে, যেন দয়া ক'রে যান; আর তুমিও ভাই! সকাল সকাল যেও, দেখ্‌বে শুন্‌বে, তোমরা ভিন্ন আমার আপনার ত আর কেও নাই।"

সব কথা শুনিয়া সে আগ্রহের সহিত বলিল, "মাকে গিয়ে আমি এখনি ব'ল্‌ছি। আমিও সকালেই যাব।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিজয় পথে আসিয়া মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, "বোধ হয় এই ছোঁড়াটাই আমাদের পরামর্শ শুনিতেছিল, তা যদি হয় ত' সে ছোটকাকার যে রকম অনুগত ব'লে দিতে পারে। যাই হোক প্ল্যানটা বদ্‌লাতে হ'চ্ছে।" বাড়ীর সন্নিকটস্থ হইয়া দেখিল, যে নায়েব ধরণীধর ফিরিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, "কি হে ফিরে যাচ্ছ নাকি ?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নায়েব। কি করি ভাই, প্রায় আধঘণ্টা বসে দু-ছিলিম তামাক পোড়ালাম, তবু তোমার দেখা নাই। ভাব্‌লাম মেজবাবুর পাল্লায় প'ড়েছে শিগ্‌গীর ছাড়বেন না।

বি। তাই বটে, মেজকাকা নাছোড়বান্দা, ব'স্ ব'স্ ক'রে এতক্ষণ আট্‌কে রেখেছিলেন।

নায়েব। দু-এক ডোজ্ হ'য়েছে ত?

বি। মেজকাকা কি না খাইয়ে ছাড়্‌বার লোক?

নায়েব। আমিও তাই ভেবেছি যে, এই জন্যে এত বিলম্ব হ'চ্ছে।

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র ভিতর হইতে দ্বার উন্মোচিত হইল; উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইখানি চেয়ার অধিকার করিলেন; নারায়ণচন্দ্র তামাক দিয়া গেল। তামাক খাইতে খাইতে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বল তোমার গোপনীয় কথা।"

নায়েব। নারায়ণপুরের দত্তদের বাড়ী একটী ছেলে আছে, জগদ্ধাত্রীপূজার দিন বাবু দেখ্‌তে যাবেন।

বিজয়। হরিহর দত্তর বাড়ী?

নায়েব। হ্যাঁ, তুমি তাদের বাড়ী জান না কি?

বিজয়। খুব জানি; বাবার সঙ্গে কতবার তাদের বাড়ী গিয়েছি। ওরা তিন ভাই,—অক্ষয় দত্ত, হরিহর দত্ত, আর নবীন দত্ত; ওদের বাপের নাম যোগীন্দ্র দত্ত। নবীন দত্ত আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে প'ড়্‌ত, দুবার এফ, এ ফেল হয়।

নায়েব। তুমি, দেখ্‌ছি ওদের নাড়ীনক্ষত্র সব জান।

বিজয়। জানি বৈ কি! আরও কিছু শুন্‌তে চাও?

নায়েব। ওদের অবস্থা এখন খুব ভাল।

বিজয়। বরাবরই ভাল; ওদের বাপ যোগীন্দ্র দত্ত সিপ-সরকারী ক'রে অনেক পয়সা উপায় ক'রেছে। তা ছাড়া দু একশ' বিঘে জমা জমাও আছে। প্রভা বেশ সুখে থাক্‌বে।

নায়েব। নবীন এবার বি, এ, দেবে।

বিজ। গতবছরও ত' দিয়েছিল, ফেল্‌ মেরেছে বুঝি? বড্ড হাঁদা। যাক, এখন এস এক আধ ডোজ্‌ চালান যাক। নারাণে তামাক দে।

নারাণ এক ছিলিম তামাক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, বিজয় ইসারায় আল্‌মারী দেখাইয়া দিল। তৈরী চাকর আল্‌মারী খুলিয়া বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া টেবলে রাখিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণের সহিত যাহাতে শব্দ না হয়, বোতল খুলিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া দিল। উভয়ে উপর্য্যুপরি তিন পাত্র পান করিয়া তামাক টানিতে মনোযোগী হইলেন। নায়েব একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "তুমি কি ঠাওরালে, প্রভা হাতছাড়া হয় যে?"

বিজয়। তার আর কি ক'র্‌ছি, যতদূর চেষ্টা ক'র্‌বার তার ক্রুটি হয় নি। যাঁর মেয়ে তিনি যদি আমার মত চরিত্রহীনকে না দেন, কি ক'র্‌তে পারি বল?

নায়েব। তা'ত বটেই, তবে কিনা তুমি ব'লেছিলে, প্রভাকে নিশ্চয় বে ক'র্‌বে, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি?

বিজয়। যতদুর চেষ্টা ক'র্‌বার তা ক'রেছি, এমন কি একরকম পায়ে পর্য্যন্ত ধরা হ'য়েছে। এখন সকলকে বারণ ক'রে দিয়েছি ও বিষয় যেন আর উত্থাপন করা না হয়।

নায়েব। তা যেন হ'ল, বে থা ক'র্‌তে হবে ত?

জয়। জগদ্ধাত্রী পূজার পর মাকে নিয়ে একবার তীর্থ ঘুরে আসি,

প্রভার বে হয়ে যাক্, তারপর দেখে শুনে একটা ক'র্‌লেই হবে। আমাদের কায়স্থের ঘরে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই।

নায়েব। না, তা ত' নেই, বল ত' আমি দেখি ?

বিজয়। বেশ, বনেদী-ঘরের সুন্দরী মেয়ে যদি পাও দেখ। আমি কিন্তু হালি-বড়লোকের ঘরে বে ক'র্‌তে নারাজ।

নায়েব। বনেদী-ঘরের মেয়েই তোমায় যোগাড় ক'রে দেব।

বিজয়। দিতে থুতে না পারে ক্ষতি নেই, কিন্তু বনেদী-ঘর হওয়া চাই।

"তাই হবে, এখন উঠি," বলিয়া নায়েব টলিতে টলিতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। বিজয় তাঁহার ভৃত্যকে হেমঘোষকে ডাকিতে আদেশ করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া মনে মনে বলিলেন, "নবীন দত্তর সঙ্গে সম্বন্ধ হ'চ্ছে, খুব সচ্চরিত্র বটে, আমার চেয়েও মাতাল, বেশ্যাসক্ত, শুধু কি তাই ! এক ব্রাহ্মণের ঘর মজিয়েছে। কাকাবাবু এসব খবর সহজে পাবেন না, শর্ম্মা কিন্তু হাতে নাতে ধরিয়ে দিতে পারে। মরুকগে, যেখানেই সম্বন্ধ হোক না, তাতে আমার কি এসে যায়। প্রভা আমার, তার জন্যে যদি দশ পঁচিশটে খুন ক'র্‌তেও হয়, বিজয় মিত্তির তাতেও পেছ-পাও হবে না। যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তা পালন ক'র্‌তেই হবে। হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পতন।"

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ হেমচন্দ্র ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ষাট পার হইয়া দু'এক বৎসর অধিক হইয়াছে, কিন্তু এখনও পাকা গোঁপের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। দন্তহীন হওয়ায় গাল দুটি বসিয়া গিয়াছে। দৈর্ঘ্য ছ'ফুটেরও এক ইঞ্চি অধিক হইবেন। যৌবনে অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন, এখনও বেশ সামর্থ্য আছে, দু'একজনে তাঁহার কিছু করিতে পারে না। মুখে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে

পশ্চিমে চাকরি করিয়া কিছু সংস্থান করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার একপুত্র ও এক বিধবা কন্যা। গৃহিণী ঘোষজা মহাশয়কে কাঁদাইয়া বৎসর ছয় হইল অগ্রসর হইয়াছেন। পুত্রটি গ্রামস্থ স্কুলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে মাষ্টারী করেন, বিধবা কন্যাটি একটি পুত্র লইয়া পিত্রালয়েই থাকেন, কারণ তাঁহার শ্বশুরালয়ে কোন অভিভাবক নাই। ঘোষজা মহাশয় বিজয়ের অত্যন্ত অনুগত, বিজয়কে খুব স্নেহ করেন, কারণ বিজয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দশ বিশ দিয়া সাহায্য করে। ঘোষজা মহাশয় একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজি, এতরাত্রে কি আবশ্যক ?"

বিজয়। একটা কথা শুন্‌লাম, পশু-কাকা নারাণপুরে দত্তদের বাড়ী সম্বন্ধ ক'র্‌ছেন।

হেম। আমি আগেই শুনেছি, তাতে আমাদের কি এসে যায়। প্রভা আমাদের বৌ হবেই, সম্বন্ধ ক'র্‌ছে ভালই, আমাদের কাযের সুবিধে হবে।

বিজয়। আমি মেজবাবুর কাছে গিছ্‌লাম, তাঁকে আমাদের দলে ভিড়িয়েছি, তিনি সত্য ক'রেছেন।

হেম। ভালই ক'রেছ, তবে ওকে বিশ্বাস নেই, মাতাল হ'য়ে সব ফাঁস না ক'রে ফেলে।

বিজয়। সে ভয় নেই। তেমন ছেলে তিনি নন, কাযের কথা ডুবরী নামিয়ে, কেও বা'র ক'র্‌তে পার্‌বে না। আপনি নিবু কাকাকে, দীনেশ দাদাকে আর মথুর মেসোকে ব'লেছেন ?

হেম। আমি কি বাবা নিশ্চিন্দি আছি ? তোমার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে পারি—এ কাযটা ত' সামান্য ! তারা বলে অন্য যায়গায় নিয়ে যাবার দরকার কি, গাঁয়েই বে দেবো, দেখি ওরা কি ক'র্‌তে পারে।

বিজয়। না জ্যেঠা মশায়, তাতে কায নেই, শুভকর্ম্মে রক্তারক্তি করা ভাল নয়।

হেম। আমরা ওর চেয়ে কম কিসে। আমাদেরও লাঠির জোর আছে।

বিজয়। না, লাঠালাঠি না ক'রে কায বাগিয়ে নিতে হবে। আমরা যা মত্‌লব ক'রেছি, সেই রকম করা যাবে। কা'ল নটার সময় সবাইকে ডেকে ডুকে নিয়ে আস্‌বেন, মেজবাবুর সঙ্গে পরামর্শটা পাকা ক'রে ফেলা যাবে।

হেম। আচ্ছা বাবা, তোমার যা ইচ্ছে আমরাও তাই ক'র্‌ব, এখন আসি।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া বিজয় তাঁহার সহিত দ্বারপর্য্যন্ত আসিয়া, তাঁহাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পরে পশুপতিবাবু জলযোগ করিতেছেন, গৃহিণী নিকটে বসিয়া ফল মূল ছাড়াইতেছেন। পশুপতিবাবু বলিলেন, "বিজয় নিমন্ত্রণ ক'রে ব'লে গেল, পরশু সকালে তুমি যাবে, আমাকেও যেতে বলেছে, কিন্তু আমি ত' পারব না।"

গৃহিণী। কেন পার্‌বে না? ওরা গুষ্ঠীশুদ্ধ প'ড়ে, তোমার যখন যে কায পড়ে খেটে খুটে উদ্ধার ক'রে দিয়ে যায়, আর তুমি কোন্ মুখে ব'লবে যে যেতে পার্‌বে না, একটু বাধ্‌ল' না?

পশু। আমায় একবার নারাণপুরে যেতেই হবে; দত্তদের বাড়ী একটি ছেলে আছে যদি পছন্দ হয়, ঠিক ক'রে আস্‌ব।

গৃহিণী। আমি বলি মিছে ছুটোছুটি না ক'রে বিজয়কেই দাও। তার বাপের কাছে তুমি ত সত্যবদ্ধ।

পশু। তোমার যেমন কথা! তার চেয়ে মেয়েটার হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসি। ওর যদি চরিত্র ভাল হ'ত, দিতে কোন বাধাই ছিল না।

গৃহিণী। যা ভাল বোঝ কর। আমার কথা ত' শুন্‌বে না, এর পর কিন্তু পস্তাতে হবে।

পশু। এমন কায পশু বোস ক'রে না, যার জন্যে পস্তাতে হয়।

গৃহিণী। আচ্ছা গো দেখা যাবে, কিন্তু ব'লে রেখে দিলুম, গরিবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে।

প্রভা সেই সময় আসিয়া পিতার নিকট বসিয়া বলিল, "বাবা আজ

আমাদের ঠাকুরবাড়ী একজন বুড়ো সন্ন্যাসী এসেছেন, আমায় কাছে ডেকে বল্‌লেন, "মা! তুই রাজরাণী হবি।" চল্ না বাবা, দেখ্‌বে।"

পশুবাবু কন্যার চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি তাঁকে দেখেছি মা! তিনি এখুনি এখানে আস্‌বেন। কে আছিস্ রে, ঠাকুরকে ডেকে আন্।

"কাওকে ডাক্‌তে হবে না বাবা! তোমাদের ছেলে আপনিই এসেছে", বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী দালানে উঠিলেন। গৃহিণী গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করিলেন। পশুপতি বাবু কন্যার সহিত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "রাজ মাতা হও" বলিয়া, সন্ন্যাসী-ঠাকুর গৃহিণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটা দাসী তৎক্ষণাৎ একখানি কার্পেট আসন পাতিয়া দিলে, সন্ন্যাসী উপবেশন করিয়া পশুপতি বাবুকে বসিতে বলিলেন। গৃহিণী ফল মূল ইত্যাদি রৌপ্য-পাত্রে সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুর প্রচুর পরিমাণে ফল মূলাদি দেখিয়া বলিলেন, "এত কেন মা? তোমার ভিখারী ছেলে কি কখনো এত খেয়েছে?"

গৃহিণী। কে বলে আমার ছেলে ভিখারী? আমার রাজা ছেলে।

সন্ন্যা। সত্যি ব'লছি মা, আমরা রাজার চেয়েও বড়, কেন না আমরা রাজারও নই, প্রজারও নই, মহাজনেরও নই, খাতকেরও নই। আমরা রাজার রাজার খাস-মহলের প্রজা।

গৃহিণী। বাবা! আমটা খেলেন না?

সন্ন্যা। একটা খেয়েছি মা! অসময়ে আম কোথায় পেলে?

পশু। আমাদের বাগানে গোটা কতক বারমেসে গাছ আছে। দু-চারটে প্রায় রোজই পাওয়া যায়।

সন্ন্যা। বড় তৃপ্ত হ'লাম মা! আশীর্ব্বাদ করি তুমি পুত্রবতী হও।

পশু। বুড়-বয়সে পুত্র হ'লে, সে মানুষ হবার পূর্ব্বেই দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে।

সন্ন্যা। সে কি বাবা?

পশু। তা বৈ কি বাবা! এই বেয়াল্লিশ বছর বয়সে ছেলে হ'লে, সে দশ বছরের হ'তে না হ'তে আমাদের ভবের খেলা ফুরাবে।

সন্ন্যা। না বাবা না, আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি এখনও ষাট বছর বাঁচ্‌বে।

পশু। কি বলেন বাবা! এখনও ষাট বছর বাঁচতে হবে? সর্ব্বনাশ, তা হলে অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

সন্ন্যা। বিন্দু মাত্র দুঃখ নেই। তুমি আজীবন রাজত্ব ক'র্‌বে। তোমার মেয়েটি গোত্রান্তর হ'লেই, তোমার ছেলে হবে।

পশু। মনে ক'র্‌ছি, এই মাসেই ওর বে দেব।

সন্ন্যা। দেবে কি? দিতেই হ'বে, কারণ ও এই মাসের ২২শের পর আর কুমারী থাক্‌বে না।

একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু! নায়েব মহাশয় বাহিরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করিতেছেন।" পশুপতি বাবু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! বসুন যেন চলে যাবেন না, আমি এখনি আস্‌ছি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বেশ বাবা, আমি যাব না, তুমি এস।" পশুপতি বাবু চলিয়া গেলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ওর কোথায় বে হবে বলুন না?"

সন্ন্যা। ও ত বাগ্দত্তা, এই গ্রামেই বে হবে।

গৃহিণী। উনি যে সে ছেলেকে দিতে চান না।

সন্ন্যা। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, কার সাধ্য খণ্ডন ক'রে মা! যেখানেই

যাও, চেষ্টা কর, যে যার বর, যে যার ক'নে তাঁদের মিলন হবেই হবে। কার সাধ্য নিবারণ করে।

গৃহিণী। আমার বোধ হয়, এ গ্রামে হবে না।

সন্ন্যা। নিশ্চয় হবে, হ'তেই হবে, দেখে নিও মা! আমার কথা মিথ্যে হবে না।

গৃহিণী। কিন্তু ওঁর যে ধনুক-ভাঙ্গা পণ, তাকে মেয়ে দেবেন না।

সন্ন্যা। উনি দেবেন না ব'ল্লে ত হবে না, ওঁর সাধ্য কি বিধাতার ভবিতব্যতা লঙ্ঘন করেন। কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যাবে, কেউ তার কূল কিনারা পাবে না।

পশুপতি বাবু ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসময়ে নায়েব মহাশয়ের এমন কি দরকার প'ড়েছিল, যে এখুনি না ব'ল্‌লে চ'ল্‌ত না।"

পশু। গোবিন্দপুর বানে ভেসে গিছ্‌ল' জান ত'? সেখানকার প্রজাদের আবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; আশ্বিন-কিস্তি খাজনা কেউ দিতে পার্‌ছে না, তাই কি ক'র্‌বে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছিল।

গৃহিণী। তুমি কি হুকুম দিলে?

পশু। যদি কেও খাজনা দিতে না পারে, অবস্থা বুঝে তাকে রেহাই দেওয়া হয়।

গৃহিণী। কত বাড়ী ভেসে গেছে?

পশু। দু একখানা বাদে গ্রাম শুদ্ধ।

গৃহি। আচ্ছা তারা ছেলে পীলে নিয়ে কোথায় আছে?

পশু। যারা বড় গরীব, তাদের সরকার থেকে বাড়ী ক'রে দেওয়া হ'য়েছে; আর যারা ওরি মধ্যে একটু অবস্থাপন্ন, তাদের সরকার থেকে বিনা সুদে বাড়ী ঘর তৈরী ক'র্‌বার জন্য টাকা কর্জ্জ দেওয়া হ'য়েছে।

যাদের অন্নের সংস্থান নেই, তাদের সরকার থেকে ধান কড়াই দেওয়া হ'চ্ছে।

সন্ন্যা। একেই বলে প্রকৃত ধর্ম্মার্জ্জন, আর অর্থের সদ্ব্যবহার। তোমার এই কার্য্যে বড় সুখী হ'লাম, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল ক'র্‌বেন।

পশু। বাবা, ভারতে অনেক রকম ধর্ম্ম আছে, তার মধ্যে কোন্‌টা ভাল, আমার মতে আমাদের সনাতন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যা। ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ নেই; যার যা ধর্ম্ম, সেই তার কাছে শ্রেষ্ঠ; ধার্ম্মিকের কাছে সব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের মধ্যে ভিন্নভাব আন্‌তেই পারা যায় না। মুসলমানের, খ্রীষ্টানের বা অন্য যে কোন ধর্ম্ম সবই নামে এক, তফাত আমাদের মধ্যেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, অনেকে অনেক মুসলমানকে ঘৃণা ক'র্‌বার কারণ, আমি খুঁজে পাই না। যে বিধাতা আমায় সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ত মুসলমান, খ্রীষ্টান, মেথর ও মুর্দ্দফরাসকে সৃজন ক'রেছেন, তখন তাদের ঘৃণা ক'র্‌বার কারণ বুদ্ধির অগম্য। আমি জানি জীব মাত্রেই শিব। আবার দেখি, মৃত্যু হ'লে, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীকে যে পথে নিয়ে যাবে, অহিন্দুকে কি সে পথে নিয়ে যাওয়া হবে না, না তা কখনই নয়। সকলকেই অবিচারে সেই এক পথে যেতে হবে; তবে কেন অহিন্দুকে ঘৃণা ক'র্‌তে যাব? যার যেমন কর্ম্মফল, তাকে সেই রকম স্থানে জন্ম নিতে হ'বে। ম্লেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণ হ'লেও, তাকে ম্লেচ্ছের ঘরে যেতে হবে।

পশু। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, বৈষ্ণব বা শাক্ত?

সন্ন্যা। গোড়াতেই ব'লেছি সবই ভাল। যে যা নিয়ে আছে, সাধনা ক'র্‌তে পারিলে, তাতেই সিদ্ধি। ভেদজ্ঞানে সিদ্ধি হয় না; যে কৃষ্ণ, সেই শিব, সেই কালী, তিনেই এক, একেই তিন। কথায় আছে "রাম

রহিম না জুদা কর, মন খাঁটি কর। যাকে ভজ, বিশ্বাস রেখে ভজনা কর, ফল পাবে। বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

পশু। বৈষ্ণবেরা শাক্তদের ঘৃণা ক'রে কেন?

সন্ন্যা। গোঁড়ামী। যার যেমন ধাতু, গুরু তাকে সেই মন্ত্রই দেন। অনেক বৈষ্ণবের ঘরে শক্তি উপাসক, আবার ঘোর-শাক্তর ঘরে বৈষ্ণব, হরি নামে বিভোর হ'য়ে দিন রাত হরি হরি ক'র্‌ছে। এই দেখ তোমাদের ইষ্টদেবী দশভুজা কিন্তু তোমার মেয়ের চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী, ওকে ঐ দেবীর বীজ ছাড়া যদি অন্য মন্ত্র দেওয়া হয়, তাতে সুফল না হ'য়ে কুফল হবে। যেমন রবির জমীতে ধান দিলে মোটে হয় না। সেই রকম মানব-জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বুঝে বীজ ফেল্‌লে সুফল হয়, নইলে শুখিয়ে যায়। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমার মেয়েটিকে দীক্ষিতা করি, তোমাদের বাধা আছে?

পশু। আজ্ঞে, বাধা থাক্‌বার কোন কারণ নেই; তবে ছেলেমানুষ পার্‌বে কি? তা ছাড়া যেখানে বে হ'বে, তাদের কুলগুরু ত আছে, গুরুত্যাগী পাপ হবে না?

সন্ন্যা। যার সঙ্গে বে হবে, ইচ্ছে হয় তাদের গুরুর কাছেও মন্ত্র নিতে পারে, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না।

পশু। আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।

সন্ন্যা। বেশ, কা'ল বেশ ভাল দিন, কা'লই আমি ওকে দীক্ষা দেব।

পশু। পূজার জন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক হ'বে, আমাকে আদেশ করুন, আমি লিখেনি, কা'ল সমস্ত আয়োজন ক'র্‌ব।

সন্ন্যা। কিছুই আবশ্যক নেই; তোমাদের গ্রামে কোথাও জগদ্ধাত্রী পূজা হবে ত?

পশু। হবে বৈ কি। আমারি এক আত্মীয়ের বাড়ী পূজা হয়। আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ আছে।

সন্ন্যা। ভাল, সেইখানেই হ'বে। মা! যতক্ষণ না তোমার মন্ত্র হয়, ততক্ষণ কিছু খেও না। আমি মনে করেছিলাম ক'াল সকালে যাব, কিন্তু জগদম্বার খেলা, হ'ল না—বিকেলে যাব।

পশু। কোথায় যাবেন ?

সন্ন্যা। কালীঘাটে একবার হাজ্‌রে দিয়ে, পরশু পূরী যাব।

পশু। কা'ল কি, না গেলেই নয় ?

সন্ন্যা। না এমন কিছু বাঁধা নেই, যে কালই যেতে হবে, তবে এক যায়গায় আবদ্ধ হ'য়ে অনেক দিন থাকৃতে কষ্ট হয়।

পশু। আবার ক'বে শ্রীচরণ দর্শন পাব ?

সন্ন্যা। ফেরবার সময় এই দিক্ দি'য়ে যাব। যখন মা জননীকে মন্ত্র-শিক্ষা ক'র্‌লাম, তখন মা আমার টান দিলেই থাকৃতে পার্‌ব না, আস্‌তেই হ'বে।

পশু। বাবা! আপনার আশ্রম কোথায় ?

সন্ন্যা। বদরিকা থেকে দশ দিনের পথ। হিমালয়ের একটা গুহায় থাকি, বাড়ী ঘর নেই।

প্রভা। সেখানে খুব শীত, বরফ পড়ে ?

সন্ন্যা। আমাদের তত শীত বোধ হয় না, বরফ দিন রাত প'ড়্‌ছে।

প্রভা। তবে সেখানে কেমন ক'রে থাকেন, আর না গেলেই হয়।

সন্ন্যা। বেশ থাকি মা, এখানকার চেয়ে সেখানে থাকি ভাল।

প্রভা। লোকজন ত' কেও নেই ?

সন্ন্যা। এখানে আমাদের মন টেঁকে না, কিন্তু সেখানে গেলেই মন প্রফুল্ল হয়।

পশু। আচ্ছা বাবা, কি ক'র্লে সিদ্ধিলাভ হয়?

সন্ন্যা। শিব ব'লেছেন জপাৎ সিদ্ধি, অর্থাৎ যত বেশী জপ ক'র্বে, ততই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

পশু। সাধনের প্রণালী কি নানারকম আছে?

সন্ন্যা। আছে বৈ কি? অধিকারী ভেদে পথ নির্দ্দেশ হয়।

পশু। বুঝ্‌তে পারলাম না।

সন্ন্যা। স্কুলে যেমন একেবারে কেহ প্রথম শ্রেণীতে গিয়ে প'ড়্‌তে পারে না—সেই রকম সাধনমার্গেও ধাপে ধাপে উঠ্‌তে হয়।

পশু। যোগের ক্রিয়া কি খুব শক্ত? আর যোগটা কি?

সন্ন্যা। মোটেই শক্ত নয়, কেবল অভ্যাস ক'র্তে হয়। অভ্যাস হ'য়ে গেলে খুব সহজ হয়। যাঁরা যোগী, তাঁরা যদি কার্য্যবশতঃ কোন দিন নিয়ম মত ক্রিয়া ক'র্তে না পারেন, সে দিন তাঁর বড়ই অস্বস্তি বোধ হয়। যোগীদের ক্রিয়া ক'র্তে বড় আনন্দ হয়। যোগ আর কিছুই নয়, মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনকেই যোগ বলে। যোগক্রিয়া সংসারীর পক্ষে নয়; তবে একেবারে যে নিষিদ্ধ তাও নয়। যোগ ক'র্তে গেলে কামিনী কাঞ্চন একেবারে পরিত্যজ্য। সংসারে থাকৃতে গেলে কিন্তু ও দুটোর খুবই আবশ্যক। কাঞ্চন না হ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না, কামিনী না হ'লে সংসার অচল হয়, বিধাতার সৃষ্টি লোপ পায়। কামিনী সংসারীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, স্ত্রী ব্যতীত ধর্ম্মার্জ্জন হয় না।

স্ত্রী কেবল লালসা চরিতার্থ ক'র্বার জন্য নয়। আমাদের বাঙ্গলায় দেখতে পাই, স্ত্রীলোকের জন্ম যেন দাস্যবৃত্তি ক'র্বার জন্য, তা নয়। স্ত্রীলোক মাতৃস্বরূপিণী, অত সহিষ্ণুতা কারো সম্ভবে না। আমরা তাদের যেরকম নির্য্যাতন করি, জগতের অন্য কোন জাতি সে রকম করে না। জগতের সমস্ত জাতি, কেবল বাঙ্গালী ছাড়া, তাদের যথেষ্ট

সম্মান করে। যতদিন আমরা মাতৃপূজা ক'র্‌তে না শিখ্‌ব, যতদিন মাতৃরূপা নারীর মর্য্যাদা না বুঝিব, ততদিন আমাদের উদ্ধার হবে না।

পশু। আজ আর বাবা, আপনাকে বেশীক্ষণ আট্‌কে রাখব না, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। ওরে হরে, বাবাকে ঠাকুরবাড়ীতে রেখে আস্‌গে। সকলে গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সরলা একখানি পুস্তক হাতে করিয়া দ্বিতলের একটি গবাক্ষের ধারে সোফায় অর্দ্ধশয়ান হইয়া অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষে চিন্তামগ্না হইয়া মনে মনে ভাবিতেছে, "প্রায় চার মাস হইল স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে আসাবধি, যদিও তাঁহাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছি কিন্তু এতাবৎ একখানিরও একছত্র প্রত্যুত্তর পাই নাই। পুস্তকখানি যদিও খোলা রহিয়াছে ও তাহার দৃষ্টিও তাহাতেই নিবদ্ধ তথাপি মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না। পথের ধারে গ্যাসগুলি জ্বলিতেছে, মধ্যে মধ্যে সেই দিকে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু অবাধ্য মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "দাদা এখনো এলেন না কেন? আজ চার দিন হইল তিনি পত্র দিয়াছেন, কই তারও জবাব এল না কেন? তবে কি সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ ক'র্লেন? কতবার কত কথা ব'লেছি, কখন ত' রাগ করেন নি, বরং হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, এবার এমন কি শক্ত কথা ব'লেছি যে এত রাগ হ'য়েছে; ব'লেছেন যদি বাড়ী গিয়ে থাকৃতে পার ত' এস, তাই যাব নাকি?" করজোড়ে, "হরি তাঁর মতি ফিরিয়ে দাও। এখানে আর ভাল লাগে না। দয়াময়ী! সতীর স্বামী-বিরহ বেদনা তোমার অজ্ঞাত নয়, সতীকুলরাণী! দাসীর উপর দয়া ক'রে স্বামীসম্মিলন করিয়ে দাও। দেখি দাদার পত্রের উত্তর যদি আজকালের মধ্যে না আসে, আমি আর একখানা লিখ্‌ব—তারও যদি জবাব না পাই, তা হ'লে ঝি সঙ্গে ক'রে

যাব, তাতে আর আমার অপমান কি ?" এই কথা স্থির হইবামাত্র তাহার মনটা যেন অপেক্ষাকৃত লঘু ও প্রফুল্ল হইল।

কমলিনী হাসিতে হাসিতে সরলার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি! তোমায় যদি একটি ভাল জিনিস দি, আমায় কি বকসিস্ ক'র্‌বে বল ?"

সরলা। কি ভাল জিনিস্ দেবে বৌ-দি ? যদি তাঁর খবর দিতে পার, একটি চুম বকসিস্ পাবে।

কম। চুমে আমার কি সুখ হবে, যাঁর পাওনা সেটা তাঁর জন্যে তুলে রাখ।

সরলা। আচ্ছা, তাই হবে, এখন কি দেবে দাও ?

কম। এই নাও, তোমার কালাচাঁদের খবর, আবার ইংরিজিতে লেখা হ'য়েছে ?

সরলা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত পত্রখানি পাঠ করিল। কমলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "খবর ভাল ত ?"

সরলা মুচকি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, সব ভাল, কিন্তু আমায় কতকগুলো যাচ্ছেতাই বলা হ'য়েছে! তা বলুক গে, আমি ভাই! কা'ল ঝিকে সঙ্গে ক'রে যাব।"

কমলিনী অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সহিত গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা! সেকি ভাল দেখায় ঠাকুরঝি ? তাঁরা কেও এসে না নিয়ে গেলে, কি যাওয়া উচিত ?

সরলা। অনুচিত কিসে ? তিনি ব'লেছেন, আমি যেমন আপনি এসেছি, তেমনি আপনি যেতে হবে। তাঁরা কেও আস্‌বেন না।

কম। আমার কিন্তু ভাই, ওসব ভাল লাগে না। তাঁরা যদি এসে না নিয়ে যান, তোমার যাওয়াই উচিত নয়।

সরলা। তাঁরা নিতে আস্‌বেন না, তা ব'লে কি চিরকাল এখানে প'ড়ে থাক্‌তে হবে?

কম। তুমি কি জলে প'ড়ে আছ, না কেও তোমায় অযত্ন ক'র্‌ছে?

সরলা। দেখ বৌ-দি? মেয়ে মানুষের স্বামীর আঁস্তাকুঁড়ও ভাল, তবু বাপ ভাইয়ের, অট্টালিকে কিছু নয়। দুদিন তোরা যত্ন আত্তি ক'র্‌ছ কিন্তু বেশী দিন হ'লেই আপদ বালাই হব।

কম। অমন কথা মুখে এন না ঠাকুরঝি! তোমায় দুর-ছাই ক'র্‌ব, তুমি কি আমার পর?

সরলা। তুমি ভালবাস ব'লে দুর-ছাই ক'র্‌বে না, কিন্তু ঐ জমীদারের মেয়ে নাকতুলে কথা ব'ল্‌বে তা সহ্য হবে না, ভাই!

কম। ওর সঙ্গে তোমার ঘর ক'র্‌তে হবে না ত'?

সরলা। নাই হোক, কিন্তু একদিন ত' ও এই বাড়ীর গিন্নী হবে।

কম। আমরা বেঁচে থাক্‌তে ত' নয়।

সরলা। র'স ভাই! ভাতার রোজগার করুক, ডাক্তারের মাগ হোক, তখন দেখো কাপড় ফেলে পালাতে হবে। এখনই অহঙ্কারে কারো সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না, তখন ত' হাতে মাথা কাট্‌বে। যাক্ গে, কা'ল দাদার কাছারী বন্ধ না? দাদা আমায় রেখে আসুন।

"ওরে সর, সরী ও পোড়ারমুখী, কোথা তুই?"

সরলা। এই যে দাদা ঘরে, এস না।

পুলিনবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পত্র পড়্‌লি?" সরলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পড়িয়াছে।

পুলিন। এখন কি ক'র্‌বি ঠাওরেছিস্?

কমল। ঠাকুরঝি কা'ল যাবে ব'ল্‌ছে কিন্তু আমার কথা যদি শোন,

তা হ'লে, যতদিন তারা কেউ এসে না নিয়ে যায়, ততদিন যাওয়া উচিত নয় ?

পুলিন। তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি মত দিলে। যদি আমার মত নেওয়া হয়, আমি বলি যাওয়াই উচিত।

কমল। আমি হ'লে যেতাম না।

পুলিন। তাই বলি, ঘটে একটুও নেই। সে যখন লিখেছে, আপনার গোঁয়ে গেছে, আপনি না এলে কেও আন্‌তে যাবে না, তখন যাওয়াই বুদ্ধিমানের কায।

কমল। আপনি সেধে গেলে, আমাদের অপমান হবে না ?

পুলিন। সাধে কি বলি, বোকা। কার কাছে অপমান হবে ? যার মানে মান, তার কাছে আবার মানাপমান কি ? তুই যা সরি ! আমার খুব মত আছে। আমি তোকে রেখে আস্‌ব।

কমল। যেমন বোন্‌, তেমনি ভাই !

পুলিন। তুমি যখন রাগ ক'রে যাবে, তখন কেও আন্‌তে না গেলে খবরদার এস না।

কমল। আমার ব'য়ে গেছে যেতে। আমি যাবও না, কাওকে আন্‌তে যেতেও হবে না।

সরলা। তুমি বৌ-দি বেশ ঠাওরেছ। ছুঁপাড়া 'রাগই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। যাই মাকে বলিগে, কা'ল আমি যাব। কতকগুলো গাল মন্দ খাইগে। সত্যি ব'ল্‌ছি দাদা ! ঐ আবাগীর বাক্যযন্ত্রণায় আরো পালাই পালাই ডাক ছাড়্‌ছি।

পুলিন। মার স্বভাবই ঐ, কি ক'র্‌বি বল্‌ ? চল্‌, আমি তোর সঙ্গে মার কাছে যাই, তোর হ'য়ে ওকালতী ক'র্‌তে হ'বে ত ? মকোদ্দমা জিত হ'লে, কি দিতে হবে কিন্তু।

সরলা। তা দেব। বৌ-দি তুমিও ভাই, চল, আমার লাঞ্ছনাটা দেখ্‌বে।

সকলে হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তা একখানি চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন ও গিন্নী খোকার সঙ্গে পুতুল খেলিতেছিলেন। সকলকে একসঙ্গে আসিতে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কি যুক্তি ক'রে সকলে এক সঙ্গে আসা হ'য়েছে ?"

কর্ত্তা। তোমার কি ভয় ক'র্‌ছে ?

গিন্নী। ভয় আবার কাকে ক'র্ত্তে যাব ? যার খাই তাকেই বড় ডরাই, তা ওরা ত পেটের ছেলে !

কর্ত্তা। তবে ব'ল্‌লে কেন যুক্তি ক'রে এসেছে ?

গিন্নী। খুব ক'রেছি, তুমি চুপ ক'রে থাক। কিরে পু ? তিনি পুলিনকে আদর করিয়া পু বলিতেন। পুলিনবাবু আদরের নামটিতে আহ্বান শুনিয়া, সাহস পাইলেন ও বলিলেন, "তোমার কৃষ্ণচন্দ্রের স্কুল পড়েছে।" গিন্নী আহ্লাদে গদগদ হইয়া সহর্ষে বলিলেন, "বাবা আমার আস্‌বে ? কবে রে ?"

পুলিন। আস্‌বে বলে পত্র দিয়েছে, আর সরির গুণের কথা লিখেছে।

গিন্নী। আমি জানি ও প্রেমসুরমুখী তাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছে, তাই দূর ক'রে দিয়েছে

পুলিন। না মা ! ওরা দূর ক'রে দেয় নি, উনিই ঝগড়া ক'রে, মান দেখিয়ে চলে এসেছেন, কেউ কিছুই বলে নি।

সরলা চুপিচুপি বলিল, "দাদা ! তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আর ধুনোর গন্ধ দিও না।

গিন্নী। তাই ত' বলি, সে আমার তেমন ছেলে নয়, ঐ আবাগী ঝাড়িয়েছে।

পুলিনবাবু উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বলিলেন, "সরি কা'ল যেতে চাচ্ছে।"

গিন্নি। কৃষ্ণ কি কা'ল এসে নিয়ে যাবে?

পুলিন। না, তারা কেও আস্‌বে না, আমি রেখে আস্‌ব।

গিন্নী। আমি পাঠাব না। তারা এসে না নিয়ে গেলে কখন যাওয়া হবে না।

কর্ত্তা এতক্ষণ নীরবে বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছিলেন, গৃহিণীর রাগ দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "যেমন দেহখানি তেমনি বুদ্ধিটি। পুলিন! যাও তুমি রেখে এস।" গৃহিণী একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খবরদার! খুনোখুনি হ'বে সরিকে যদি কেও রাখ্‌তে যায়।" সরলা বিনম্র-বচনে মাতার হাত ধরিয়া বলিল, "মা! তুমি বুঝ্‌ছ না, দোষ আমার, তাঁদের কোন অপরাধই নেই, আমিই বরং দশ কথা ব'লে চ'লে এসেছি, আমার ঘাট মেনে যাওয়া উচিৎ।"

গিন্নী। আমি বুঝি না। তুই কা'ল্‌কের মেয়ে, আমার চেয়ে বেশী বুঝিস্‌ না? যাওয়া হবে না।

কর্ত্তা। সরলা যখন ঘাট মেনে নিজে যেতে চাচ্ছে, তুমি বাধা দিও না।

গিন্নী। তুমি চুপ্‌ ক'রে থাক, ব'লেছি, তোমার কর্ত্তাত্বী ক'র্‌তে হ'বে না। আমার মেয়ে আমি পাঠাব না।

খোকা এতক্ষণ স্থির হইয়া পুতুল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, গিন্নির চীৎকারে তাহার খেলা বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, সে গিন্নির কাপড় টানিয়া বলিল, "ঠামা চুপ, এটু বয় ডুটু, চুপ, দাহ্‌ মাঃ মাঃ।" গিন্নী

তাকে সরাইয়া দিয়া জোর করিয়া বলিলেন, "দেখি কার ক্ষেমতা হয়, ওকে পাঠায়।"

কর্ত্তা। গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচালে কি আমি ভয় খাব? আমার মেয়েকে আমার ছেলে রেখে আস্‌বে, তার অন্যথা হবে না। কা'ল দিন ভাল, মা! তুমি সব গুছিয়ে রাখগে। পুলিনের যদি সাহস না হয়, আমি তোমায় রেখে আস্‌ব।

গিন্নীর এত রাগ হইয়াছিল যে আর কথা বাহির হইল না, হাঁফাইতে হাঁফাইতে বসিয়া পড়িলেন। শেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত কলহ করিতে লাগিলেন কিন্তু কর্ত্তা একেবারে মূকের মত বসিয়া একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলেন। খোকা পিতামহীকে কাঁদিতে দেখিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। কমল তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, বাহির হইয়া গেল। সরলা ও পুলিন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলে, পুলিন বলিল, "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। এইবার বাবার পালা ; সরি তুই রেডি (Ready) হ'য়ে থাকিস্‌, ভোরেই বেরিয়ে পড়া যাবে কেমন?"

সরলা বলিল, "তা কি হয় দাদা? সকালে যাব, মা বাবাকে না ব'লে যাওয়া কি চলে? তাঁদের ব'লে ক'য়ে যেতেই হ'বে। তুমি দেখ, আজ রাত্তিরেই মা'র মত ফিরে যাবে।"

"আচ্ছা তাই হ'বে, ভাতটা খেয়ে যাওয়া যাবে," বলিয়া পুলিন বাবু বেড়াইতে বাহির হইলেন। সরলাও আনন্দিত মনে নিজের বাক্স সাজাইতে মন দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নায়েব ধরণীধর দত্ত মহাশয় বিমর্ষবদনে দাবায় বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছেন, গৃহিনী গাভী-দোহন করাইয়া মস্ত এক ঘটী দুগ্ধ আনিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে দেখাইয়া, বলিলেন, "দেখ! আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু দুধ বেশী হ'য়েছে।"

নায়েব মহাশয় দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বেশ।"

নায়েবগৃহিনী এই ছোট্ট কথাটীতে সন্তুষ্ট না হইয়া খানিকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন ও বলিলেন, "আজ তুমি মনমরা হ'য়ে রয়েছ কেন গা?"

নায়েব মহাশয় পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সব মাটী হ'য়ে গেল, কোথায় আশা ক'রেছিলাম বিজয়ের কাছ্ থেকে বাগানটা বক্সিস্ পাব কিন্তু বাবু সেবিষয়ে ছাই দিলেন।"

গৃহিনী তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি হ'য়েছে?"

নায়েব। পড়্‌ল না। প্রভার সঙ্গে বে না হ'লে ত আর বাগানখানা পাব না?

গৃহিনী। বাবু কি বিজয়ের সঙ্গে বে না ওয়াহ স্থির ক'রেছেন?

নায়েব। স্থির অনেক দিন ক'রেছেন, কাল্ নারাণের পাত্র দেখ্‌তে যাবেন, যদি পছন্দ হয় একেবারেই আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বেন। মা কালীর ইচ্ছেয় পছন্দ না হয়। আর ছাই, পছন্দ না হবার কারণ নেই, ছেলেটি দেখ্‌তে যেন ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক, আবার লেখা পড়াতেও বি, এ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহিণী। নাই বা বাগান পেলে, তাতে কি হ'য়ে গেল? তুমি অমন মনমরা হ'য়ে থাক্‌তে পাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।

নায়েব। সাধে কি থাকি রে পাগলী? আপনা আপনি মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে যায়। বড় আশা ক'রেছিলাম, গিন্নী!

গৃহিণী। তুমিও কি বাবুর সঙ্গে যাবে না কি?

নায়েব। যেতে হবে বৈকি, আমিই যে ঘটক।

গৃহিণী। তুমিই যখন ঘটকালী ক'রে সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ, তখন দুঃখ ক'র্‌লে আর কি হ'বে?

নায়েব। ইচ্ছে ক'রে কি আর ঘটকালী ক'রেছিলাম, পেয়াদায় করিয়েছে যে।

গৃহিণী। বিজয়দের বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে, আর ব'লে গেছে কা'ল সকালেই যেতে হবে।

নায়েব। জানি, আমাকেও ব'লে দিয়েছে। তাই যেও, ছেলেদের জন্যে কিছু খাবার ক'রে রেখে যেও।

গৃহিণী। আজ রাত্তিরে খানকতক পরেটা ক'রে রাখ্‌ব, সকালে তোমরা খেও।

নায়েব। [illegible] তোমার সঙ্গে যাবে, না ঘরে থাক্‌বে?

গৃহিণী। ও আবার [illegible] থাক্‌বে, নেমন্তন্নর নাম শুনেই নাচ্‌ছে।

নায়েব। কেবল [illegible]? সকালে তার স্কুলের ভাত চাই ত?

গৃহিণী। ত [illegible]।

নায়েব। এই যে বাবু আসছেন। কোথায় ছিলি রে? তুই স্কুলে ভাল পড়া ব'ল্‌তে পারিস্ না কেন?

ক্যাব্‌লা। কে তোমার কাছে ব'লেছে, আমি পড়া ব'ল্‌তে পারি না, বাবা!

নায়েব। কেরি মাষ্টার।

ক্যাব্‌লা। তা হোক্‌ ? আমি কেবল অঙ্ক ভাল পারি না, আর সব সকলের চেয়ে ভাল পারি।

নায়েব। কেন অঙ্ক পারিস্‌ না ?

ক্যাব্‌লা। আমায় কে কসিয়ে দেয় ?

নায়েব। পরশু থেকে জগদীশ মাষ্টার তোকে পড়াতে আস্‌বে, কোথাও বেরুস্‌ না।

ক্যাব্‌লা পিতার কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে হাত-তালি দিয়া বলিল, "সত্যি বাবা, বেশ হ'বে, আমি তা'হলে ক্লাসে রোজ ফাষ্ট থাকব।"

নায়েব মহাশয়ের পুত্রটী নাদুস নুদুস, দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়। বয়স তের বৎসর, পিতার মতই চালাক চতুর, তাহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে তাহার খুব প্রতিপত্তি, মারামারিতে কেহ তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। জিমনাস্‌টিকে সে সকলের চেয়ে ভাল। তাহার সমবয়সীরা যে কার্য্য করিতে ভয় পায়, ক্যাব্‌লা অনায়াসে তাহা করিয়া ফেলে। লেখাপড়াতেও মন্দ নয়, মেধাবী ও মনযোগী। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তাহার পিতার ইচ্ছা, সে হাকিম হয়। নায়েব মহাশয় আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতে খাইতে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'ল কি তোদের ছুটি ?"

ক্যাব্‌লা বলিল, "শুধু কা'ল নয় বাবা, পরশুও ছুটি।"

"আমাদের মিত্তির বাড়ী নেমন্তন্ন হয়েছে জান্‌লি ?" নায়েব মহাশয় তাহাকে রাগাইবার জন্য বলিলেন, "সে ত নয় নাক ? তোর কিছু হয়নি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বুধুরলা নাচিতে নাচিতে হাঁসিয়া বলিল, "ইস্, আমার সকলের আগে হ'য়েছে। বিজয় বাবু নিজে আমায় ব'লেছেন।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, যা প'ড়্তে ব'সগে।"

কাবলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি মাদুর পাতিয়া, প্রদীপটী নিকটে রাখিয়া পড়িতে বসিল। নায়েব মহাশয় তামাক খাইয়া, একগাছি মোটা লাঠি হস্তে বাহির হইতেছেন, এমন সময় গৃহিণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছ?"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "বেশী দূর নয়, এখনি ফিরব।"

গৃহিণী চক্ষু ঘুরাইয়া মৃদুহাস্যসহকারে বলিলেন, "যদি বেশী রাত ক'র, আজ দোর খুলে দেব না, তখন মজা টের পাবে।"

"না গো না, বেশী রাত হবে না" বলিয়া, লাঠি গাছটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"হ্যাঁ ভাই ছোট বৌ, তুমি আমাদের উপর রাগ ক'রেছ কেন? আমরা তোমায় কখন কি কিছু ব'লেছি, না অযত্ন ক'রেছি?"

"তোমাদের উপর রাগ ক'র্‌ব কেন দিদি?"

"তবে ভাই! তুমি ঠাকরপোকে ব'লেছ ওবাড়ীতে যাব না।"

"তা কেন ব'ল্‌ব, তিনি তা হ'লে আমার কথা বুঝ্‌তে না পেরে, যা মনে এল ব'লে দিলেন।"

"ছিঃ ভাই! আমি তোমায় আমার ছোটবোনের মত দেখি, তার চেয়েও বোধ হয় বেশী ভালবাসি। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শিখেছ, আমাদের মত মুখ্যু নও, দুটী ব'নে মিলে মিশে সংসার ক'র্‌ব, দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাব, হেসে খেলে বেড়াব,—তাই ভাল, না দ্বেষাদ্বেষি, রেষা রেষি, মুখ ভার ভাল? আমার ভাই! ওসব ভাল লাগে না। তুমি সেখান থেকে বরাবর কলিকেতায় চ'লে গেলে শুনে, আমার ভাই! এমন দুঃখ হ'ল যে তোমায় ব'লে কি জানাব।"

"থাক্‌ ও সব কথা ছেড়ে দাও দিদি! [illegible] কোথায়?"

"মা কোথায় বেড়াতে নিয়ে গেছেন, ঠাকুর-পোর আস্‌বার সময় হ'য়ে গেছে, এখন এলেন না কেন?" [illegible] কথা শেষ হইতে না হইতেই ভস্‌ ভস্‌ শব্দ করিতে করিতে মটর গাড়ীর আওয়াজ পাওয়ামাত্র, "ঐ ঠাকুরপো এসেছেন, চায়ের জল চড়িয়ে দিগে, তুমি কাপড় চোপড় ছাড়" বলিয়া, বড়বৌ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। পাঠক মহাশয়

ইঁহাদিগকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন? [illegible] পিত্রালয় হইতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত এই মাত্র আসিয়াছেন।

মটরের শব্দ পাইয়া হরিপদ ও পুলিন বাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ বাবু মটর হইতে নামিবামাত্র পুলিন বাবু সহাস্যে বলিলেন, "গুড্ মর্নিং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভাল আছত'? আমি তোমায় এখানে Expect ক'রেছিলাম।" কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন ও দালানে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "গুড্ মর্নিং মাইডিয়ার, I am really happy to see you (আমি তোমায় দেখে সুখী হ'য়েছি) কতক্ষণ এসেছ?"

পুলিন। জোর আধ ঘণ্টা।

কৃষ্ণ। চা টা খাওয়া হ'য়েছে?

পুলিন। ওঃ ইয়েস্ twice (দুইবার), দাদা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি।

সকলে গৃহমধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। পুলিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাযকর্ম্ম কেমন চ'ল্‌ছে?

কৃষ্ণ। ম[illegible] গভর্ণমেণ্টের এপ্‌য়েণ্টমেণ্ট appointment পাওয়ার পর থেকে [illegible]সার [illegible]ছি। তোমার কেমন?

পুলিন। যথা [illegible] তথা পরং। হাইকোর্টে পসার হওয়া ভাগ্যের দরকার।

কৃষ্ণ। যা[illegible] সুবিধে [illegible] বোঝ, আমি বলি, এদিকে এলে হয় না?

পুলিন। আমি[illegible] তাই ভাব্‌ছি, দেখি বাবা কি বলেন।

কৃষ্ণ। তবেই [illegible]র আসা হ'য়েছে, বাবা যদিও মত করেন, মা কিছুতেই আস্‌তে দেবেন না।

পুলিন। বাঁরই ঐ কথা, বলেন, "এর পর আমার সংসারে যাব, বাইরে গিয়ে কি হবে?"

হরি। হ্যাঁরে! তুই জল টল খেয়ে এসেছিস্?

কৃষ্ণ। না দাদা, ভোরেই বেরিয়েছি, খাবার সময় হয়নি।

হরি। আমি বাড়ীর ভিতর ব'লে আসি।

"আচ্ছা, এইটে বৌ-দিকে দিও।" বলিয়া কৃষ্ণ একটা কাগজের বাণ্ডিল হরিবাবুর হাতে দিলেন।

হরিবাবু গ্রহণ করিয়া "এতে কি আছে?" বলিয়া, অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কৃষ্ণ। খোকার একটা গরম স্যুট আর অলেষ্টার।

পুলিন। তোমার রাগের কারণ কি মহারাজ?

কৃষ্ণ। সমস্তই তোমায় খুলে লিখেছিলাম ত', কেবল দু-একটা বাদ দিয়েছি, সে গুলো চিঠিতে লেখা ভাল নয় ব'লেই লিখিনি। তোমার ভগ্নী বলে কি জান? "তিনি মাথা ফাটাইয়েছেন, তার শাস্তি তিনি পাবেন, তোমার যাওয়া হবে না, গেলেই ত কতক-গুলো টাকার শ্রাদ্ধ হ'বে, কাছারি কামাই হ'বে।" শুধু কি তাই আবার বলে, "আমি তাদের সঙ্গে ঘর করতে পারব না, তোমার ভাজের নথনাড়া দেখ্‌তে পারব না, বুড়ীর দিন টেক্-ট্যাকানী সইতে পারব না, আমি ক'লকেতায় যাব।" বল দেখি ভাই! দাদা, বৌদি, মা—এসব কথা শুন্‌লে কত কষ্ট পেতেন। বৌদির আমার সাত চড়ে রা নেই, মারও তাই, তিনি সংসারের কিছুতেই নেই, একবেলা চারটি আলোচালের হবিষ্যি করেন, আর ব'সে ব'সে হরিনাম করেন। ওর ইচ্ছে যে আমি সকল ছেড়ে ভিন্ন হ'য়ে থাকি — তা আমি পারব না, বাবা মায়া যাওয়ার পর, ঐ দাদা মাথায়

মোট ক'রে, আজি না হয় দাদা দু-পয়সা রোজগার ক'র্‌ছেন, তখন চালের আড়তে কয়ালির কায ক'র্‌তেন, আপনি পরের বাসায় থেকে পেটে না খেয়ে, আমায় মানুষ ক'রেছেন। তাই এড়কেশন দিয়েছেন, তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে ভিন্ন হ'য়ে থাক্‌লে যে আমার নরকেও স্থান হ'বে না, তা ছাড়া মার নিশ্বাসে আমার কি ভাল হ'বে ভাই! বল, হয় কি না? আর তোরই বা বুদ্ধি শুদ্ধি কোথায় গেল, লেখাপড়া শিখে যদি লোকের এই রকম বুদ্ধি হয়, তা হ'লে তোর সঙ্গে ঘর করা যে দায় হবে

পুলিন। বটে! এত ভিরকুট্টি! ভাই ব'ললি, সে যখন এত রাগ ক'রেছে, তখন এর ভিতর কিছু আছেই আছে, সেই জন্যেই ত' আমি ওকে সঙ্গে ক'রে এলাম।

কৃষ্ণ। সেও এসেছে না কি?

পুলিন। তারি জেদে আসা হ'ল, নইলে মা ব'লেছিলেন, তুমি আন্‌তে না গেলে, পাঠাবেন না।

কৃষ্ণ। আমি ওকে যাবার সময় ব'লে দিয়েছিলাম, যদি তোমার কখন আস্‌বার [illegible], বরাবর বাড়ীতে যেও, আমার কাছে থাকা হবে না।

পুলিন। ওঃ [illegible] খানে এল, আমি তা বুঝ্‌তে পারিনি!

কৃষ্ণ। যাক ও সব কথা ছেড়ে দাও। তোমার ছেলেকে যদি আনতে, বড় ভাল হ'ত।

পুলিন। [illegible] বাবা তাকে কি একদণ্ড কাছছাড়া করেন?

কৃষ্ণ। [illegible] কেমন আছেন?

পুলিন। ভাল [illegible] আছে, সে তোমার বিপক্ষ, কেবল বাবাতে আমাতে [illegible] সবীকে [illegible], আমাদের খুব গালাগালি মন্দ ক'র্‌লেন, কিন্তু

আসবার সময় আর সে মানুষ নন, ব'লে দিলেন পৌষ মাসের বন্ধে তোমায় ক'ল্‌কেতায় যেতেই হ'বে।

কৃষ্ণ। এস উপরে যাই, একটু চা খাইগে। উভয়ে উপরে গেলেন। কৃষ্ণবাবু নিজের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সরলা গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণবাবু "থাক্, থাক্", বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া দেখিলেন, যে আয়ত লোচনদ্বয় জলে ভাসিতেছে। সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটি চুম্বন করিয়া চিবুক ধারণ করিয়া, "সর! তুমি এখানে আপনি আসায়, আমি যে কত সুখী হ'য়েছি তা' ব'লে জানাবার নয়, এর জন্যে তোমায় পুরস্কার দেব" বলিয়া, পুনরায় চুম্বন করিয়া পকেট হইতে একছড়া স্বর্ণের বেলকুঁড়ি বাহির করিয়া গলায় পরাইয়া দিতেছেন, এমন সময় সরসী একখানি ট্রে করিয়া খাবার ও চা লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, সরলা তাহাকে দেখিয়া স্বামীর আলিঙ্গন ছাড়াইয়া লজ্জাবনত মুখে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সরসী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল, "তোমাদের মিট্‌মাট্ দেখে ভাই। বড় সুখী হ'লুম। নাও এস খাবার খাও, না খিদে নেই?"

কৃষ্ণ। খিদে খুব আছে। জানত' বৌদিদি দাম্পত্য-কলহ এই রকমেই মিটে।

"খুব জানি" বলিয়া, সরসী চায়ের ট্রেটি আগাইয়া দিল। কৃষ্ণবাবু চা খাইতে বসিবার পূর্ব্বে, আর একছড়া ঠিক ঐ সকল সেইরূপ, বেলকুঁড়ি তাঁহার পশ্চিমদিক হইতে গলায় পরাইয়া দিলেন; সরসী চমকিত হইয়া গলা হইতে বেলকুঁড়িটি নামাইয়া দেখিয়া বলিল, "ভাই, ছোট-বোয়ের কই?" ইত্যবসরে উভয়ে খুব হাসিতেছিলেন, সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমিও একছড়া পেয়েছি দিদি।"

কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা খোকাকে, তাঁহার আনিত গরম স্যুটটি পরাইয়া

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, সরলা ও সরসী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি, "রাজরাণী হও, পাকা মাথায় সিঁদুর পর, চির এয়োস্ত্রী হও", ইত্যাদি বলিয়া, তাহাদের মস্তকে হস্তার্পন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও ছোট-বৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এলে মা ?" ছোট-বৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই কতক্ষণ মা !" বৃদ্ধা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "রাগ ক'রে আপনার ঘর ছেড়ে কি যেতে আছে মা ? তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল ?" কৃষ্ণবাবুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হাঁরে গবা। বৌমাকে তুই সঙ্গে ক'রে এনেছিস্ ?" কৃষ্ণচন্দ্র তখন মুখে একখণ্ড লুচি পুরিয়াছিলেন, চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "ওর দাদার সঙ্গে এসেছে।" বৃদ্ধা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ সে কোথায় গেল ?"

কৃষ্ণ। বোধ হয় দাদার ঘরে আছেন। ডাক্‌ব ?

বৃদ্ধা। না আমিই যাচ্ছি। এস দাদা ! আমরা মামা বাবুর কাছে যাই।

খোকা তখন কাকা বাবুর সহিত খাবার খাইতে গিয়াছিল, বলিল "না দাদ মা, তুই দা।" সরসী শশ্রূঠাকুরাণীকে বেলকুঁড়িটি দেখাইয়া বলিল, "দেখ মা ! ঠাকুরপো আমায় কেমন সুন্দর বেলকুঁড়ি দিয়েছেন।" বৃদ্ধা তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে, "জন্ম জন্ম পর মা !" বলিয়া, তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া কৃষ্ণবাবুকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "গবা ! তুই কি চিরকালটা হাঁদা থাক্‌লি ? ছোট-বৌমার জন্য আনিস্ নি ?" সরলা তৎক্ষণাৎ নিজের হার ছড়াটি উন্মোচন করিয়া তাঁহার হাতে দিল। বৃদ্ধা দেখিয়া তাহাকে প্রত্যার্পন করিয়া বলিল, "বেশ জন্ম জন্ম পর মা ! তাইত' বলি, আমার গবা কি তেমনই বোকা এখনও আছে ?"

কৃষ্ণচন্দ্র এক চুমুক চা খাইয়া বলিলেন, “মা! তোমার গবা যদি চা থাক্‌ত', তা' হ'লে কি মটর চড়ে বেড়াতে পার্‌ত'।”

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক'ভরি ক'রে সোণা দিয়েছ” কৃষ্ণচন্দ্র!

“বার ভরি ক'রে আছে মা, প্রায় ছশো টাকা জুটোর দাম প'ড়েছে

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিজয়দের বাড়ীর ফটকের দুয়ারে দুটী আম্রপল্লব মাথায় করিয়া দুটী গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী বসিয়া আছে, তার পাশে দুটী আস্ত কলাগাছ ফটকের থামের সঙ্গে বাঁধা। ভিতরে পূজার দালানের নীচে সিঁড়ির পাশে অল্প গর্ত্ত খুঁড়ে দুটী আম্রশাখা যুক্ত কলসী ও কলাগাছ বসান হ'য়েছে। ছাদের কার্ণিসের নীচে দড়িতে আমপাতা গেঁথে এমুড় থেকে ওমুড় পর্য্যন্ত তিন থাক ক'রে ঝুলান। ঠাকুর-দালানে একখানি আলপনা দেওয়া চৌকির উপর প্রতিমা। প্রতিমার মাথার উপর সাচ্চা কায করা চাঁদোয়া, চাঁদোয়ার ঝালর মুক্তা দিয়া প্রস্তুত। চাঁদোয়ার নীচে ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গান। সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটী সুদৃশ্য সামিয়ানা খাটান, খুঁটীগুলি রেশমী কাপড়ে মোড়া। উঠানের মাঝখানে ছাগ-বংশের উদ্ধার কামনায় প্রকাণ্ড হাড়কাঠ পোঁতা। ব্রাহ্মণেরা কোমরে গামছা বেঁধে ভিতর থেকে নৈবিদ্য এনে সাজিয়ে রাখ্ছেন; কেহবা ঘটী ঘটী গঙ্গাজল— উঠানে, দালানে ও কেহ যদি সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহার পায়ে পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ ছড়াইয়া দিয়া অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্রতা বজায় করিতেছেন। ঠাকুর-দালানের এক পার্শ্বে পাড়ার ও অন্য পাড়ার হিতৈষী বৃদ্ধেরা এক একটী হুঁকা দখল ক'রে, ক'ল্কের উপর ক'ল্কে চড়িয়ে তামাক দগ্ধ করিতেছেন ও মুরুব্বিয়ানা ক'রে চেঁচিয়ে কাযে অগ্রে সম্মুখে যাকে দেখ্ছেন, তাকেই একটা একটা ফরমাস্ করিতেছেন। 'আটটার সময় গামছা কাঁধে বেদান্ত-

বাগীশ মহাশয় আসিয়া দেখা দিলেন। বৃদ্ধদের মধ্যে একটা কলরব প'ড়ে গেল, কেহবা "ও বেদান্ত-বাগীশ! এস হে!" কেহবা "দাদা! তামাকটা খেয়ে হাত পা ধুয়ে ব'স," ব'লে আত্মীয়তা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় উবু হ'য়ে বসে একটী নূতন হুঁকা নিয়ে তামাক খেতে খেতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "বিজয় কৈ? এ দিকের সব প্রস্তুত দেখ্‌ছি যে।" একটী বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন?" বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় খুব জোরে জোরে গোটা কতক টান দিয়া, একটী শুখটান টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া "মা কৈ গো!" বলিয়া, একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

বিজয়ের মা "বাবা এসেছ?" বলিয়া, একখানি নূতন গরদের জোড় তাঁহার হাতে দিয়া প্রণাম করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় গরদের কাপড়খানি প'র্‌তে প'র্‌তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! বিজয়কে দেখ্‌ছি না কেন?"

বিজয়ের মাতা বলিলেন, "এইখানে কোথায় বাজে কাযে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আপনি আর দেরি ক'র্‌বেন না, বেলা হ'য়েছে।"

"আপনিও আসুন!" বলিয়া, পুরোহিত মহাশয় ব্যস্ততার সহিত বাহিরে গেলেন।

পশুপতি বাবুর স্ত্রী, তাঁহার কন্যা প্রভাস-নলিনীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভার পরিধানে আসমানী রঙ্গের বেনারসী, এমন সুন্দর কায করা, যত দেখা যায় কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই রঙ্গের সাচ্চা কায করা একটী ভিক্টোরিয়া জ্যাকেট গায়ে। গলায় হীরার নেক্‌লেস্ ও মুক্তার মালা, হাতে ফারক্কোর তাগা ও চারি গাছি করিয়া হীরা ও পাথর বসান চুড়ী, কাণে হীরার

দুল ও নাসিকাগ্রে একটী বড় গজমুক্তার নোলক ; ইহা ব্যতীত অন্য অলঙ্কার নাই ; ইহাতেই প্রভার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রভার মাতার পরিধানে নীল রঙ্গের বেনারসী, গায়ে সিল্কের জ্যাকেট, গলায় মুক্তার মালা, হাতে হীরার চুড়ী, নাকে নথ। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বিজয়ের মাতা তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া প্রভাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে বুঝি সময় হ'ল ?" প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠাই-মা! সরো আসেনি ?"

"ঐ ঘরে" বলিয়া বিজয়ের মাতা আঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন, প্রভা গজেন্দ্রগমনে সেই দিকে গেল।

প্রভার মা বলিলেন, "দিদি! আজ তোমাদের এখানে, প্রভার মনৃতর হবে।"

বিজয়ের মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমাদের বাড়ী ?"

প্রভা মা। হ্যাঁ দিদি! একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনিই ওকে জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের সম্মুখে মনৃতর দেবেন।

বি, মা। কোথা থেকে এসেছেন ?

প্র, মা। বদরিকাশ্রমের আরো দূর থেকে ?

বি, মা। তিনি ওকে মনৃতর দেবেন কেন ?

প্র, মা। তা জানি না ভাই! তাঁর ইচ্ছে হ'য়েছে, ওকে শিষ্য ক'র্‌বেন। আর একটা কথা তিনি ব'লেছেন, দেখি সত্যি হয় কিনা।

বি, মা। আর কি ব'লেছেন, শুনতে পাই না ?

প্র, মা। বিজয়ের সঙ্গে প্রভার এই মাসে বে হ'বে। কি ক'রে যে হ'বে, আমি তাই বুঝতেই পার্‌ছি না। তাঁর ধনুকভাঙ্গা পণ

বিজয়ের হাতে দেবেন না, তাই সকালেই নারাণপুরে দত্তদের বাড়ী পাত্র দেখ্‌তে গেছেন।

বি, মা। সাধু সন্ন্যাসীদের কথা মিথ্যে হয় না বোন্‌! আর আমাদের, এত সাধে কি বাদ প'ড়্‌তে পারে? আজ ভাই! আমি তোমাকে আমার প্রাণের কথা খুলে বলি, যেমন ক'রে পারি প্রভাকে আমার বৌ ক'র্‌ব। তোমার ত' অমত নেই?

প্র, মা। আমার অমত! এমন কথা দিদি! মুখে এন না। এর জন্যে কতদিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে, এমন কি একদিন তাঁর সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কইনি।

বি, মা। তা জানি। তুমি ভাই! এদিকের দেখ শোন, আমি সঙ্কল্পটা সেরে আসি। পুরুত-ঠাকুর অনেকক্ষণ ডেকে গেছেন।

বিজয়ের মাতা, বাহিরে যাইবার পথে নায়েব-গৃহিণীর সহিত সাক্ষাত হইলে, তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, "এস মা! ভিতরে এস, ভিতরে যাও, আমি আস্‌ছি" বলিয়া, বাহিরে গিয়া দেখেন, যে পুরোহিতের দক্ষিণে প্রতিমার সম্মুখে কৌপীনপরা একটী বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র, সন্ন্যাসী-ঠাকুর চক্ষু খুলিয়া "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক" বলিয়া, পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

পুরোহিত মহাশয় "এস মা!" বলিয়া, হাতে কুশাঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া মন্ত্র বলাইতে লাগিলেন। ধূপ ধূণা ও ফুলের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত, যেন কৈলাশ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ বিজয়ের মাতাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ইনিই বুঝি এ বাড়ীর গৃহিণী? অতি সুলক্ষণা! দয়াময়ী! মা! দরিদ্রদের উপর দয়া রেখ।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূজা শেষ হইবামাত্র বিজয়ের মাতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে পূজায় মনঃসংযোগ করিলেন।

প্রথম পূজা শেষ হ'য়ে দ্বিতীয় পূজা আরম্ভ হইবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জমীদার-গৃহিণীকে বলিলেন "মা! তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দাও, সময় হ'য়েছে।" গৃহিণী একজন দাসীকে প্রভাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। বিজয় গরদের কাপড় পরিয়া সেই স্থানে আসিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী বিজয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভা দাসীর সহিত তথায় আসিয়া, "মা! আমায় ডাকৃছ"? বলিয়া, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল।

জমীদার-গৃহিণী বলিলেন, "তুমি বাবার সঙ্গে বাইরে যাও, সময় হ'য়েছে।"

সন্ন্যাসী বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া জমীদার-গৃহিণীকে বলিলেন,— "মা! এইত, আমার বাবা; তোমরা মিছে জগতময় খুঁজে বেড়াচ্ছ।"

প্রভা অবনত মস্তকে আঁচলে বাঁধা চাবির থোল লইয়া খেলা করিতে লাগিল। জমীদার-গৃহিণী একটী ছোট্ট-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা ওকে মেয়ে দিতে ইচ্ছুক নন।"

"না দিলে চ'লবে কেন? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, তাঁর খণ্ডন ক'রবার ক্ষমতা আছে কি? আরও দেখ্‌ছি প্রভা বাগ্‌দত্তা কন্যা; অন্যস্থানে বে দিলে ওকে দ্বিচারিণী করা হ'বে, অন্যপাত্রে বিবাহ হ'তেই পারে না। এস মা! সময় উত্তীর্ণ হয়।" বলিয়া, সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলেন, প্রভা তাঁহার অনুগমন করিল।

প্রভা বাহিরে আসিলে সমস্ত লোকের চক্ষু তাহার উপর পড়িল, সে

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী তাহাকে আসনে উপবেশন করিতে বলিয়া, নিজে তাহার পার্শ্বে বসিলেন। কিছু পূর্ব্বে পশুপতি বাবু আসিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। ভিন্ন গ্রামস্থ এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রভাকে কখন দেখেন নাই, তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে প্রভার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনিও কখন প্রভাকে দেখেন নাই, কাযেই তাঁহার সেই গ্রামবাসী আত্মীয়ের নিকট অবগত হইলেন, যে মেয়েটী এই গ্রামের জমীদারের কন্যা। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বড় মেয়ের বিবাহ না দিবার কারণ কি ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "যার মেয়ে, তিনিই জানেন।"

১ম। সমাজ কিছু বলে না ?

২য়। দরিদ্রের কন্যা হ'লে, সমাজ তাকে পীড়াপীড়ি করিতেন বা জাতিচ্যুত করিতেন, কিন্তু এখানে চালাকী ক'র্‌তে গেলে, সমাজের মাথা থাক্‌বে না।

১ম। এই জন্যই আমাদের এতদূর অবনতি।

পশুপতি বাবু তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন শুনিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে তথা হইতে উঠিয়া, যেখানে প্রভা দীক্ষিতা হইতেছিল, সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাসী দক্ষিণা চাহিলে, প্রভা "মার কাছ থেকে নিয়ে আসি" বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। পশুবাবু তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিলে, প্রভা সন্ন্যাসীর হাতে টাকা কয়টি দিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছে, সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "ব'স মা ! ব'সে দক্ষিণা উৎসর্গ ক'রে দাও।" প্রভা আসনে পুনঃ উপবেশন করিয়া মন্ত্রকয়টা

ব'লে, একেবারে অন্তঃপুরে মাতার নিকট উপস্থিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হ'য়ে গেল ?" প্রভা ঘাড় নাড়িল।

জমীদার-গৃহিণী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বড্ড ঘেমে গিছিস্ যে, সরোর ঘরে গিয়ে জামাটা খুলে ফেল্‌গে।"

প্রভা সরোজিনীর ঘরে গিয়া দেখিল, সে তাহার সমবয়স্ক একটী স্ত্রীলোকের সহিত গল্প করিতেছে, প্রভাকে দেখিয়া, "হ'য়ে গেছে ? আয় এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে দি, ইনি তোদের পাড়ার কৃষ্ণ-বাবুর অর্দ্ধাঙ্গিনী, নাম সরলাবালা দেবী। ভাই সরলা! তুমি একে চেননা তবে নাম শুনেছ—শ্রীমতী প্রভাস-নলিনী দাসী, আমার বাল্য-বন্ধু ও ভাবী-ভ্রাতৃজায়া।"

প্রভা তাহাকে কিল দেখাইয়া, জামা খুলিতে খুলিতে জানালার কাছে গিয়া একখানি কোচে বসিয়া সরলাকে বলিল, "বাইরে জড়সড় হ'য়ে ব'সে ঘেমে গিছি, কিছু মনে ক'র্‌বেন না।"

সরলা সহাস্যে বলিল, "না না কি মনে ক'র্‌ব ভাই! আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় সুখী হ'লাম।"

প্রভাও ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিল, "উভয়ত! ভুলে যাবেন না যেন ?"

সরলা। আপনাকে একবার যে দেখেছে, সে কি ভুল্‌তে পারে ? আজ কি আপনার দীক্ষা হ'ল ?

প্রভা। হাঁ ভাই।

সরলা। আপনি এত অল্প বয়সে মন্ত্র নি'য়ে কি কায ক'র্‌তে পার্‌বেন ?

প্রভা। আমি ইচ্ছে ক'রে নিইনি। কায ক'র্‌তে না পার্‌বার কারণ ত' দেখি না।

সরলা। আমার ভাই বড় শক্ত ব'লে বোধ হয়। ওর নিয়ম পালন করা বড় শক্ত।

প্রভা। এমন শক্ত নিয়ম কি আছে, যা পালন ক'র্‌তে পার্‌ব না?

সরলা। আছে বৈ কি। আপনার গুরু সে সব কিছু বলেন নি?

প্রভা। না, বোধ হয় পরে ব'ল্‌বেন।

সরলা। খাওয়া দাওয়ার পক্ষে বড় কট্‌কেনা আছে।

প্রভা। গুরুদেব যা আদেশ ক'র্‌বেন, পালন ক'র্‌তেই হবে।

নীচে হইতে কে একজন ডাকিল "ছোট-বৌ! একবার নেমে এস।"

"দিদি ডাক্‌ছেন, শুনে আসি ভাই!" বলিয়া সরলা নীচে নামিয়া গেল।

সরো। কেমন দেখ্‌লি লো?

প্রভা। কাকে?

সরো। যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইলি।

প্রভা। বেশ, সভ্য ভব্য, বোধ হয় বেশ লেখা পড়া জানে।

সরো। পাশ করা, তুই সংস্কৃত পড়্‌ছিস্, ও ইংরিজিতে পাশ ক'রেছে।

প্রভা। ইংরিজি? চাক্‌রী ক'র্‌বে নাকি? দেখ্ সরো! আজ আমার মনটায় এত স্ফূর্ত্তি হ'য়েছে, যে তোকে কি ব'ল্‌ব ভাই!

সরো। তা'হলে, আজ যে যা চাইবে, তাকে তুই তাই দিবি?

প্রভা। আমার কি আছে ভাই! যে দেব?

সরোজ তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল, "কেন তোর নব-যৌবন?

প্রভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দূর্ পোড়ারমুখী! তুই আমার নব যৌবন নিয়ে কি ক'র্‌বি?

সরো। যে পাগল্ হ'য়ে বেড়াচ্ছে তাকে দোব।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভা। তাকে ত অনেক দিন দিয়েছি, এত আর আমার নেই ?

সরো। কাকা পাত্র দেখ্‌তে গেছেন যে ?

প্রভা। যান না আমার কি ?

সরো। তোরি জন্যে লো, তোরি জন্যে।

প্রভা। আমার জন্যে নয় লো, আমার জন্যে নয়, সে প্রভার পেত্নীর জন্যে।

সরো। ভাল, দেখা যাবে ?

"সরো কোথা রে !" বলিতে বলিতে, বিজয় প্রবেশ করিল। সরোজ ও প্রভা ব্যস্ত হইয়া গায়ের কাপড় সাম্‌লাইয়া লইল ; প্রভা একবার মাত্র বিজয়ের মুখের উপর দৃষ্টি করিয়া মৃদু হাসিয়া জানালা দিয়া বাহিরে দেখিতে লাগিল।

সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দাদা ?"

বিজয় বলিল, "বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দে।"

"এই আনি, তুমি ব'স", বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বিজয় একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "প্রভা ! তোমায় আজ একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, তার প্রত্যুত্তরে আমার জীবন মরণ নির্ভর ক'র্‌ছে। লজ্জা সরম ত্যাগ ক'রে সরল উত্তর দাও। তুমি আমার হ'বে কি না ?"

প্রভা একবার বিজয়ের মুখের উপর চাহিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। বিজয় দেখিল প্রশ্ন শুনিয়া প্রভার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু আনত লোচনদ্বয় ভাসিতেছে। বিজয়ের সাহস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, সে পুনরায় মিনতির স্বরে বলিল, "বল প্রভা ! বল !" তুমি মনে ক'রো না যে, আমি আমার বাড়ীতে তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে এনে অপমান ক'র্‌ছি। আমি কেবল আমার ভবিষ্যত জান্‌তে

চাই, তাই তোমায় মিনতি ক'রে ব'লৃছি, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। যদি তুমি আমার না হও, বা তোমায় না পা'ই, তা হ'লে সংসারে আর থাকৃব না, মাকে নিয়ে কোন তীর্থে বাস ক'রৃব। বল, যদি মুখে লজ্জা হয় ঘাড় নেড়ে বল, যে তুমি আমার হবে কি না হবে। দেখ প্রভা! তোমার একটী ছোট্ট কথার উপর মিত্তির বংশের এ গ্রামে নাম থাকা না থাকা ও অস্তিত্ব নির্ভর ক'রৃছে।"

প্রভা তথাপি নিরুত্তর, কিন্তু তাহার চক্ষুদুটি ব'লৃছে, তাহার হৃদয় ব'লৃছে "ওগো! আমি তোমারি।"

বাঙ্গালীর মেয়ে যতই স্বাধীনচেতা হোক না কেন, বিবাহ বা প্রণয়-ঘটিত বিষয়ে বড়ই লজ্জাশীলা। প্রভা মনে মনে ভাবিতেছে, বিজয়ের যেরূপ মুখ শুখাইয়া গিয়াছে ও যেরূপ কাতর হই াছে, লজ্জাকে লজ্জা দিয়ে না হয় ব'লে ফেলি, "যে আমি আর কারও নই, তোমারই। তোমার ধ্যান ক'রে যেন ম'রৃতে পারি। বিবাহ না হো'ক্, মনে মনে স্বামী জ্ঞানে তোমাকেই পূজা করি।" কিন্তু স্ত্রীলোকের একমাত্র ভূষণ লজ্জা আসিয়া বাধা দিল।

বিজয় দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলিল, "প্রভা! ব'লৃলে না! তবে চ'লৃলাম, একবার মুখখানি তোল, জন্মের শোধ দেখে নি, আর এ জীবনে দেখা হবে না।"

প্রভা কাতরনয়নে বিজয়ের মুখের দিকে চাহিল ও ঈষৎ হাসিয়া মস্তক অবনত করিল। বিজয় প্রফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভা! তা'হলে তুমি আমার ?"

প্রভা পুনরায় মাথা তুলিয়া বিজয়কে দেখিয়া ঈষৎ-হাস্যের সহিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ"।

বিজয় প্রভার সম্মতি পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল ও

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "প্রভা! আজ তুমি যে আমায় কতদূর সুখী ক'র্‌লে, তা তোমায় কি ক'রে কথায় ব'ল্‌ব! বাক্য খুঁজে পাচ্ছি না। যদি কেও এ বিশ্ব-রাজ্য আজ আমায় দিত, তা'হলে আমি এত সুখী হ'তাম না। তোমার সুধু সামান্য ঘাড় নাড়ায় মিত্তির-বংশের অস্তিত্ব বজায় রহিল। কাকার মতের বিরুদ্ধে কেমন ক'রে আমাদের বে হবে, আমি তীর্থে যাবার পূর্ব্বে সরোজ তোমায় ব'লে আস্‌বে। আশা করি, তুমি সেই মত কায ক'র্‌বে? আজ বিজয় মিত্তিরের মত ভাগ্যবান্ জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, এখন চ'ল্‌লাম" বলিয়া, বাহির হইয়া যাইতেছে, এমন সময় "দাদা! জল খেলে না" বলিয়া, সরোজ একগ্লাস সুশীতল জল আনিয়া হাতে দিল।

"ওঃ ভুলে গেছি দিদি!" বলিয়া, এক নিশ্বাসে সমস্ত জল পান করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিজয়ের এত উৎসাহ ও আনন্দ তাহার বন্ধু বান্ধবেরা বহু দিন দেখে নাই, দু-একজনে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল ও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিতে তাহারা প্রকাশ করিয়াছিল। পূজা শেষ হয়, এমন সময় নায়েব মহাশয় উপস্থিত হইলেন, বিজয় তাহাকে বলিল, "আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলে হে! এতক্ষণে বুঝি সময় হল?"

নায়েব যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "এখানে ছিলাম না ভাই!"

বিজয়। কোন্ চুলোয় গিছ্‌লে? তোমায় একটু সকাল সকাল আস্‌তে ব'লেছিলাম না?

নায়েব। কি ক'র্‌ব ভাই, চাকরের কি স্বাধীনতা আছে?

বিজয়। কোথায় ছিলে?

নায়েব। নারাণপুরে পাত্র দেখ্‌তে। পাকা দেখা হ'য়ে গেল!

বিজয় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আশীর্ব্বাদ হ'য়েছে ?"

নায়েব। সমস্ত স্থির হ'য়েছে, ২২শে বিবাহ।

বিজয়। বটে! কি দিতে হবে ?

নায়েব। দশ হাজারের গহনা, সোনা রূপার দান, নারাণপুর তালুক ও এস্‌টেট্‌ থেকে মেয়েকে পাঁচশো৲ মাসহরা, পাঁচ হাজার বরাভরণ। কেমন সুখী হ'লে ?

বিজয়। খুব সুখী হ'লাম, তোমায় বক্‌সিস্‌ করা উচিত। পাত্রের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তত্ত্ব করা হ'য়েছে কি ? না ভিজে-বেরালটি দেখেই, খুসী হ'য়ে বায়না করা হ'য়ে গেল ?

নায়েব। বাবু কি অনুসন্ধান না ক'রে, আশীর্ব্বাদ ক'রে এলেন ?

বিজয়। বেশ বেশ, ২২শে আমারও বে, বরযাত্র যেতে হবে ?

নায়েব মস্তক অবনত করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তা তা মনিবের মেয়ের ঐদিন বে, কি ক'রে যাই ?"

"বোঝা গেছে হে তোমাদের বন্ধুত্ব" বলিয়া বিজয় কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

পূজা শেষ হইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত, কেবল পশুপতি বাবু নাই। সেই লোকটির কথা শুনিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন ও অপমান বোধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য সেখানে অধিকক্ষণ থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, পাছে আর কেহ কোনরূপ অপমান-সূচক কথা কহে। বাড়ী আসিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন।

বিজয় করজোড়ে ব্রাহ্মণদিগকে আহারের নিমিত্ত আহ্বান করিবামাত্র, সকলে গাত্রোত্থান করিয়া আহারে বসিলেন। পরে

ব্রাহ্মণেতর জ্ঞাতিদের ডাক পড়িল। সকলেই পরিতোষরূপে আহারাদি করিলেন।

বিজয়ের মাতা সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অনুসন্ধান করিতে বিজয়কে বলিলেন, বিজয় অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল, তিনি একপাশে অন্ধকারে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। বিজয়ের মাতা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাঁহার আহারের নিমি ফল-মূলাদি আনয়ন করিবেন কি না। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, যে আজ আর তিনি ফল-মূলাদি খাইবেন না, জগদম্বার প্রসাদ পাইবেন। বিজয়ের মাতা মৎস্য ও মাংস ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ দ্বারা আনাইয়া একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া একটি রৌপ্য-গ্লাসে সুশীতল জল দিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মা! মহামাষ দাওনি কেন?"

বিজয়ের মাতা বলিলেন, "বাবা! আমি ভয়ে দিই নি, কেন না আপনি খাবেন কিনা জান্‌তাম না।" সন্ন্যাসী সরল-হাস্যের সহিত বলিলেন, "মার প্রসাদ খেতে বিচার ক'র্‌ব কেন মা?" বিজয়ের মাতা ত্রাস্ত হইয়া মৎস্য ও মাংস আনাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী আহারে বসিয়া আহার করিতেছেন। বিজয় ও তাঁহার মাতা সন্নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুর আহার সমাপ্ত করিয়া বিজয়কে তাঁহার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিলে, বিজয় নিকটে আসিয়া বসিল। তিনি তাহার হাতে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়া খাইতে বলিলেন, বিজয়ও বিনা বাক্যব্যয়ে মুখে পূরিয়া দিল। সন্ন্যাসী বিজয়ের মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! তোমার বৌমাকে ডেকে দাও, আমার পাতে বসুক।" বিজয়ের মাতা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমার ছেলের ত' বে হয় নি, বাবা!"

সন্ন্যাসী। সাত্ত্বিক হয় নি বটে [illegible] ভক্তির কাছে হ'য়েছে। তোমার কুললক্ষ্মী প্রভাকে ডেকে দা[illegible]

বিজয়ের মাতা তৎক্ষণাৎ একটী [illegible] আহ্বান করিতে আদেশ করিলে, দাসী প্রভাকে ডাকিয়া [illegible] সন্ন্যাসী প্রভাকে প্রসাদ পাইতে বলিয়া, বলিলেন "গুরুর [illegible] সর্ব্ব-দুর্লভ, অতএব গুরুর প্রসাদ ভক্তি-পূর্ব্বক খাওয়া উচিত, গুরুর উচ্ছিষ্ট খেলে, গুরুর সমস্ত গুণ শিষ্যে বর্ত্তায়।"

প্রভার মাতা আহারাদি করিয়া বিজয়ের মাতার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "দিদি! এখন আমরা যেতে পারি ?"

বিজয়, মা। এখুনি! ব'স, ওর খাওয়া হো'ক, আর রাতও তত বেশী হয় নি!

প্রভা, মা। দশটা বাজে, তিনি কি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিজয়। কাকা বাবুকে ত' কই দেখিনি, তিনি বেলা দুটোর সময় এসেছিলেন, তার পর থেকে তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি। কায়স্থদের সঙ্গে কই তাঁকে ত' দেখিনি।

বিজয়, মা। তিনি তা'হলে খাননি ? কেন আমার অপরাধ ? না হয় মেয়ের বে আমার ছেলের সঙ্গে নাই দেবেন, কিন্তু না খেয়ে যাওয়ায়, আমি বড় দুঃখিত হ'লুম ভাই!

প্র, মা। আমি বাড়ী গিয়ে, কেন চলে গেছেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব। মেয়ে প্রভা! তোর হ'ল ?

প্রভার আহার শেষ হইয়াছিল, সে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র. প্রভার মা বলিলেন, "তবে আসি দিদি!"

বি, মা। যাবে ? তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

প্র, মা। কা'ল ব'ল্‌লে হ'বে না।

বি, মা। ক'াল তোমায় কোথায় পাব ?

প্র, মা। কাল নিরঞ্জনের আগে আসব।

বি, মা। তবে এস ভাই! বাবা! আপনি কা'ল থাকবেন ত' ?

তাঁহারা সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "কা'ল সন্ধ্যার পর আর থাকব না মা!"

বি, মা। তা'হলে সকালে দয়া ক'রে পায়ের ধূল দেবেন কি ?

সন্ন্যাসী। তোমায় ব'লতে হ'বে না মা! আমি আপনি আসব, তোমার বাড়ী যে বাঁধা প'ড়ে গিছি। তবে এখন আসি মা, বড়ই ক্লান্ত হ'য়েছি।

বি, মা। আসুন বাবা!

সন্ন্যাসী ঠাকুর "দুর্গা" বলিয়া, বাহির হইলেন। বিজয় কিছুদূর তাঁহার সহিত গিয়া ফিরিয়া আসিল ও বাড়ীর দাস দাসীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তৎপরদিবস পশুপতি বাবু জলযোগ করিতেছেন, গৃহিণী কাছে বসিয়া চা ঢালিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'ল মিত্তির বাড়ী থেকে না খেয়ে চ'লে এলে কেন? দিদি কত দুঃখ ক'র্‌ছিলেন।"

পশুবাবু এক চুমুক চা খাইয়া বলিলেন, "শরীরটা ভাল ছিল না।"

গৃহিণী অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "ব'লে আসা উচিত ছিল।" পশুবাবু মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

গৃহিণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'ল নারাণপুরে কি ক'রে এলে, কিছুই ত' ব'ল্‌লে না?"

পশু। ব'ল্‌বার সময় কৈ? সমস্ত দিন ত' বাড়ী ছাড়া, কাকে বলি?

গৃহিণী। এখন ত তোমার সম্মুখে; ব'ল্‌বার ইচ্ছে নেই বুঝি?

পশু। এক রকম তাই বটে। তোমার পছন্দ হ'বে না।

গৃহি। কেন হ'বে না, যদি ছেলে ভাল হয়, খাবার প'র্‌বার সংস্থান থাকে, পছন্দ না হবার কারণ কি?

পশু। আছে বৈ কি? বিজয় ছাড়া তোমার উপযুক্ত ছেলে আর দ্বিতীয় নেই।

গৃহি। সত্যি কথা ব'ল্‌তে গেলে তাই ত'। তোমার কাছে সে কি অপরাধ ক'রেছে, তা তুমিই জান।

পশু। এ ছেলেটি রূপে গুণে তোমার বিজয়ের চেয়ে ঢের ভাল; তবে জমীদার নয়।

গৃহি। জমীদার নাই হ'ল। আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছ?

পশু। আশীর্ব্বাদ ক'রে দিন পর্য্যন্ত স্থির ক'রে এসেছি। তারা পরশু আশীর্ব্বাদ ক'র্তে আস্‌বে, ২২শে বে।

গৃহি। ভাল।

পশু। সুধু ভাল ব'লেই চুপ ক'র্লে যে? তোমার মনোমত হয়নি না?

গৃহি। আমার মতামত হোক্ আর নাই হোক্, তোমার হয়েছে ত'?

পশু। আমার হয়েছে ব'লেই, আশীর্ব্বাদ ক'রে এলাম।

গৃহিণী "বেশ" বলিয়া উঠিয়া গেলেন ও একটি রৌপ্যের ডিবায় পান আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি একটু পরেই মিত্তিরদের বাড়ী যাব, দিদি অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছেন।"

পশু। আচ্ছা, তবে বেলা থাক্‌তে ফির। প্রভাও যাবে নাকি?

গৃহি। যাবে, শান্তিজল না নিয়ে কি আস্‌তে দেবে?

পশু। দুপুর বেলা আমি একলা থাক্‌ব?

"তা কি ক'র্‌বে, একদিন বৈত নয়?" বলিয়া, গৃহিণী কার্য্যান্তরে গেলেন। পশুপতি বাবুও কাছারিতে গিয়া উপবেশন করিলেন। গৃহিণীর কথার ভাবে বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তামাক খাইতে খাইতে মনে মনে ঐ বিষয় আলোচনা করিয়া দাওয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, অন্য পাত্রে প্রভার বে দিতে গিন্নীর ইচ্ছে নেই, তা ব'লে আমি একটা মাতাল, বেশ্যাশক্তকে মেয়ে দিতে পারি না। তার হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দোব, সেও স্বীকার, তবু বিজয় মিত্তিরের সঙ্গে বে দোব না।"

দাওয়ান। তা ত' বটেই, জেনে শুনে কেমন ক'রে একটা অসচ্চরিত্রের হাতে দেওয়া যায়।

পশু। সায়েব কোথায়? তাকে ক'ল্কেতায় গিয়ে বের বাজার ক'র্‌তে ব'লে দেবেন। যত টাকার দরকার আমার নামে খরচ লিখে তাকে দেবেন।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে। আমাদের অমূল্যধন তহবিল তছ্‌রূপ ক'রেছে।

পশু। কোন্ অমূল্যধন?

দাওয়ান। জমানবীস।

সন্ন্যাসী-ঠাকুর সেখানে আসিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমায় বিদায় দাও।"

পশু। আজই? আর দু এক দিন থাক্‌বেন না?

সন্ন্যাসী। না বাবা! আর থাক্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে না। এখান থেকে কালিঘাটে হাজ্‌রে দিয়ে পুরুষোত্তম যাব।

"আমাদের ইচ্ছে আর দিন কতক থাকেন। কিছু উপদেশ পাই।"

সন্ন্যাসী। তোমায় বেশী উপদেশ দেবার আবশ্যক নেই, তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

পশু। বাবা! একটু বসুন, একটা মামলা নিষ্পত্তি করি, আপনার কাছে দু একটা উপদেশ নেব।

"আচ্ছা তোমার কাযটা শেষ ক'রে নাও, আমি ব'স্‌ছি" বলিয়া, সন্ন্যাসী উপবেশন করিলেন।

পশু। কত টাকা তছ্‌রূপ ক'রেছে? তাকে ডাকান।

"বড় বেশী নয়, শ দুই" বলিয়া দাওয়ান, একজন দ্বারবানকে অমূল্যধনকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। অমূল্যধন ডাক পড়িয়াছে শুনিবামাত্র ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। লোকটির বয়স ছত্রিশ বৎসর,

পাতলা ছিপ ছিপে, গৌর বর্ণ, সম্মুখের দাঁত উঁচু, চক্ষু দুটি বড়, সহসা দেখিলে ভালমানুষ বলিয়াই বোধ হয় ও মনে হয় এ লোক কখন তহবিল ভাঙ্গিতে পারে না! কিন্তু মানুষের চেহারা দেখিয়া ভাল মন্দ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, অনেক সময় ঠকিতে হয়। যাহাকে খুব ভাল লোক বলিয়া জানা আছে, কা'ল হয়ত' সেই লোক জাল করিয়া কারাবাসে দণ্ডিত হইয়াছে। জগতে লোক চেনা ভার।

পশুপতি বাবু তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সরকারের তহবিল তছরূপ করিয়াছ?"

অমূল্যধন অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুপতি বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কারণে তুমি তহবিল ভাঙ্গিয়াছ? সন্তোষ-জনক কারণ দেখাইতে না পারিলে তোমায় পুলিশে দিব।"

অমূল্য অবনতমস্তকে উত্তর করিল, "আমার কন্যার বিবাহের জন্য দুশো টাকা কোথাও যোগাড় ক'র্‌তে পারি নি' তাই তহবিল থেকে ঐ টাকা নিয়েছিলুম।"

পশু। কর্ত্তাকে জানিয়ে নিয়েছিলে?

অমূল্য। না, মনে ক'রেছিলুম যে ধান বেচে, তহবিল ঠিক ক'রে রেখে দোব।

পশু। ক'বে তোমার মেয়ের বে দিয়েছ?

অমূল্য। শ্রাবণ মাসের ২৭শে।

পশু। কোথায় বে হ'ল, কত টাকা দিতে হ'য়েছে?

অমূল্য। শ্রীরামপুরে। ছেলেটি এন্‌ট্রেন্স পর্য্যন্ত প'ড়ে, ক'লকাতায় সওদাগরী আফিসে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী ক'র্‌ছে। তাদের তিনশো নগদ, আর দান-সামগ্রী দিতে হয়েছে।

পশু। তোমার চাকরী এখানে কত দিন ?

অমূল্য। আমার পিতা এই সরকারে চাকরী ক'রতেন, তিনিই আমায় ঢুকিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় সতের আঠার বছর।

পশু। তোমার পিতার নাম কি ?

অমূল্য। ৺ কৃষ্ণধন দে।

পশু। তুমি এতদিন ধ'রে চাকরী ক'রছ, আর মেয়ের বের জন্যে তহবিল ভাঙ্গলে ? সরকার থেকে তোমার সমস্ত পরিবারের খাওয়া পরা পাও ? কত মাইনে পাও ?

অমূল্য। আজ্ঞে, বার টাকা।

পশু। কতগুলি লোক তোমার বাড়ীতে আছেন ?

অমূল্য। মা, পিসী-মা, আমার স্ত্রী, দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে।

পশু। মেয়ে দুটির বয়স কত ?

অমূল্য। বড়টি তের, ছোটটি এগার, তারও বে দিলেই হয়।

পশু। তুমি মেয়ের বের জন্যে সরকার থেকে সাহায্য প্রার্থনা করনি কেন ?

অমূল্য। নায়েব মহাশয়ের কাছে আরজী করেছিনু, তিনি ধমকে ব'ললেন, সরকারের এত দায় কাঁদেনি যে তোমার মেয়ের বের জন্যে টাকা দেবে।

পশু। বটে ! তুমি কত মাইনেয় ঢুকেছিলে ?

অমূল্য। পাঁচ টাকা।

"আর এই সতের বছরে সাত টাকা বেড়েছে ?" পরে দাওয়ানের প্রতি বলিলেন, "দাওয়ান মহাশয় ! বড় দুঃখের বিষয়, এ সব আমায় জানান হয় না। এত অল্প বেতন যারা পায়, তারা চুরি না ক'রলে, কেমন ক'রে সংসার চালাতে পারে ? আপনারাই ত

চুরি ক'র্‌তে ব'লে দিচ্ছেন।" পরে অমূল্যকে বলিলেন, "তোমার কাছে কত টাকা পাওনা?"

অমূল্য। আশ্বিন মাসে পঞ্চাশ টাকা শোধ ক'রেছি। এখন দেড়শো টাকা বাকী।

পশু। ও টাকা তোমায় আর দিতে হবে না। তোমার ছোট মেয়ের সম্বন্ধ স্থির ক'রে আমায় জানিও, সরকার থেকে সাহায্য পাবে, আর কখন এমন কায কোরো না। দাওয়ান মশায়! এই মাস থেকে সদর মফঃস্বলে সকলের বেতন বাড়িয়ে দিন, যে যত মাহিনা পায় তার দেড়া পাবে, আর মেয়ের বের সময় দুশো সাধারণত দেবেন ও যার বেশী খরচ, তার বিষয় বিবেচনা করা যাবে। পিতৃ মাতৃ-শ্রাদ্ধে একশো টাকা নগদ ও অবস্থামত চাল ডাল দেবেন। ভবিষ্যতে সমস্ত বিষয় যেন আমাকে জানান হয়। আপনি হুকুমনামা লিখুন, আমি এখুনি সই করে দোব। আমি আপনার কায কর্ম্মে সন্তুষ্ট নই, নিজেদের বেলায় ত' বেশ বোঝেন, মোটা মোটা মাইনে নিচ্চেন, আর এই গরীব ছাপোষাদের বিষয়ে আদৌ বিবেচনা করেন না। কেও দশ, কেও পনের বছর এক মাইনেতে প'ড়ে আছে। তার কারণ কি? আপনারাই ত এদের চুরি জবরদস্তী ক'র্‌তে প্রকারান্তরে ব'লে দিচ্ছেন। আমি আপনাদের কৈফিয়ত চাই, যদি সন্তোষজনক উত্তর না হয়, দূর ক'রে দোব। বাবাকে গোটা পঞ্চাশ টাকা আমার নামে খরচ লিখে দিন্।

সন্ন্যাসী। আমি টাকা নিয়ে কি ক'র্‌ব বাবা?

পশু। কেন পথ-খরচ চাইত'?

সন্ন্যাসী-ঠাকুর খুব হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি সন্ন্যাসী,

আমার পথ-খরচের কোন আবশ্যক নেই; মায়ের দেওয়া চরণদুটি আছে, তারা ব'য়ে নিয়ে যাবে।"

পশু। পুরী পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে পারবেন কি? বড় কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। যখন পারব না, তখন উপায় হবে। এই দেখ কোথায় বদরিকাশ্রম আর কোথায় বাঙ্গলা, এসে প'ড়েছি ত'। তুমি সে জন্য কিছু ভেব না; যে টাকা আমায় দিচ্ছিলে, সেই টাকা, দীন দুঃখীদের দিও, তাদের অভাব মোচন হবে। তবে এখন আসি।

পশু! কত দিন পরে আবার শ্রীচরণ দর্শন পাব?

সন্ন্যাসী। তোমার ছেলের অন্নপ্রাসনের দিন আসব।

পশু। একবার বাড়ীর ভিতর তাদের দেখে যাবেন না?

"তাঁরা বিজয় বাবুর বাড়ী গেছেন, সেইখানে দেখা হবে" বলিয়া, সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুর টাকা না লওয়ায় দাওয়ান মহাশয় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বগত বলিলেন, "আশ্চর্য্য লোক! টাকা না নেবার কারণ কি? বোধ হয়, দেখালেন যে অর্থে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নেই; বড়রকম দাঁও মারবার ফিকির।"

পশুপতি বাবু বলিলেন, "না মশায়, দেখান নয়, বাস্তবিকই তিনি যে নির্লোভী, দেখ্‌লেন না, সঙ্গে কিছুই নেই, কেবল এক কপনী মাত্র।"

দাওয়ান মহাশয় বলিলেন, "যাঁর অর্থে স্পৃহা নেই, তিনি নিশ্চয়ই খুব মহৎ ব্যক্তি।"

পশু। তার আর কথা আছে? প্রভাকে মন্ত্র দিয়ে পাঁচটী

টাকা দক্ষিণে পেয়েছিলেন, কিন্তু তখনি বাহিরে গিয়ে টাকা কয়টি ভিখারীদের দিয়ে এলেন। নায়েব মশায়ের এখনও আস্‌বার সময় হয়নি? বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছেন, যা হোক আপনি তাঁকে বিবাহের বাজার ক'রে আন্‌তে ব'ল্‌বেন, সময় বড় কম।

দাওয়ান। এখনও এক হপ্তার বেশী আছে।

পশু। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে। তারা কা'ল পাত্রী আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলে, আত্মীয় কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে হবে। আপনি একখানা নিমন্ত্রণপত্র মুসুবিদা ক'রে রাখ্‌বেন, ছাপাতে হবে। আমি এখন উঠি, আর ঐ হুকুমনামাটাও নিয়ে রাখ্‌বেন বৈকালে সই ক'রে দোব। যারা পঞ্চাশ টাকার উপর মাইনে পায়, তাদের সইয়া দেবেন। দেড়া নয়, বুঝেছেন? আপনাদের দুজনের নয়, আপনারা বাদে।

দেওয়ান। বুঝেছি, কবে থেকে পাবে?

"কার্ত্তিক মাস থেকে" ব'লে, পশুপতি বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দাওয়ান মহাশয় হুকুমনামা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় নায়েব উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিবামাত্র, দাওয়ান মহাশয় বলিলেন, "আজ বড় বেঁচে গেছ ভায়া! সে সময় আস্‌লে, আপনার দফা রফা হ'ত।"

নায়েব "ব্যাপার কি?" বলিয়া, আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

"অমূল্যর বিষয়, বলায়, তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের উপর প'ড়্‌লেন, আমরা মোটা নিচ্ছি, আর গরীবদের বিষয় বিবেচনা করি না, আমরাই দোষী, আমাদের কৈফিয়ত চাই। যদি সন্তোষ-

জনক কৈফিয়ত দিতে না পারি, চাকরী থাক্‌বে না।" বলিয়া, দাওয়ান মহাশয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন।

নায়েব মহাশয় সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া বলিলেন, "তাইত' বড়ই বিপদ; কি করা যায় বলুন? কৈফিয়ত দেবার কি আছে! আজ সকালেই এত কড়া কেন?"

দাওয়ান হাসিয়া বলিলেন, "এখন ত' টাকা নিয়ে বের বাজার করগে, আর খুঁটিয়ে সব বাজার ক'র্‌তে দুদিন কেটে যাবে, তার পর বের ভিড়ে হয়ত' ভুলেও যেতে পারেন।"

নায়েব মহাশয় হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তেমন পাত্রই নন মশাই! খুব মনে থাকে, তেয়াত্তর মন্বন্তরের কথা মনে থাকে, ভোল্‌বার পাত্রই নন।"

"যা ব'লেছেন—সেটা মন্দর ভাল বটে, দিন কতক মধুর বুলি শুন্‌তে হবে না। চলুন এখন যাওয়া যাক, বেলা অনেক হয়েছে।" উভয়ে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া, অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও চলিয়া গেলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

জগদ্ধাত্রী পূজার বিজয়ার প্রাতঃকালে বিজয়দের বৈঠকখানায় তাহার হিতৈষীগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রনা করিতেছেন। বিজয় বলিল, "দেখুন কাকা বাবু! আমি আগে যা প্ল্যান ক'রে-ছিলাম, ভেবে দেখ্‌লাম, সেটা ভাল নয়, অন্য পন্থা ধ'র্‌ব মনে ক'রেছি।"

মেজ। আমার মতে কিন্তু বাপু! সেইটেই ভাল ছিল। তুমি যা ক'র্‌বে মনে ক'রেছ, আমি কতক কতক বুঝ্‌তে পেরেছি কিন্তু তাতে জখম হবার খুব বেশী সম্ভাবনা।

বিজয়। না কাকা বাবু! তা হবে না। আমি এমন সুন্দর বন্দোবস্ত ক'র্‌ব, যে সাপও ম'র্‌বে, লাঠিও ভাঙ্গবে না। আমি এঁদের সকলকে ব'লেছি, ওঁরা সকলে একবাক্যে পূর্ব্বের মতলবের চেয়ে এইটেই সমিচীন স্বীকার ক'রেছেন। আমি রটিয়ে দিয়েছি, ঐ তারিখে আমারও বে, কেন না বের নিয়ম কর্ম্মগুলো সব ক'র্‌তে হবে ত? আরো ভেবে দেখলাম আগেকার প্ল্যান মত কায ক'র্‌লে প্রভার অখ্যাতি হবে, তাই এইটাই ঠিক ক'র্‌লাম।

হেম। দেখ মেজ বাবু, সব চেয়ে এইটে পাকা বন্দোবস্ত।

মেজ। আমি ভাব্‌ছি, শেষ দাঙ্গা ফ্যাঁসাদ না হয়?

হেম। না, হবার গোড়া আগেই বেঁধে ফেলা যাচ্ছে।

মেজ। তারা যদি গ্রাহ্য না ক'রে বেরিয়ে পড়ে?

বিজয়। মাঝে দুখানা গাঁ পার হ'তে হবে ত। একটা ফৌজ-

দারী করিয়ে দিয়ে, সেদিন আটক ক'রে ফেল্‌লেই আমাদের কার্য্য কত্তে হ'য়ে যাবে।

মেজ। বরের মেজভাই উকিল, জান ত?

বিজয়। আমি ওদের খুব ভাল রকম জানি। বর নবীন দত্ত আমার সঙ্গে প'ড়্‌ত, বার পাঁচেক এফ, এ ফেল হ'য়েছিল। তবে সচ্চরিত্র ব'লে ছোটকাকা মেয়ে দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু ও আমার চেয়েও অসচ্চরিত্র। আমি মদ খাই, কিন্তু কারো মেয়ে ছেলের দিকে তাকাই না, তাদের আমার মা বোনের মত দেখি। ও ওদের গ্রামের একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে ঘরের বার ক'রে নিয়ে ক'ল্‌কেতায় রেখেছিল, বোধ হয় সকলেই ব'ল্‌বে। যদি গোপন করে, যাকে বা'র ক'রেছে, তাকেই এনে হাজির ক'র্‌ব।

মেজ। এ সব পশোকে বলা উচিত ছিল।

বিজয়। তিনি আমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, মনে ক'র্‌বেন, আমি হিংসেয় ওর বদনাম রটাচ্ছি।

মেজ। তা বটে! পশোটার সব ভাল, একগুঁয়ে হ'য়েই ওর সব গুণ মাটী হ'য়েছে। ওর মনের যা ধারণা, কেও সেটা মেটাতে পার্‌বে না। বৌমার মত জান কি?

বিজয়। কাকীমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অনেকবার ছোট-কাকাকে ব'লেছেন, কিন্তু কাকার সেই এক কথা, চরিত্রহীনকে মেয়ে দেবেন না। তাঁহার বাপ পিতমোর নাম ডুবে যাবে, এত বিষয় তাঁরা রেখে গেছেন, আমি সব উড়িয়ে দেব। কাকীমা আরো ব'লেছিলেন, "তুমি সত্যবদ্ধ, সত্যভঙ্গ পাপ হবে।" তার উত্তর, "বাপ দাদার নাম বজায় রাখ্‌বার জন্যে আমায় যদি সত্যভঙ্গ পাপে লিপ্ত হ'তে হয়, হোক্‌ তাতে ক্ষতি নেই।"

বেদান্ত। আমি ওঁকে ছেলেবেলা থেকেই জানি—বড় একগুঁয়ে, আমার সেই হতভাগাটায় আর ওতে একবয়সী, এক সঙ্গে প'ড়্‌ত, খেলা ক'র্‌ত, কি জন্যে তার উপর রেগে ছমাস তার সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রেছিল।

মেজ। যাক্, যা ভাল হয় কর্, আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য দরকার, তা পাবি। এখন বেলা হ'ল উঠি, মুখে জলটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি।

বিজয়। বসুন্ কাকা বাবু, এখানেই মুখে জল দিন, চান করুন, খাবার দাবার সমস্ত প্রস্তুত। আপনারাও নেয়ে টেয়ে আসুন, বেলা ক'র্‌বার দরকার কি? বাগীশ জ্যেঠা মহাশয় নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করুন।

সকলে উঠিয়া যাইবার পর, বিজয় নারায়ণকে আহ্বান করিয়া মেজ-বাবুকে হুইস্কি দিতে বলিল ও তাঁদের স্নানের ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে সরোজ ও প্রভাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভা! কতক্ষণ এসেছিস্ রে?"

প্রভা একটু মুচ্‌কে হেসে, "এই কতকক্ষণ" বলিয়া, সরোজকে বলিল, "আয়না ভাই! অনেক জবা ফুটেছে তুলে আনিগে, মালা গেঁথে ঠাকুরের গলায় দেব" বলিয়া, অগ্রসর হইল।

বিজয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা এসেছেন?" প্রভা মুখ না ফিরাইয়া ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া সরোজকে টানিয়া লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল।

বিজয়, "মা! মা—" বলিতে বলিতে তাঁহার ঘরের দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে তাহার জ্যেষ্ঠাভগিনী রাজরাজেশ্বরী, প্রভার মা ও বিজয়ের একটি নিকট আত্মীয়া আছেন, তাঁহারাও বিবাহ সম্বন্ধে

কথা কহিতেছেন। প্রভার মাতা বলিতেছেন, "দিদি! আমার কি অসাধ? আমি দিন রাত হরির কাছে মাথা খুঁড়্‌চি, বিজয় আমার জামাই হোক্, যথার্থ কথা তোমায় ব'ল্‌ছি আমার মনে একটুও সুখ নেই।" আত্মীয়াটি আত্মীয়তা জানাইয়া বলিলেন, "তা ত' হ'তেই পারে বোন্!"

প্র, মা। আমি যে প্রভার জন্মাবার দিন থেকে বিজয়কে জামাই ব'লে জানি। স্বপ্নেও কখন ভাবিনি যে আমার এত সাধে বাদ সাধিবেন।

রাজ। কাকীমা! তুমি ভেব না বিজয়ই তোমার জামাই হবে।

বি, মা। সন্ন্যাসীর কথা কখন মিথ্যে হ'বে না, আমি ভাই! নিশ্চিন্দি হ'য়ে আছি।

বিজয়। কাকীমা! আপনি ভাব্‌বেন না, আমি সব ঠিক ক'রেছি, প্রভাকে আমি আর কারো হাতে দোব না, ওকে ছেলেবেলা থেকে যে কত ভালবাসি তা ব'লে জানাবার নয়, বোধ হয় আমার বোনেদের অত ভালবাসি না। এতদিন একসঙ্গে থেকে, ওকে পড়িয়ে, পুতুল খেলে গে'ছি। তার পর ওরা বড় হ'য়ে, সরির বে হওয়া পর্য্যন্ত আসা যাওয়া একটু কম পড়েছে বটে, কিন্তু যেদিন ওকে আমাদের বাড়ী দেখ্‌তে না পাই, দৌড়ে একটা ছুতো ক'রে তোমাদের বাড়ী গিয়ে দেখে আসি। ক'ল্‌কেতায় যখন থাক্‌তাম, ওর খবর না পেলে মন ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ত, থাক্‌তে পার্‌তাম না, এসে দেখে যেতাম। মনকে অনেক ক'রে বুঝিয়েছি কিন্তু দেখ্‌লাম, যে প্রভা ভিন্ন আমার জীবনে সুখ হবে না, জীবন আমার মরুভূমি ব'লে বোধ হবে; তখন যেমন ক'রে হোক্ ওকে আমায় পেতেই হবে, এর জন্যে যদি দু দশটা খুন হয়, তাতেও পেছ্‌পা নই। আর কাকা বাবু যাকে দিতে যাচ্ছেন। তার চরিত্র আমার চেয়েও

খারাপ, তার তুলনায় আমি দেবতা। একটু খোঁজ নিলেই জান্‌তে পারবেন, তার চরিত্র কতদূর কলুষিত। যখন প্রভাকে আমার প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তখন কেমন ক'রে তাকে অসুখী ক'র্‌ব? সেও সরির কাছে ব'লেছে, মা ও দিদি বোধহয় জানেন, সে দ্বিচারিণী হ'তে পার্‌বে না, হবে না, ছেলেবেলা থেকে যাকে স্বামী ব'লে জানে, সে ভিন্ন অন্য কেও তার স্বামী হ'তে পারে না। কাকা বাবু যদি জেদ করেন, তা হ'লে আত্মহত্যা ক'র্‌বে, তবু অন্য কারো গলায় মালা দেবে না।

প্র, মা। তা জানি বাবা! ওর মনের ভাব বুঝেই, আমার ভয় হ'য়েছে।

বিজয়। ভয়ের কোন কারণ নেই, কাকা বাবুও যেমন জেদী, তোমার বিজয়ও তাঁর চেয়ে কম নয়, দেখি এবার কে হারে?

"পশুপতি বাবুর হার হ'য়ে র'য়েছে, তোমার জয় হবে।" যেন দৈববাণী করিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর উপস্থিত হইলেন।

"এ দৈববাণী কখন মিথ্যা হ'তে পারে না" বলিয়া, বিজয় সোৎসাহে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হো'ক, আমার নূতন মা-টি কৈ?"

"এই যে" বলিয়া, প্রভা সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। প্রভার মাতা বলিলেন, "দু একদিন থাক্‌লে ভাল হ'ত।"

সন্ন্যাসী। আর থাক্‌বার যে যো নেই মা, ডাক্ প'ড়েছে।

প্র, মা। আবার কবে দর্শন পাব?

সন্ন্যাসী। তোমার ছেলের অন্নপ্রাসনের দিন। ইচ্ছে ক'রে যখন বেড়ী পরেছি, তখন মধ্যে মধ্যে দেখ্‌তে আস্‌তে হ'বে।

নারায়ণ খানসামা আসিয়া বলিল, "সকলে উপস্থিত।"

বিজয় মাতাকে খাবার আয়োজন করিতে বলিয়া বাহিরে গমন করিল। তাহার মাতা ভগিনীদ্বয়ও অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে অন্যত্র গমন করিলেন। সকলে চলিয়া যাওয়ার পর সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা! তোমার মন প্রভার বের জন্য সুস্থ নেই। মন সুস্থ কর, আমি ব'লৃছি এই ২২শে বিজয়ের সঙ্গে প্রভার শুভ-পরিণয় কেও রদ ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

প্র, মা। আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমার যে কপাল মন্দ, তাই ভয় হয়।

"তোমার মত ভাগ্যবতী স্ত্রীলোক কটা আছে? তুমি সত্যই অন্নপূর্ণা। তোমার বাসনা কখনই অপূর্ণ থাকৃবে না। এখন আমি চ'ল্‌লাম।" বলিয়া, সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

বিজয়ের মাতা সকলকে আহারে বসাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা গেছেন?"

অন্নপূর্ণা মস্তক আন্দোলন করিলেন।

বি, মা। তুই ভাই ছোট বৌ, অমন করে থাকিস্ না, আমার বড় কষ্ট হয়।

প্র, মা। কি ক'র্‌ব দিদি, মন যে প্রবোধ মানে না।

বি, মা। দেখ্, আমি যে অধিবাস গায়ে-হলুদ পাঠাব, তাই নিয়ে তুই গায়ে-হলুদ দিস্, আর তাদের গুলো তুলে রেখে দিস্। ফেরত দিতে হবে ত?

প্র, মা। তাই ক'র্‌ব। তোমরা ত' কেও যাবে না?

বি, মা। আগে যা ক'র্‌বে ব'লেছিল, তা ক'র্‌বে না, আমরা কোথাও যাব না।

প্র, মা। সেই ভাল দিদি, তোমরা কাছে থাক্‌লে, আমার অনেক ভরসা থাকে।

বি, মা। আমরা ত' গায়ে-হলুদের কি বের দিন, তোর বাড়ী যাব না।

প্র. মা। তা নাই যাও, গাঁয়ে থাক্‌লেই হ'ল।

বি, মা। চ', পুরুষদের খাওয়া হ'য়েছে, আমরা চারটি খেয়ে নিই গে, মাকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়! নারায়ণপুরে বর দেখে আসি চলুন, তাঁরা কেমন জাঁক জমক ক'রে জমীদার বাড়ী বে দিতে যাবেন, বাজনা বাদ্যি ক'রেছেন; দেখ্‌বেন চলুন। নারায়ণপুর একটী ছোট গ্রাম, চার পাঁচশ ঘর লোক বাস করেন। গ্রামটিতে অনেকগুলি পাকা-বাড়ী আছে, গ্রামের অনেকে ভাল চাকরী করেন, উকীল মোক্তারের সংখ্যাও কম নয়, বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম। গ্রামটি কায়স্থ-প্রধান, বেশীর ভাগই কায়স্থ, দশ পনের ঘর ব্রাহ্মণ, বাকি সৎগোপ, গয়লা, ময়রা, নাপিত ও অন্যান্য ইতর ব্যক্তির বাস। গ্রামের মধ্যে যোগীন দত্তের বাড়ী। বাড়ীখানি সাবেক ধরণের, সদর দরজার কবাটে বড় বড় গুলম্যাক্ মারা, ডাকাতির ভয়ে কবাট যতদূর দৃঢ় করা যেতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। সদরের পরে খানিক অনাবৃত স্থান পতিত রয়েছে, ফসলের সময় সেই স্থানটিতে খাঁমার হয়। অন্তঃপুরে বা বাড়ীর ভিতর প্রবেশের দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বৈঠকখানা, হাল ফ্যাসনে তৈয়ারী। বাড়ীখানি চকমিলান দ্বিতল। বরযাত্রীরা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। দশ বার খানা পাল্কী ও পনের কুড়িখানি গো-যান প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তিনটার পর যাত্রা করিবার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পথে রাত্রি হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য বড় বড় মসাল ও বাঁশের ডগা চিরিয়া তাহার উপর সন্নায় সরায় সরিষার পুঁটলী করিয়া রাখা হইয়াছে। বরযাত্রীরা বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"হারু! পুরুত মহাশয় এসেছেন কি ?"

হারু প্রত্যুত্তর করিল, "আজ্ঞে না, এখন এসেন নি।"

অক্ষয় ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া, "তিনটে বাজে, তাঁর আর সময় হয় না। যা ত বাবা! একটু এগিয়ে দেখ্।" বলিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। জ্যেষ্ঠ—অক্ষয় দত্ত ডাক্তার, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন। বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর, দেহখানি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, মাথায় টাক পড়িয়াছে, তথাপি যে কয়গাছি চুল এখনও আছে, সেই গুলিকে বাগাইয়া টাক ঢাকিবার প্রয়াশ করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঢাকা পড়ে নাই। চোখে সোণার চস্‌মা, গায়ে সার্জ্জের কোট, মোটা সোণার চেন ঝোলান, পায়ে রেস্‌মী মোজা ও বিলাতী জুতা, কাঁদে একখানি দোরোখা। মধ্যম—হরিহর দত্ত, খুব মোটা, এত স্থুল যে চলিতেও কষ্ট হয়। তাঁহারও গায়ে কাল সার্জ্জের কোটের উপর ওয়াচগার্ড ঝোলান, পায়ে পশমী মোজা ও বিলাতী বাদামে চাম্‌ড়ার জুতা। ইনি উকীল, পসার তেমন ভাল জমে নাই, কষ্টে সৃষ্টে টাকাশো খানেক আয়। মক্কেলেরা বলে দেহের অনুরূপ বুদ্ধি, যে মোকদ্দমাটি তাঁর হাতে আসে, সেইটেতেই হার হয়; কাযেই পসার বৃদ্ধি না হ'য়ে দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বাহির হইয়া মোটা আওয়াজে,—যেন হাঁড়ি মুখে দিয়ে কথা ক'চ্চেন, বলিলেন, "দাদা, আর বিলম্ব কি ? চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্।"

অক্ষয় দত্ত ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর দিলেন, "পুরুত মশাই এলেই হয়।"

"এই যে ভটচায্যি মশায় এসেছেন," বলিয়া, হরিহর দত্ত, নাপিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হেরো! বাড়ীর ভিতর দেখে আয় ত' নেমতন্নগুলো সারা হ'য়ে থাকে ত' নবীনকে আস্‌তে বল্,

বেরিয়ে পড়া যাক্।" বলিয়া, একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। চেয়ারখানি ভার রাখিতে অপারগ হইয়া কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ মড়াৎ করিয়া উপবেশনকারী সমেত ভূমিসাৎ হইবামাত্র, "আহা" বলিয়া জনকতক বরযাত্রী, যাঁহারা নিকটে ছিলেন, ধরিয়া তুলিলেন। হরিহর নিজের কোঁচার কাপড় দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া লইলেন। হারু বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রবেশধারীও প্রবেশ করিয়া দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। বর-সাজে নবীন দত্ত সেখানে আসিবামাত্র, সেই লোকটি তাহার হস্তে একখানি খামে বন্ধ করা পত্র দিল। নবীন একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া পত্রখানা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতে লাগিলেন, সে লোকটা অনতিবিলম্বে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া অক্ষয় দত্তের কোলের উপর সেইরূপ আর একখান পত্র ফেলিয়া দিয়া, বাহিরে হরিহর দত্তকেও একখান পত্র দিয়া, চক্ষের নিমিষে সদর দরজা পার হইয়া, অদৃশ্য হইল।

অক্ষয় দত্ত পত্রখানি আবরণ মোচন করিয়া পাঠ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। হরিহর দত্তেরও সেই অবস্থা, হাঁ করিয়া শূন্যদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র নবীনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, দেহে বিদ্যুতের ক্রিয়া হইয়া সমস্ত শরীর, ম্যালেরিয়া-রোগী জ্বরের পূর্ব্বে যেমন শীতে কাঁপিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ কাঁপিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া হারু ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। পত্রখানা তখনও তাহার হস্তে খোলাই রহিয়াছে। অক্ষয় দত্তের চমক ভাঙ্গিলে চীৎকার করিয়া বলিল, "যে লোকটা চিঠি দিলে, সে কোথায়? তাকে ডাক্ ও রে ভোলা!"

"ভোলা বাহির হইতে উত্তর দিল, এখানে কেও নেই ত' বাবু।"

"তাকে চাইই, কার্ এমন সাহস, যে এ রকম থ্রেট্নিং (threatening) চিঠি লেখে ?"

অক্ষয় দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকেও একখানা দিয়েছে নাকি! কি লিখেছে ?"

হরি। স্পর্দ্ধা দেখনা—লিখেছে, I command you to stop the procession and you are forbidden to come to marry Pashu Babu's daughter, if you do not obey, beware of your life. (তোমাদের হুকুম করা যাইতেছে, যে পশুপতি বাবুর কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য যাত্রা করা বন্ধ কর, যদি অমান্য কর, তাহা হইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিও) "এ লোকটা কে দাদা! তোমায় কি লিখেছে ?"

অক্ষয়। ঐ এক গৎ। তাই ত' আমাদের ভয় দেখাতে কার্ সাহস হবে ? তা ছাড়া আমাদের পশু বাবু একজন ধনী, মানী ও দুর্দ্দান্ত জমীদার, তাঁর মেয়ের বে পণ্ড ক'র্‌তে চায়, সে লোক কেমন ? একটুকু ভাববার বিষয় বটে!

হারু। বড় বাবু! ছোট বাবু একখান পত্তর পেয়ে ভিরমী যাবার মতন হ'য়েছেন।

হরি। কৈ সে পত্তর খানা দেখি ?

হারু নবীনের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া হরিহরকে দিলে, তিনি মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন, "চেঁচিয়ে পড় শুনি।" হরিহর নিম্নলিখিত কয়েকছত্র পাঠ করিলেন। "Nabin! you are forbidden to marry Pashu Babu's daughter, if you do not listen and obey, you will do so at your

life's risk and your wickedness regarding Banamalee's sister will be openly proclaimed. Your opponent is powerful and strong enough to crush you. নবীন! তোমাকে পশুবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা যাইতেছে, যদি তুমি হুকুম অমান্য কর, তোমার জীবনের দায়িত্বে করিও। বনমালীর ভগ্নীর বিষয় সাধারণে প্রকাশ করা যাইবে। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাশালী এবং বলবান, অনায়াসে তোমায় নিষ্পেষিত করিতে পারে।"

"দাদা! ইংরাজ-রাজত্বে এরূপ ভয় দেখিয়ে পার পেতে পারে, ইহা কল্পনাও করা যায় না। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক, দেখি সে কত ক্ষমতাশালী, না হয় সঙ্গে পুলিস নিয়ে যাওয়া যাক।"

অক্ষয় দত্ত খুবই ভয় পেয়েছেন কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া, বাহিরে সাহস দেখাইয়া বলিলেন, "চল, জনকতক লাল-পাগড়ী সঙ্গে থাক্‌লে, কোন বেটা এগুবে না।" বৈঠকখানায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এ উহার মুখের দিকে দেখে, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কোন কথা বলিতে পারিতেছে না।

একটী বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার মতে না যাওয়াই ভাল, পত্রগুলি পশু বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে লিখে দেওয়া হ'ক, যে এ লগ্নে বিবাহ হ'তে পারে না, ২৪শে দিন আছে,—সেই লগ্নে বিবাহ হবে ও ঐ দিন জন পঞ্চাশ লেঠেল পাঠিয়ে দেন, আমরাও নির্ভাবনায় যেতে পারি।"

অক্ষয়। পুলিশ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়াতেও, আপনাদের মত নেই?

বৃদ্ধ। না বাবু, তাতে মত ক'র্‌তে পারি না। পুলিশের কত লোক তোমাদের সঙ্গে থাক্‌বে, যে আমরা নির্ভয়ে যেতে পার্‌ব?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরি। এখানকার থানায় যত লোক আছে, সব যাবে—বোধ হয় ২০।২৫ জন।

বৃদ্ধ। যে লোকটা ওরকম ক'রে লিখেছে, সে নিশ্চয়ই দু একশ লোকের মওড়া নেবার মত লোক মোতায়েন রাখ্‌বে।

অক্ষয়। আমাদের গাঁয়ে রঘু সর্দ্দারের দল আছে, তারা জমীদারের মাইনে খায়, তাদের সঙ্গে নেওয়া যাক্, তা হ'লেই আমরাও প্রায় একশো জন হব।

বৃদ্ধ। না হে বাপু! ও সব তার কাছে ফুঁয়ে উড়ে যাবে, আমাদের সাহস হ'চ্চে না। দুখান লুচি খেতে গিয়ে, প্রাণ হারাতে কেও রাজী হবে না।

অক্ষয়। মামা বাবু! আপনার মত কি? হরিহর যা ব'ল্‌ছে, সেটা মন্দ কি?

মামা বাবু—অক্ষয়ের মাতুল, নিকটেই তাঁহার বাড়ী, কিছু জমিজমা আছে, সঙ্গতিপন্ন। মামলা মকোদ্দমা ও আইনকানন বেশ বুঝেন, বয়স ৫৫।৫৬। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি যাও, আমায় তোমাদের সঙ্গে অগত্যা যেতে হবে, কিন্তু বাবাজি! সাহস হয় না।"

অক্ষয়। লোকটা জান্‌তে পার্‌লে, তার ক্ষমতা কত বুঝ্‌তে পারা যেত। কিম্বা হয়ত' কোন দুষ্ট ছেলে, মজা দেখ্‌বার জন্য ক'রেছে।

মামা। যে লোকটা এতদূর সাহস রাখে, নিশ্চয়ই তার কোমরে খুব জোর আছে, ব'লে বোধ হয়। এ কোন দুষ্ট ছেলের কায নয়। হরিহর যা বলেন, অনেকটা নিরাপদ বটে, তবে সে যে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য ক'র্‌বার জন্য লোক রাখে নি, আমার মনে নেয় না। নিশ্চয় তার চর ঘুর্‌ছে, তাই ভাব্‌চি কি করা যায়?

হরি। আপনারা ভাবতেই থাকুন, সময় কারো হাতধরা নয়,—জানেন ত?

বৃদ্ধ। আমি বাপু যেতে নারাজ, তোমরা যাই বল না কেন। তোমরা কেও যাবে হে?

জ'ন কতক যুবক উঠিয়া বলিল, "অক্ষয় কাকা! আপনারা যদি যান, আমরা ২০।২২ জন প্রস্তুত আছি, রঘুসর্দ্দারের দল আর জন কতক পুলিশ সঙ্গে থাক্‌লে আমরা ডরাই না।"

হরি। দাদা, চলুন দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ি।

অক্ষয়। আপনারা কেও যাবেন না ত' আমাদের অনুমতি দিন, আমরা যাই।

বৃদ্ধ। তোমাদের সাহস থাকে যাও, আমরা কাঁচা মাথা দিতে পার্‌ব না।

হরি। বেশ। পেমা! রঘুসর্দ্দারকে ডেকে নিয়ে আয়। নায়েবকে নেমতন্ন করা হয় নি?

অক্ষয়। হ'য়েছে বৈ কি, তিনি আসেন নি?

হরি। কৈ তাঁকে দেখ্‌ছি না। পেমা! যাবার সময় জমাদারী কাছারী থেকে, তাঁকে ডাকিস্ ত'।

নবীন পত্র পাঠ করিয়া নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া রহিল, কেহই তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই। যাওয়া স্থির হইলে, হারু নিকটে গিয়া অনেক ডাকাডাকি করিয়া উত্তর না পাইয়া, গাত্রে হস্ত দিবামাত্র, সে এক পার্শ্বে পড়িয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো! ছোট বাবু কথা ব'ল্‌চেন না কেন?"

"সে কি রে?" বলিয়া, সকলে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। অক্ষয় বাবু নিকটে আসিয়া "নবীন! নবীন!" বলিয়া, দুই তিনবার

আহ্বান করিয়া উত্তর পাইলেন না, হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! হরিহর, চট্ ক'রে এক ঘটী জল আনাও, ফেণ্ট faint গিয়েছে।" দু একটী যুবক দ্রুত ভিতর হইতে এক বাল্‌তি জল আনিয়া মুখে চোখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল, কিন্তু এক বাল্‌তি জল শেষ হইল, তথাপি মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না দেখিয়া, ধরাধরি করিয়া বৈঠকখানার ভিতর লইয়া গিয়া শয়ন করাইল। অন্দরে সংবাদ পৌঁছিবামাত্র মেয়েরা ক্রন্দনের রোল তুলিল। অক্ষয়ের বৃদ্ধামাতা ক্রন্দন করিতে করিতে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া নবীনকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, "বাবা! এক বার চাও, ধন আমার কথা কও, কেন অমন ক'রে রয়েছ, কিসের অভিমান হ'য়েছে, বাপ আমার?" বলিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "অকি! একবার দেখ বাবা, আমার নবী কেন এমন হ'ল?"

অক্ষয় জানিতেন ও ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে, বলিলেন, "মা! এখনি সেরে যাবে ভয় কি? চল ভিতরে নিয়ে যাই। হারু! তুই দৌড়ে ডাক্তার বোস্‌কে আমার নাম ক'রে ডেকে আন্।" কয়েকজন নবীনকে ক্রোড়ে করিয়া উপরে তাহার বিছানায় শয়ন করাইয়া দিল। অক্ষয় একখানি প্রেস্ক্রপ্‌সন লিখিয়া গ্রামস্থ ডাক্তারখানা হইতে সত্বর ঔষধ আনিতে উপদেশ দিয়া, ল্যাভেণ্ডারের পটী মাথায় দিয়া তাহার পার্শ্বে বিছানায় বসিয়া উদাস-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অক্ষয় বাবুর স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এমনতর কেন হ'লো গা?"

অক্ষয়। তা ব'ল্‌তে পারিনা, বোধ হয় সমস্ত দিন উপবাসী, তার উপর সক্ (shock) লেগে মূর্চ্ছা গেছে, ভয় নেই ওষুধটা আসুক, এখনি সেরে যাবে।

অক্ষয়, মা। কোথায় রাম রাজা হবে, না এ যে বনবাস হ'ল। হা ভগবান! কি ক'রলে। এমন অলুক্ষণে মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছিল, যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আমি সেখানে আর বে দোব না।

অক্ষয়। মেয়ের অপরাধ কি মা? কোথায় ভেবেছিলুম নবীনের একটা বড় হিল্লে হ'ল, তা না হ'য়ে আমাদের বরাত গুণে—ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অ. স্ত্রী। আর হিল্লেয় কাষ নেই। ঠাকুরপো আমার ভালয় ভালয় সেরে উঠুক, আমি হরির লুট দেব। এমন বিপদ হবে, স্বপ্নেও যে কখন ভাবিনি গা!

ডাক্তার বোস উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

অক্ষয়। এই দেখ ভাই! আমাদের হরিষে বিষাদ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

জমীদার-বাড়ী খুব ধুম লাগিয়াছে, চতুর্দ্দিকে লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে। সদর-গেটের উপর নহবতে ভৈরবী আলাপ হইতেছে। অন্দরে মেয়েরা মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যস্ত, শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে পাড়া গুলুজার। অন্য সকলেই আনন্দিত, কিন্তু প্রভা ও তাহার মাতা বিমর্ষ। একটি বৃদ্ধা-আত্মীয়া প্রভার মাতাকে বলিলেন, "বৌমা! আজকের দিনে মনমরা হ'য়ে থাক্‌তে নেই, এমন দিন কি আর হবে? তোমায় বিমর্ষ দেখে নাত্‌নীরও প্রাণে সুখ নেই।"

প্রভার মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি ক'র্‌ব মা! মন যে প্রবোধ মান্‌ছে না, কেবল মনে হ'চ্ছে—আজ আমার কি একটা সর্ব্বনাশ হ'বে।"

বৃদ্ধা। ছিঃ মা! অমন অমঙ্গলের কথা মনে ঠাঁই দিও না। যাও মা, নান্দীমুখের যোগাড় ক'রে দাওগে, এখনি পুরুত আস্‌বেন।"

"এই যাই মা!" বলিয়া, প্রভার মাতা প্রস্থান করিলেন।

পশুপতি বাবু স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, যেখানে নান্দী-মুখের আয়োজন হইতেছিল, সেই স্থানে আসিয়া একখানি আসনে উপবেশন করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরুতমশায় এখনো আসেন নি?"

গৃহিণী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, "না।"

পশু। সকাল সকাল আস্‌তে ব'লেছিলাম, তাই বুঝি বিলম্ব ক'র্‌ছেন?

গৃহিণী। তিনি কা'ল ব'লে গেছেন, তিনি আস্‌তে পারবেন না, তাঁর ভাইপো সুধীর আস্‌বে।

পশু। তিনি আস্‌তে পারবেন না কেন?

গৃহিণী। মিত্তির-বাড়ীতে ব্রতী হ'য়েছেন।

পশু। সেখানে সুধীরকে পাঠাইলেই হ'ত। মিত্তির-বাড়ীর কেও আস্‌বে না?

গৃহিণী। না, তারা কেউ আস্‌বে না।

পশু। তোমার মুখখানা এমন শুকনো কেন, অসুখ করেনি ত'?

গৃহিণী প্রত্যুত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিলেন। পশুপতি বাবুর ভ্রাতষ্পুত্র নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেন! সব নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে, কেউ বাদ পড়েনি ত'?"

নগেন। আজ্ঞে কেউ বাদ পড়েন নি। মিত্তির-পাড়ার কেউ নেমন্তন্ন নিলেন না।

পশু। কারণ?

নগেন। তাঁরা বলেন, যে বাক্‌দত্তা-মেয়ের অন্য পাত্রে বে দিতে পারে, তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ক'রে আমরা পতিত হ'তে ইচ্ছে করি না, আমরা কেউ যাব না।

পশুপতি বাবু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "বটে! কে কে ব'লেছে?"

নগেন। হেম ঘোষ, মথুর বোস, অঘোর মিত্তির, আর আর সকলে; মিত্তির-পাড়ার বামুনরাও ঐ ব'লে নেমন্তন্ন নিলেন না।

পশু। আচ্ছা, তাতে কিছু এসে যাবে না। এইবার বামুন-পাড়ায় যাও।

নগেন। সেখানেও বাড়ী বাড়ী ব'লে এসেছি, কিন্তু তাঁদের

যেরকম ভাব দেখ্‌লাম, যদিও মুখ ফুটে কেও কিছু বলেন নি, বোধ হয় তাঁরাও আস্‌বেন না।

পশু। বুঝেছি, এ হেম ঘোষ আর মথুর বোসের কায। একবার তোমার মেজ কাকাকে পাঠিয়ে দাও।

নগেন "যে আজ্ঞে" বলিয়া, প্রস্থান করিল। পশুপতি বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "আগে কাযটা মিটে যাক্, তার পর আমি তাদের দেখ নেব।"

গৃহিণী। তাদের তুমি কি দেখে নেবে? তারা তোমার একচালে বাস করে না, আর তোমার রেওতও নয়।

পশু। তুমি দেখে নিও, আমি তাদের কেমন না জব্দ করি।

গৃহিণী। এখন ত' তুমি জব্দ হও, পরে তাঁদের পার আর নাই পার।

পশু। তুমি দে'খ, আমি তাদের কেমন জব্দ করি।

"কিরে পশো! কাকে জব্দ ক'র্‌ছিস্‌" বলিতে বলিতে মেজ বাবু প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী হস্ত পরিমিত ঘোমটা দিয়া নিকটস্থ একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পশুপতি বাবু গম্ভীর-বদনে ও রোষায়িত-নয়নে বলিলেন, "মিত্তির আর বামুন-পাড়ার কেউ নেমন্তন্ন নেন্‌নি, তা ছাড়া হেম ঘোষ, মথুর বোস আর আর সকলে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।"

মেজ। আমি আগে থেকেই জানি, যে এই রকম একটা কিছু হবে; তোর জন্যেই গ্রামে একটা দলাদলির সৃষ্টি হ'ল।

পশু। আমার ইচ্ছে, আমার মেয়ের বে যেখানে খুসি দেব, তাতে অন্য লোকের আপত্তি ক'র্‌বার অধিকার কি আছে?

মেজ। আছে বৈ কি ভাই! বাক্‌দত্তা-কন্যার অন্য পাত্রে বে

দিলে, তাকে ব্যভিচারিণী করা হয়। হিন্দু হ'য়ে কেমন ক'রে তারা তার প্রশ্রয় দিতে পারে? তারা তোর গোঁয়ারতুমির ধার ধারে না; হ'লেই বা তুই ধনী জমীদার? সমাজ তোর খাম-খেয়ালি সইবে কেন? তুই যদি আমার ভাই না হ'তিস্, আমিও তোর সংস্রব ত্যাগ ক'র্‌তাম।

পঞ্চু। আমি কিন্তু যেমন ক'রে পারি, ওদের জব্দ ক'র্‌ব।

মেজ। তুই ওদের কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বি না। তারাও তোর মতন একজন জমীদারের আশ্রিত। শেষে তোকেই পায় ধ'র্‌তে হ'বে।

পঞ্চু। কখনই নয় মেজ-দা! কেন ওদের পায়ে ধ'র্‌তে যাব?

মেজ। বরযাত্রীরা যখন এসে দেখ্‌বে, যে তোর আত্মীয়-কুটুম্ব ভিন্ন, গ্রামের স্বজাতিদের মধ্যে কেউ নেই, তখনি তারা কারণ জানবার জন্য ব্যস্ত হবে, তখন তুই কি উত্তর দিবি?

পঞ্চু। আমি সমস্ত খুলে ব'ল্‌ব।

মেজ। তা হ'লে কি তুই মনে করিস, তারা খুসী হ'য়ে বিনাবাক্য-ব্যয়ে বে দিয়ে চ'লে যাবে, কখনই নয়? আর একটা কথা, তারা যখন দেখ্‌বে তাদের জমীদার-বাড়ীর কেউ নেমন্তন্ন রাখ্‌তে আসেনি, তারা তখনি উঠে যাবে, তোর মেয়ের সঙ্গে বে দেবে না।

পঞ্চু। তাদের জমীদার ত' আমি।

মেজ। সে আজ দুদিন! তোকে কেউ চেনেও না, বিশুদার নাম তারা কেউ ভোলেনি। ছোটলোক মহলে, এখনও তাঁকেই জমীদার ব'লেই জানে। যাক্, তুই এখন বোস্, পুরুত ব'সে আছে।

পঞ্চু। বাইরে ব'সে আছে বুঝি? ঝি, ডেকে দে।

পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার বয়স ২৬।২৭, ইনি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। খুল্লতাতের নিকট দশকর্ম্ম শিক্ষা

করিয়াছেন। সামান্য ইংরাজি পাঠ করিয়া টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রবেশ করিলে পশু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব কেন?"

তিনি নির্ভয়ে বলিলেন, "আমি বহুক্ষণ আসিয়াছি। আমাদের পাড়ার ব্রাহ্মণগণ আমাকে আপনার কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু কাকার অনুমতি লইয়া আসিয়াছি।"

পশু। তিনি মিত্তির-বাড়ী গিয়েছেন বুঝি? বেশ আর বিলম্বে আবশ্যক নাই।

পশুপতি বাবু বড় বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সুধীর বিদ্যারত্ন মন্ত্র বলাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতেছিলেন, এক একটি মন্ত্র দুই তিনবার বলাইতে হইতেছিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয় পশুপতি বাবুর বাড়ীর সমস্ত সংবাদই রাখিতেছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "গ্রামে খুব ঘোঁট পাকাচ্ছে, কেউ নেমন্তন্ন নেবে না।"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে আমায় নিমিত্তের ভাগী হ'তে হ'লো না, এই ঢের।"

বেদান্ত। তোমায় সকলেই স্নেহ করেন, সেই কারণে সকলেই তোমার পক্ষ হ'য়েছেন।

বিজয়। আমি তাঁদের কাছে হীন। সমস্ত প্রস্তুত, চলুন। সেখানে সুধীরকে পাঠালেন ?

বেদান্ত। সে কি যেতে চায়! বলে, "ওর ধোপা নাপিত বন্ধ ক'রে দেওয়া হোক, অমি যাব না।" অনেক ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে—তবে পাঠিয়েছি।

বিজয়। কাযটা পণ্ড না হয়, তাতে আমারি ক্ষতি।

বেদান্ত। ওরা ত' তা জানে না। ওদিকের বন্দোবস্ত সব ঠিক ত ?

বিজয়। হ্যাঁ সমস্ত ঠিক। আর এক চাল্ চেলেছি, সেখানকার নায়েব আর লেঠেল সর্দ্দারকে ডেকে পাঠিয়েছি।

বেদান্ত। তারা আস্‌বে ত' ? এখন তোমার জমীদারী নয়, সন্দেহ হয়, যদি না আসে।

বিজয়। নিশ্চয় আস্‌বে। নায়েবের টিকি আমার কাছে বাঁধা, আর রোঘো সরদার নায়েবের হুকুমে আস্‌বে।

বেদান্ত। কখন আস্‌তে ব'লেছ ?

বিজয়। সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌঁছিবে।

বেদান্ত। ভাল, চল এখন আমরা কায়ে বসি গে।

বিজয় "চলুন" বলিয়া অগ্রসর হইল। নান্দীমুখ শেষ হইতে দুইটা বাজিয়া গেল। দুইটার পর বিজয় দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া দাও-য়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা মহাশয়! নারাণপুরের লোক ফিরে এসেছে ?

দাওয়ান বলিলেন, "না ভাই! এখনো আসে নি।"

দাওয়ান মহাশয় বিজয়ের পিতামহের সময়ের লোক, তাঁহার বয়স প্রায় বাহাত্তরের কাছাকাছি। বিজয় ইঁহার নিকট জমীদারী সেরেস্তার কাযকর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে, ইনিও অত্যন্ত যত্নের সহিত শিখাইতেছেন। বিজয়ের মতিগতি পরিবর্ত্তনে, তাহার পুরাতন কর্ম্মচারিগণ সকলেই সুখী হইয়াছে ও যত্নপূর্ব্বক জমীদারী সংক্রান্ত কূট হিসাবপত্রগুলি প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, যেন তাঁহাদের অবর্ত্তমানে, তাহাকে ঠকিতে না হয়।

যে ব্যক্তি নারায়ণপুরে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, "নায়েব ও রঘু সর্দ্দার আসিয়াছে।" বিজয় তাহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিল ও আহারাদির পর তাহাদের সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া, দাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা মহাশয়! ঘাটিতে কাকে রেখেছেন ?"

দাওয়ান। ভোলা পঞ্চাশ জন নিয়ে থাক্‌বে।

বিজয়। এখানকার কি বন্দোবস্ত ক'রেছেন ?

দাওয়ান। নিধে আর রত্না দুশো লোক নিয়ে মোতায়েম থাক্‌বে।

বিজয়। ও তরফের কি রকম ভাব ?

দাওয়ান। বেন্দা, জন তিরিশ নিয়ে দেউড়ীতে থাক্‌বে। বেন্দা রত্নার শাকরেদ; রত্না যদি নাবে, ও লোক জন নিয়ে গা ঢাকা দেবে।

বিজয়। আর সব পাকা বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে ?

দাওয়ান। তোমার বুড়ো দাদা আট ঘাট বেঁধে নিশ্চিন্দি হ'য়ে ব'সে আছে।

নারায়ণপুরের নায়েব ও রঘু সর্দ্দার আহারাদি করিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। বিজয় তাহাদের সমাদরের সহিত বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর, নায়েব জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! আমাদের তলব ক'রেছেন কেন ?" বিজয় তাহাদের পার্শ্বের একটী কামরায় লইয়া গিয়া বসাইয়া বলিল, "নায়েব ও রঘু সর্দ্দার! দৈব-দুর্ব্বিপাকে ও আমার মতিচ্ছন্নের জন্য নারাণপুর আমার হাত ছাড়া হ'য়েছে কিন্তু আমার পুরাণো প্রজারা ও কর্ম্মচারীরা সকলেই আছেন, আমার জন্য বোধ হয় তোমরা আগেকার মত কায ক'র্‌তে কেও অস্বীকার ক'র্‌বে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। তোমরা আমার সাহায্য ক'র্‌তে প্রস্তুত কি না ?"

তাহারা সমস্বরে বলিল, "আমাদের জান আপনার জন্য হাজির।"

বিজয়। শুনে সুখী হ'লাম, যে তোমরা নেমকহারাম নও। এখন আমার কাহিনী শোন। তোমরা জান বাবা জীবিত থাক্‌তে পশুপতি বাবু তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, যে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বে দেবেন। মা আমার তাই স্থির জেনে, আর কোথাও চেষ্টা করেন নি। পুজোর পর তিনি ব'লে পাঠালেন, যে আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বে দেবেন না। মা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কতকগুলো অকথা কুকথা বলেন ও আমি মাতাল, বেশ্যাশক্ত ইত্যাদি বলিয়া আমার সঙ্গে বে দেবেন না। মা আমার বড় অভিমানিনী,

তিনি বড় অপমানিত হ'য়েছেন মনে ক'রে আমায় গালমন্দ দেন ও কাঁদাকাটি করেন। আমি মার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে আমি ওকেই যেমন ক'রে পারি বিবাহ ক'রে, মার অপমানের প্রতিশোধ নেব। সেই জন্য তোমাদের একটু সাহায্য দরকার, তাই ডাকাইয়াছি, আশা করি আমায় নিরাশ ক'র্বে না ও যথাসাধ্য সাহায্য ক'র্বে।

রঘু সর্দ্দার উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করিয়া বলিল, "হুকুম কর, কি ক'র্তে হবে? সাহায্য টাহায্য আমি ছোটলোক বুঝি না! এ বাড়ীর নেমক খেয়ে আমার বাপ দাদা মরেছে, আমারও এই দেহটা তোমাদের খেয়ে মুটিয়েছে। যে আমার মার অপমান ক'রেছে, তার মাথাটা ছিঁড়ে এনে দি, খালি হুকুম দাও বাবু! রোঘো মিথ্যা কথা জানে না, নেমকহারাম নয়।"

নায়েবও করযোড়ে বলিল, "আপনাদের অন্নে আমারও বাপ পিতামো মানুষ, আমিও আপনাদের চরণে বাঁধা, কি ক'র্তে হবে হুকুম করুন, যদি প্রাণ যায়, আমরা হাস্‌তে হাস্‌তে কাম ক'রে দিয়ে ম'র্ব?"

বিজয়। এখন তোমাদের কিছুই ক'র্তে হ'বে না। তোমাদের ডাক্‌তেই যে এসেছ, তাতেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে। আমার ইচ্ছে নয়, যে আজ তোমরা গাঁয়ে থাক। রঘু! যদি দরকার হয়, লাঠি ধ'র্তে হ'বে?

রঘু। বেশ হুজুর! রঘো লাঠি ধ'র্তে কখন পেছ্‌-পাও নয়। গোলাম হাজির।

বিজয়। খুব খুসী হ'লাম, আজ এইখানে থেকে, কা'ল বৌ দেখে যেও। বিজয় দাওয়ান মহাশয়কে তাহাদের ভার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে হেলে পড়িয়াছেন। পূর্ব্বদিকটায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। দুইদিক হইতে নহবতে পূরবী আলাপ হইতেছে। একটু দূর হইতে শুনিলে বোধ হইবে, যে এক স্থানেই বাজিতেছে। প্রকাণ্ড সামীয়ানার নীচে সুন্দর ফরাস পাতা হইয়াছে। মধ্যস্থলে পারস্য দেশীয় কার্পেটের উপর কাল মখমলের সাচ্চা সোনালী কায করা চাদর, চাদরের চারিধারে মোটা মোটা তাকিয়া দিয়া বরের স্থানটুকু আলাহিদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চারি কোণে যোল-ডেলে ও মধ্যস্থলে একটি বত্রিশ-ডেলে ঝাড় খাটান, ঝাড়ের মধ্যে মধ্যে রঙ্গিন লণ্ঠন খাটাইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রত্যেক ঝাড়ের দুই একটি বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশুবাবু শুষ্কমুখে একপার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি হইয়া আটটা বাজিল। পশুবাবু বরযাত্রীদের আগমন সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া দাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাদের কোন খবর পেয়েছেন ?"

দাওয়ান বলিলেন, "না এখনও কোন খবর পাই নাই।"

পশু। কে খবর দিয়ে যাবে ?

দাওয়ান। ঐ গাঁয়ের দেবী মোড়লকে ভার দিয়েছি, তারা ঢোক্‌বামাত্র খবর দিয়ে যাবে।

পশুপতি বাবু ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "আটটা বেজে গেছে, এখনও খবর এল না কেন, দশটায় যে লগ্ন ?" সম্মুখে বেন্দা সর্দ্দারকে

দেখিয়া বলিলেন, "বেন্দা! দেখে আয়ত' বরযাত্রীরা কতদূরে, শিগ্‌গির খবর চাই।"

বেন্দা সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর! দশ মিনিটের মধ্যে তিন ক্রোশের খবর এনে দিচ্ছি।" বলিয়া, একটা আট হস্ত-পরিমিত লাঠি লইয়া চলিয়া গেল।

বিজয়ের ইংরাজি-ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, পশুপতি বাবু বলিলেন, "ওরা বেরুল বুঝি? ওর কোথায় বে হ'বে, এত বিলম্বে বেরিয়ে সময়ে পৌঁছিতে পার্‌বে?"

দাওয়ান বলিলেন, "শুন্‌লাম ক'ল্‌কেতায়, নিজের লঞ্চে (Launch) যাবে, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিবে।" ইতিমধ্যে বেন্দা সর্দ্দার ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, যে তিন ক্রোশের মধ্যে সে কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। পশুপতি বাবু শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিনীকে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হ'ল, বরযাত্রীদের দেখা নেই, বেন্দা তিন ক্রোশ দেখে এসেছে, কাউকে দেখ্‌তে পায় নি, কি হ'বে, জাত যায় বুঝি।"

"ওমা! সে কি গো! একি সর্ব্বনেশে কথা গো! আর কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও না গো!" বলিতে বলিতে গৃহিণী সেই স্থানে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন ও মনে মনে বলিলেন, "মা দুর্গা! মনোবাঞ্ছাপূর্ণ ক'রো মা!"

পশু বাবু পুনরায় বাহিরে আসিয়া বেন্দাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই; আর একবার গিয়ে দেখে আয়, তারা কতদূরে?"

সে "যো হুকুম" বলিয়া, লাঠির ভরে উঠিয়া গেল।

মেজ বাবু সামান্য একটু তয়েরি অবস্থায় আসিয়া দেখা দিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ রে! তোর্ বরযাত্রীরা কৈ? নটা বাজিল যে।"

পশুপতি বাবু অস্থির ভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাই ত' মেজদা এখনও এল না কেন ?"

মেজ। আমি জানি তারা আস্‌বে না। এখন কি ক'র্‌বি ?

পশু। তাই ত' দাদা এখন কি করি ? ভগবান কি পাপে আমায় এমন বিপদে ফেল্‌লেন।

মেজ। ভগবান ফেলেন নি ভাই! তোমার বুদ্ধি ফেলেছে। আজ রাত্রিতে যদি ওর বে না হয়, তা হ'লে এ জীবনে ওর আর বে হ'বে না জানিস্।

পশু বাবু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত দ্রুত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীর নিকট গিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া ভূমে উপবেশন করিয়া অধোবদনে রহিলেন।

গৃহিণী। হ্যাঁগা! কিছু খবর পেলে ?

পশু বাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া হতাশব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "না তাদের দেখা নেই।"

গৃহিণী "হা নারায়ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন, পশুপতি বাবু বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটি দাসী সেই স্থানে আসিয়াছিল। সে ঐ অবস্থা দেখিয়া সত্বর পাখা ও জল আনিয়া তাঁহাদের চক্ষে ও মুখে দিয়া বাতাস দিতে দিতে, তাঁহাদের জ্ঞান হইল। গৃহিণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আজ যদি ওর বে দিতে না পার, তা হ'লে দোপড়া-মেয়ে ব'লে কেউ বে ক'র্‌বে না। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, যা হয় কর।"

পশু বাবু মন্ত্র-চালিতের ন্যায় বাহিরে আসিয়া দাওয়ান ও নায়েবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এখন কি করা যায় ? মেজদাকে খবর দাও।" নায়েব তাঁহার অনুসন্ধানে গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এতক্ষণে বিজয়ের শোভাযাত্রা পশুপতি বাবুর সদর-গেটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হস্তী, ঘোটক, মটর, ঘোড়ার গাড়ী ও বরযাত্র অসংখ্য, গ্রামের অধিকাংশ লোক বিজয়ের নিমন্ত্রিত বরযাত্র হইয়া, তাহার সহিত বিবাহ দিতে যাইতেছেন। সে স্থানে আসিয়াই গোটা-কতক বোমায় অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র যেন শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। নানা রকমের বাজীও পোড়ান হইতে লাগিল। মেয়েরা কায কর্ম্ম ফেলিয়া শোভাযাত্রা দেখিবার নিমিত্ত ছাদে উঠিল।

মেজ বাবু নায়েবের সহিত আসিয়াই বলিলেন, "এই যে বর এসেছে।"

নায়েব। আমাদের নয়।

মেজ বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কে ব'ল্‌লে আমাদের নয়? নিশ্চয় আমাদের।"

পশু। না মেজদা, সত্যি আমাদের নয়, বিজয়।

মেজ। ওকেই আটকাতে হবে। চ' পশু! অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসি। নাপিত কৈ?

"এই যে হুজুর" বলিয়া, নাপিত সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। মেজ বাবু পশুপতি বাবুকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া গিয়া ফটকের সম্মুখীন হইবামাত্র, বিজয়ের চতুর্দ্দোলা তাঁহাদের নিকটে আসিল। মেজ বাবু নাপিতকে ইঙ্গিত করিলে, সে বরকে কোলে করিয়া সভায় আনিয়া বসাইল। বরযাত্রীরা সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া এক একটি হুঁক্কা লইয়া আসরে বসিলেন। অন্তঃপুরে এক সঙ্গে দশ বারটি শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

শঙ্খধ্বনি শ্রবণ মাত্র গৃহিণী বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাকার বর?"

আত্মীয়া বলিল, "শুন্‌লাম, মিত্তিরদের বর এইখান দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে আটক ক'রে আনা হ'য়েছে?"

গৃহিণী গলায় কাপড় দিয়া "জয় মা দুর্গে, মান রেখেছ" বলিয়া, প্রণাম করিয়া সোৎসাহে যোগ দিলেন। প্রভা যদিও স্থির জানিত যে, যেমন করিয়া হোক বিজয় বিবাহ করিবেই, তথাপি সন্দেহ ও ভয় ছিল, এক্ষণে প্রফুল্লিত হইল ও মুখের বিষাদ-কালিমা আনন্দে পরিণত হইল।

পশুপতি বাবু একপার্শ্বে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ঘৃণায় ও অপমানে মুখ তুলিতে সাহস হইতেছিল না। মেজ বাবু বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্‌দা! লগ্ন কটায়?

বেদান্ত। নটা বাহান্ন মিনিট হইতে দশটা একান্ন মিনিট মধ্যে।

মেজ বাবু ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "দশটা বাজতে দশ মিনিট আছে। পশো! আর দেরী ক'রিস্ না।"

পশুপতি বাবু অবনত মস্তকে অনুমতি লইয়া বরকে অন্তঃপুরে লইয়া প্রবেশ করিলেন। বিজয় সভাস্থ হইয়াই নারাণকে নিকটে আহ্বান করিয়া চুপে চুপে বলিয়া দিল, "মাকে ব'লে আয়, নির্ব্বিবাদে কার্য্য সফল হইয়াছে।"

জমীদার-গৃহিণী মনে করিয়াছিলেন, যে হয়ত' খুন-খারাপি হইবে, কিন্তু তাহা না হওয়ায় মনে মনে বিজয়কে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিলেন। বর স্ত্রী-আচারের নিমিত্ত যখন উঠিয়া গিয়াছিল, পশুপতি বাবু আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী-আচার শেষ হইলে, গৃহিণী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে তিনি শুইয়া আছেন, নিকটে আসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুয়ে প'ড়েছ যে, কোন অসুখ করেনি ত'?"

পশু। বড় অপমানিত হ'তে হ'ল। যাকে মেয়ে দেব না ব'লেছিলাম, তারি হাঁটু ধ'রে দিতে হল। তোমাদেরি জিত, আমার হার হ'য়েছে।

গৃহিণী। আমাদের জিত কি রকম? যাকেই মেয়ে দিতে. তারি হাঁটু ধ'রে দিতে হ'ত।

পশু। যাক্, এখন আশীর্ব্বাদ করি, উহারা মনের সুখে দীর্ঘজীবি হ'য়ে ঘরকন্না করুক।

গৃহিণী। শুয়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না, উঠে যাও, আর যেটুকু বাকী আছে, সেরে এস।

পশু। আর পার্‌ছি না, দুর্ভাবনায় মাথার ঠিক নাই, বড় ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছে।

গৃহিণী। তা ব'ল্লে কি চলে, উঠ। আমি মেয়েদের খাওয়াবার জোগাড় করিগে।

পশু বাবু শয্যাত্যাগ করিয়া কন্যা-সম্প্রদান শেষ করিয়া বর ও কন্যাযাত্রীদিগকে যত্নপূর্ব্বক আহারাদি করাইয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে বর-ক'নে বাসরে প্রবেশ করিল। আহারাদি শেষ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাসর-ঘরের সন্নিকটে বিজয়, হেম ঘোষ, মথুর বোস ও মেজবাবু কথোপকথন করিতেছিলেন। মেজ বাবু বিজয়ের স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন. "হেবো! তোর বাহাদুরি আছে বাপধন!"

পশু বাবু মধ্যমের কথা শুনিয়া বলিলেন, "হেবো! তুই জিতেছিস্ বাবা! বিশুদার নাম রাখ্‌তে পার্‌বি। সত্যি তোর বাহাদুরি আছে, আমায় হারিয়েছিস্।"

উপসংহার।

বিবাহের পরদিবস প্রাতঃকালে পশুপতি বাবু কাছারীতে আসিয়া দেখিলেন, যে বরপক্ষীয় হেমঘোষ, বেদান্তবাগীশ ও মিত্র-পাড়ার আরও কয়েকজন কাছারী-বাড়ী উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। তিনি সাদর-অভ্যর্থনা করিয়া হেমঘোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি আমার কন্যাকে যাহা দিব মনস্থ করিয়াছিলাম, তার মধ্যে গতরাত্রে অলঙ্কারাদি ও দানসামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আপনারা আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। নফরা! উকীল-বাবুকে ও জামাইকে ডেকে দে।"

বিজয় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডেকেছেন ?"

পশুপতি বাবু তাহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "দেখ বিজয়! তাহাদের সহিত আমার কথাবার্ত্তা স্থির ছিল, যে আমি নারাণপুর তালুক ও বিশ হাজার নগদ আমার কন্যাকে দেব। তুমি কি চাও বল ? লজ্জা কোর' না ?"

বিজয়। আপনার যা ইচ্ছা হয় দেবেন, আমি কি ব'লব।

ইতিমধ্যে মেজ বাবু উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি রে হেবো! বাসনাপূর্ণ হ'য়েছে ত ?" বিজয় একটু হাসিয়া মস্তক অবনত করিল। উকিলবাবু আসিবামাত্র তাঁহাকে বসিতে বলিয়া পশু বাবু বলিলেন, "দেখুন উকিল বাবু! একখানি দানপত্র এখনি লিখে আনুন, বিজয়ের যে বিষয় আমি কিনেছি, আমার কন্যাকে বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ তাহা দান করিলাম, আর মেয়ে যত দিন জীবিত থাকবে,

ততদিন আমার এষ্টেট থেকে পাঁচশো টাকা মাসহারা পাবে। দাওয়ান মহাশয়! আপনি বিজয়ের নামে একলাখ টাকার একখানি চেক দিন।"

মেজ। পশু! আজ যে তুই কল্পতরু হ'য়েছিস্? বিজয়-মিত্তিরকে মেয়ে দিবি না—ধনুকভাঙ্গা পণ ক'রেছিলি, এখন যে একেবারে দিল্‌দরিয়া হ'য়ে প'ড়্‌লি?

পশু। মেজদা, আমার পণ ত' রইল না। ভগবানের যথেষ্ট দয়া, তা না হ'লে আজ আমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হ'তে হ'ত। বিশুদার সঙ্গে ব'সে ওদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কত পরামর্শই ক'র্‌তাম, কিন্তু কি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছিল, যে সে সব ভুলে গিয়ে অন্যত্র চেষ্টা ক'রেছিলাম। যা হোক আপনাদের জয় হ'য়েছে, আর আমাকেও পাপ থেকে রক্ষা ক'রেছেন। এখন আশীর্ব্বাদ করুন নব-দম্পতী দীর্ঘজীবি হোক্।

বেদান্ত। পশুপতি, আমি তোমাদের বংশের পুরোহিত, তোমার ভাবা উচিত ছিল, কেন আমি আসি নি। আমার অত্যন্ত কষ্ট হ'য়েছিল, যে তোমার মত জ্ঞানী, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক লোক হ'য়ে, একটা জেদের বশীভূত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌তে একটুও ইতস্ততঃ ক'র্‌লে না! জানত' ভাই! দশচক্রে ভগবান ভূত, আমরা ত' কোন্ ছার।

হেম ঘোষ। বৈবাহিক মহাশয়! আমরা যা আপনার বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছি, ভুলে গিয়ে ক্ষমা করুন।

পশুপতি বাবু তাঁহার হস্তদুটি নিজহস্তে লইয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আপনারা আমাকে নরক থেকে রক্ষা ক'রেছেন, আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। হেম ঘোষ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,

"বেলা হ'য়েছে, বর-ক'নে বিদেয় ক'র্‌বার বন্দোবস্ত করুন, তবে আমরাও উঠি।"

নারায়ণপুর হইতে হারু নাপিত একখানি পত্র আনিয়া পশুপতি বাবুর হস্তে দিয়া প্রণাম করিল। পশুপতি বাবু খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানি বাহির করিবামাত্র, আরো তিন খানি পত্র তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া গেল। তিনি সেগুলিকে সযত্নে রাখিয়া পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে কখন মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছিল, কখন বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল, সেখানি শেষ করিয়া বক্রি তিনখানি পাঠ করিলেন। মেজ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্ পত্র ?"

পশু। অক্ষয় দত্তর।

মেজ। কি লিখেছে, পড়, শুনি।

পশুপতি বাবু বিজয়কে পাঠ করিতে বলিয়া পত্রগুলি তাহাকে দিলেন। বিজয় পাঠ করিতে লাগিল—

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত পশুপতি বাবু ভূস্বামী মহাশয় প্রবল-প্রতাপেষু—

মহাশয়! অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি, যে এই তিনখানি পত্র (মহাশয়ের চাক্ষুস দেখিবার জন্য পাঠাইলাম ও যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন) পাঠ করিয়া, বরযাত্রীদের মত লইয়া বুঝিলাম, সকলেই যাইতে অস্বীকার করেন। তথাপি কয়েকজন যুবক যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় যাইতে পারি নাই। কারণ আমার কনিষ্ঠ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহার জীবনের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখনো তাহার জ্ঞান হয় নাই, জানি না ঈশ্বর কি করেন। শ্রীমান আরোগ্য লাভ করিলে, যদি আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে আর একটি দিন স্থির করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। পত্রবাহক দ্বারা

স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২—সাল।

সেবক শ্রীঅক্ষয় কুমার দাস দত্ত।

বিজয়। এ কখানা ইংরাজি, প'ড়্‌ব কি?

মেজ। পড়।

Dr. Aukhoy Kumar Dutta, Narainpore.

I command you to stop the procession and you are forbidden to marry Pashu Baboo's daughter, if you do not obey, beware of your life.

দ্বিতীয়খানি হরিহর বাবুর নামেও অবিকল ঐরূপ। তৃতীয়খানি এই :—

Nabin! you are forbidden to marry Pashu Babu's daughter, if you do not obey or listen, you will do so at your life's risk and your wickedness regarding Banamali's sister will be openly proclaimed. Your opponent is powerful and strong enough to crush you.

মেজ। বনমালীর ভগ্নীর বিষয়টা কি?

বিজয়। ছোট কাকা বাবু উহার চরিত্র সম্বন্ধে কি অনুসন্ধান ক'রেছিলেন? বোধ হয় করেন নি, যদিও ক'রে থাকেন, তা হ'লে যাকে ভার দিয়েছিলেন, সে মিথ্যা কথা ব'লেছে। আমি জানি নবীনের চরিত্র আমার চেয়েও খারাপ। আমি কখন ত' গৃহস্থের মেয়ে ছেলেদের দিকে তাকাই নি, কিন্তু ও এক জন ব্রাহ্মণের ভগ্নীর সর্ব্বনাশ ক'রে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে ক'ল্‌কেতায় রেখেছে, যদি আমার কথায় অবিশ্বাস করেন, আমি সেই স্ত্রীলোককে এনে, আমার সত্যতা প্রমাণ ক'রে দিতে পারি।

পশু। আমি জানি মেজ দা! এ কার কায।

মেজ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুই ছাই জানিস্। আচ্ছা বল্ দেখি কার কায?"

পশু। বিজয় মিত্তির ভিন্ন কার এত বড় বুকের পাটা আছে, যে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়?

বিজয়। আমি না লিখে থাক্‌তে পারিলাম না। জেনে শুনে প্রভাকে একটা দুর্দ্দান্ত মাতাল আর চরিত্র-হীনের হাতে দিতে পারি না।

পশু। এই পত্র উকিলের হাতে দিয়ে, এক নম্বর দেগে যাতে শাস্তি হয়, তা ক'র্‌ব?

বিজয়। কাকা বাবু! যে শাস্তি দিয়েছেন, মাথা পেতে নিয়েছি। অনুমতি করুন, বাকী কায টুকু সেরে মায়ের সাধের বৌকে তাঁর পায়ে দি গে।

"চল" বলিয়া সকলে উঠিলেন। বিজয় অন্তঃপুরে গিয়া বক্রী কার্য্যগুলি শেষ করিয়া প্রভার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আর কাকীমা ব'ল্‌ব না। মা! তোমার ছেলে তোমাদের আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হ'য়েছে, আশীর্ব্বাদ করুন প্রভাকে আজও যেমন ভালবাসি, তার কখন যেন কম না হয়।" প্রভার মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভার হস্ত ধরিয়া বিজয়ের হাতে সমর্পণ করিলেন।

বিজয় প্রভাকে লইয়া পাল্কীতে উঠিয়া, পথিমধ্যে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল, "আমার প্রভা! সত্যই তুমি আজ আমার, আমার তপস্যা সফল হ'য়েছে!" প্রভা তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া হাসিয়া, কাঁধে মাথা রাখিল। বিজয় নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিবামাত্র শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে রাজলক্ষ্মী ও সরোজিনী আসিল।

উপসংহার।

রাজলক্ষ্মী প্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সরোজ জলের ধারা ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। বিজয় দ্বার হইতে "মা! মা!" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ভিতরে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "এই নাও মা! তোমার সাধের বৌ প্রভাস-নলিনী।"